Kothari Group
Imagine Inspire Deliver

Albert David® Limited

A Unit of Kothari Group

Manufacturers of Allopathic & Herbal Formulations, I.V. infusions & Medical Disposables

Ref: Extract/UFR/30062024

August 11, 2024

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001.
Scrip Code: 524075

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C-1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051.
Symbol: ALBERTDAVD

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper publication of Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

In terms of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith Newspaper publication of the Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024, as released in Ajkal (Regional) dated August 11, 2024.

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Albert David Limited**

ALBERT DAVID LTD. N.S.Road Kolkata 700001 Gillander House

Indrajit Dhar
Compliance Officer

Encl.: As above

আজকাল

www.aajkaal.in

কলকাতা ২৬ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার ১১ আগস্ট ২০২৪ শহর সংস্করণ* ৬.০০ টাকা ১২+৪ পাতা

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

নেপথ্য ভাষণ

অশোক দাশগুপ্ত

শুশুনিয়ার পাহাড়

প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে কষ্ট তো হবেই। হচ্ছে। একই সঙ্গে স্বস্তি। বিস্মিত হতে পারেন। স্ত্রী, সন্তান তো বটেই, পার্টির অজস্র সহযোগী, কর্মী, সমর্থক, গুণমুগ্ধ, সকলেই ক্রুদ্ধ হতে পারেন। স্বস্তি? দ্বিধা নিয়েই বলছি, হ্যাঁ। এমন প্রাণবন্ত একজন মানুষ এত অসুস্থ, নিষ্ক্রিয়। সবথেকে প্রিয় ছিল বই। পড়া। অনেক আগে থেকেই চোখের সমস্যা। ২০০৬ সাল, শঙ্করপুর। বিমানদা জোর করে দু'দিনের ছুটিতে পাঠালেন বুদ্ধকে। সঙ্গে স্ত্রী, সন্তান, এই বন্ধু। সকালে আড্ডা, সন্ধেতেও। টেলিভিশনে একটা ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল। বললেন, নীচের স্কোর পড়তে পারি না। বন্ধু অম্বর রায় তরুণ বুদ্ধদেবকে নিয়ে গিয়েছিলেন কার্তিক বসুর কোচিং ক্যাম্পে। সরঞ্জামের অভাব, বেশি দিন থাকতে চাননি। সেই বুদ্ধদেব স্কোর দেখতে পাচ্ছেন না। পরে, ক্রমশ পড়ার মতো চোখ থাকল না। পড়তে পারছেন না, তাঁর ক্ষেত্রে এর থেকে বড় কষ্ট আর কিছুই ছিল না। অসুস্থ, ঘোর অসুস্থ, হাতে বই নেই, এই বুদ্ধের জন্য কষ্ট হত। সেই জায়গা থেকে, স্বস্তি। ওই বইহীন জীবনের ভার তাঁকে আর বহন করতে হবে না। দারুণ কথাটা অবশ্য বলেছেন মানিক সরকার, 'অসুস্থ, কাজে থাকতে পারছিলেন না। তবু, আমাদের অনুপ্রেরণা ছিল, বুদ্ধদা আছেন।'

শেষ রাজনৈতিক মন্তব্যটা পেয়েছিলাম ২০২২ সালে। কখনও মোবাইল ফোন ব্যবহার করেননি। সর্বক্ষণের সহায়ক তপন ভরসা শেষ তিন-চার বছর। পদ্মভূষণ প্রত্যাখ্যানের জন্য অভিনন্দন জানাতে চাইলাম। অদৃশ্য হাসির সঙ্গে পাতলা হয়ে আসা গলায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া: 'পদ্মের ছোবল!'

২০১১ সালের পরাজয়ে যাবতীয় দায় নিজের ওপর টেনে নেওয়ায় মন ভেঙে গেল। তবু, পার্টি অফিসে যেতেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ, পরামর্শ দিতেন। তারপর, অসুস্থতা বাড়ল, ঘরবন্দি হয়ে গেলেন। স্ত্রী, সন্তান, সর্বক্ষণের সহায়ক তপনের সেবা ছিল, চিকিৎসকদের প্রাণভরা তদারকি ছিল, কিন্তু শারীরিক অসামর্থ্যের ভার বহন করে যেতে হল। মুক্তি? স্বস্তি? হয়তো।

বলতেন, 'আমাদের পা থাকবে মাটিতে, মাথা আকাশে।' আরও বলতেন, অনেকের ধারণা, এভাবেই চলবে। 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।' শিল্পায়ন অভিযানে নামলেন। তাড়াহুড়ো করছেন কেন? বলতেন, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে।' ব্যর্থ অভিযান, তবু, তাঁকে মনে রাখবে ইতিহাস। মনে রাখবে তাঁর বিশ্বাসকে।

'শত্রু' মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর অনেকবার গেছেন বুদ্ধের ছোট্ট ফ্ল্যাটে। একবার মমতা বললেন, 'আপনি তো বন্ধু, বলুন না, একটু ভাল জায়গায় যেন থাকেন। ব্যবস্থা করব। ওই ঘরে শুধু বই, ডাস্ট, সিওপিডি আরও বাড়বে।' জানালাম, 'চিনি তো, শুনবে না। স্ত্রী, সন্তানের কথাই না, বন্ধুর কথা ছেড়ে দাও।'

দাম্ভিক ছিলেন? না, না। আত্মবিশ্বাস তাঁকে হয়তো অনড় রাখত। সবার সঙ্গে মিশতে পারতেন না। কবি-সাহিত্যিক, শিল্পস্রষ্টাদের সঙ্গে অনর্গল। তাহলে কি রাজনীতি তাঁর জন্য ভুল জায়গা? অন্য দিকটাও ভাবুন। এমন একজন কি রাজনীতিকে সমৃদ্ধই করে যাননি? ওপর-ওপর সর্বজনীন সৌজন্যই সব?

পার্টি স্ট্রাকচার বদলাতে হবে। চাই গণতন্ত্র, আরও আরও। পার্টির মধ্যে লড়াই। তিক্ততা ছিল না। বন্ধ বন্ধ্যা, সর্বনাশা, বিশ্বাস করতেন। বলেওছিলেন একবার। পার্টির নির্দেশে পিছিয়ে এলেন। এক পা পিছে, দুই পা আগে। বিশ্বাস। এই রাজনীতিককে মনে রাখবে না ইতিহাস?

জ্যোতি বসুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নিবিড়। নীতিগত মিল। স্নেহ। একবার জ্যোতিবাবু দেখলেন, বুদ্ধের হাতে ঘড়ি নেই। খারাপ হয়ে গেছে। নিজের ঘড়িটা দিয়ে বললেন, 'এখনই পড়ো।' মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফার পর দিল্লিতে পার্টির বৈঠক। সন্ধেয় বুদ্ধকে বললেন, 'তৈরি হও।' মন্ত্রিসভায় তো ফেরালেনই, মুখ্যমন্ত্রিত্বের জন্যও তৈরি থাকতে বললেন।

এই জ্যোতিবাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য একটি ঘটনার সূত্রে। জ্যোতিবাবু রাইটার্স থেকে বেরোনোর আগে ডাকতেন বুদ্ধকে। কিছু কথা। বুদ্ধ লিফটে তুলে দিয়ে ফিরতেন নিজের ঘরে। ১৯৯৩। তৎকালীন মুখ্যসচিব ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে না-জানিয়ে প্রেস কর্নার নিয়ে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিলেন প্রেস কাউন্সিলকে। জেনে, ক্ষুব্ধ বুদ্ধ রাতে ফোন করলেন কৃষ্ণমূর্তিকে। উনি অসংলগ্ন তর্ক জুড়লেন। মনে হল, কথা বলার অবস্থায় নেই। ক্রুদ্ধ বুদ্ধ: 'ধুর, আপনার সঙ্গে কথা বলা যায় না।'

পরদিন রাইটার্স থেকে বেরোনোর আগে জ্যোতিবাবু যথারীতি ডাকলেন বুদ্ধকে। 'কেন চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে? প্রমোদ দাশগুপ্তের চ্যালা হয়েছ?' উঠে দাঁড়ালেন ক্ষুব্ধদেব, 'ইয়েস। আই অ্যাম প্রাউড অফ ইট।'

সেদিনই সন্ধেয় ফোন করলেন, একবার নন্দনে আসবেন? গেলাম। জানালেন, 'কাল রিজাইন করছি। মন্ত্রিসভা থেকে, পার্টির সব পদ থেকে। শুধু মেম্বারশিপটা যেন থাকে, বলব।' উঠে আসছি, বললেন, 'বসুন। আজই খবরটা করে দিন।' চাইছিলাম না। অনড় বুদ্ধ, 'আজই লিখুন। বেরিয়ে গেলে, কেউ পাল্টানোর কথা বলতে পারবে না।'

এবং পরের দিন। জ্যোতিবাবুর ফোন, 'এসো রাইটার্সে, ৪টে নাগাদ।' বললেন, 'তোমরা তো বন্ধু, হলটা কী বুদ্ধর? বোঝাচ্ছ না কেন?' নীরব থেকেছি।

সেদিনই রাতে ফোন করলাম বুদ্ধকে। অনেক কথার পর বললাম, 'আপনি হিমালয়ের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছেন?' তৎক্ষণাৎ ঐতিহাসিক জবাব, 'উনি হিমালয়। আমিও কিন্তু শুশুনিয়ার পাহাড়!'

আর জি কর হাসপাতালে নৃশংস হত্যা

২৪ ঘণ্টাতেই খুনি ধৃত কঠোর মুখ্যমন্ত্রী: চাই ফাঁসি হোক সিবিআই তদন্তেও আপত্তি নেই

আজকালের প্রতিবেদন

আর জি কর-কাণ্ডে সিসিটিভি ও মোবাইলের ব্লুটুথ হেডফোনের সূত্র ধরে একদিনের মধ্যেই মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সে কলকাতা পুলিশেরই একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। নাম সঞ্জয় রায়। এই ঘটনায় কঠোর অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শনিবার তিনি জানান, 'এই অপরাধের কোনও ক্ষমা নেই। তিন-চার দিনের মধ্যেই ফাস্ট ট্রাক কোর্টে দ্রুত বিচার করে ফাঁসির আবেদন করতে হবে।' আরও কঠোর অবস্থান সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির। তিনি বলেছেন, 'তথ্য-প্রমাণ বিরুদ্ধে গেলে এনকাউন্টার করে এদের মারা উচিত। বিজেপির উচিত অর্ডিন্যান্স করে আইন সংশোধন করা। দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এই অপরাধীদের।' মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি, একদিনের মধ্যেই মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার সত্ত্বেও আর জি কর নিয়ে বিক্ষোভ, আন্দোলন কিন্তু থামছে না। শনিবার শুধু রাজ্য নয়, গোটা দেশেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এদিন রাজ্যে প্রতিবাদ দিবস পালন করেন চিকিৎসকেরা। 'বিচার চাই' বলে রাজপথে মিছিল করেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। জরুরি পরিষেবা জারি রেখে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়। বিচারের দাবি নিয়ে আর জি কর থেকে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পর্যন্ত মিছিল করেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত মানববন্ধন করা হয়। মৌলালি থেকে এনআরএস সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষে মোমবাতি মিছিল করা হয়।

আদালতে তোলার আগে ধৃত অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। শনিবার। ছবি: পিটিআই

এই ঘটনায় অপরাধীর সর্বোচ্চ সাজার পক্ষে সওয়াল করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বলেছেন, 'ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে মামলা করে প্রয়োজনে ফাঁসির আবেদন করা হোক। যদিও আমি ফাঁসির পক্ষে নই, কিন্তু কিছু কিছু কেস আছে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যাতে অপরাধীরা শিক্ষা পায়। এই ঘটনা আর না করতে পারে।' তিনি জানান, 'মনে হচ্ছে যেন নিজের পরিবারের কাউকে হারিয়েছি। জুনিয়র ডাক্তাররা যে বিক্ষোভ ও দাবি জানাচ্ছেন, তা যুক্তিযুক্ত। ওঁদের সঙ্গে আমি সহমত।' তাঁর মতে, একজন সহকর্মীকে হারানোর বেদনা সবাইকেই আঘাত করে। আমার পরিবারেরও দু'জন জুনিয়র ডাক্তার আছে। এদিন তিনি আর জি কর হাসপাতালকে আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'সিবিআই দিয়ে তদন্ত করালে রাজ্য সরকারের কোনও আপত্তি নেই। এমনকী আমাদের ওপর যদি আস্থা না থাকে তাহলে অন্য যে কোনও এজেন্সির কাছেও পড়ুয়ারা যেতে পারেন। আমাদের কিছু লুকোনোর নেই।' তিনি মনে করিয়ে দেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজ্য সরকার তদন্ত করছে। তিনি বলেন, 'হাসপাতালে অভিযুক্তের যাতায়াত ছিল। আশপাশে সিসি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ঘটনা ঘটল? এত সাহস হল কী করে? তিনি বলেন, হাসপাতালের ভেতরের বিষয় দেখভালের জন্য সুপার ও প্রিন্সিপালদের দায়িত্ব রয়েছে। সেক্ষেত্রে কোনও ফাঁকফোকর ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' পড়ুয়া চিকিৎসকদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, 'সঙ্গত কারণেই আপনারা আন্দোলন করছেন। আমি পাশে আছি। খালি অনুরোধ, পরিষেবা যেন ব্যাহত না হয়।

● এরপর ৩ পাতায়

সঞ্জয়কে ধরিয়ে দিল ব্লুটুথ ইয়ারফোন

আজকালের প্রতিবেদন

সিসিটিভি ফুটেজ ও ব্লুটুথ নেকব্যান্ড হেডফোন ধরিয়ে দিল আর জি কর কাণ্ডের অভিযুক্তকে। ধৃতের নাম সঞ্জয় রায় (৩১)। সে কলকাতা পুলিশের চতুর্থ ব্যাটেলিয়নের সিভিক ভলান্টিয়ার। শুক্রবার মাঝরাত থেকে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার সাতসকালে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন দুপুরে লালবাজারে অতিরিক্ত নগরপাল (১) মুরলীধর শর্মার উপস্থিতিতে সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানালেন নগরপাল বিনীত গোয়েল। তিনি বলেন, 'এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক। আমরা চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। সাতজন সদস্য নিয়ে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) খুব ভাল কাজ করেছে। অপরাধীর পরিচয় যাই হোক না কেন, সে আমাদের চোখে অপরাধীই। ঘৃণ্য অপরাধে যুক্ত সে। ধৃতের বিরুদ্ধে খুন ও ধর্ষণের ধারা রুজু করে জোরকদমে তদন্ত চলছে।'

শুক্রবার ঘটনাস্থল থেকে একটি নেকব্যান্ড ব্লুটুথ হেডফোন উদ্ধার করেছিল পুলিশ। ঘটনার পর থেকে হাসপাতালে উপস্থিত প্রত্যেকের ফোনের ব্লুটুথের সঙ্গে ওই হেডফোনের ব্লুটুথ একই রেঞ্জে নিয়ে আসা হয়।

● এরপর ৩ পাতায়

ডাক্তারদের কর্মবিরতি, বিক্ষোভ চলছেই

আজকালের প্রতিবেদন

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় রাজ্যের পাশাপাশি দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠল। রাজ্য জুড়ে শনিবার প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে কর্মবিরতি পালিত হয়। এতে জরুরি বিভাগ ছাড়া অন্যত্র সমস্যা তৈরি হয়।

বিচারের দাবি নিয়ে এদিন আর জি কর থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথা মোড় পর্যন্ত মিছিল করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এনআরএস, এসএসকেএম, কলকাতা মেডিক্যাল, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন সর্বত্রই কর্মবিরতির ডাক দেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তবে সব ক্ষেত্রেই জরুরি পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে তাদের তরফে। কোথাও হাসপাতালের ওপিডিতে সিনিয়র চিকিৎসকরা সামাল দেন, আবার কোথাও একরকম বন্ধই ছিল। এতে দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের সমস্যায় পড়তে হয় বলে অভিযোগ। শিশুমঙ্গল থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত প্রতীকী মানববন্ধন হয়। সেখানকার জুনিয়র চিকিৎসকরাও বিক্ষোভে শামিল হন। ন্যাশনাল মেডিক্যালে 'হোক প্রতিবাদ'-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিন দুপুরে কলকাতা মেডিক্যাল থেকে আর জি কর পর্যন্ত মিছিল করেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা। সন্ধেয় মৌলালি থেকে এনআরএস পর্যন্ত সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে মোমবাতি মিছিল হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, 'অবিলম্বে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে হবে।'

● এরপর ৯ পাতায়

দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টি

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যের উপকূলে ফের দানা বাঁধতে চলেছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে ফের একবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মাঝের কয়েকটা দিন উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার পূর্বাভাসে এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

গত কয়েকদিন মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গেও হচ্ছে। পাহাড়ে বৃষ্টির পাশাপাশি আকাশ থাকছে মেঘে ঢাকা। তাতে সেখানকার তাপমাত্রা অনেকটাই কমে গেছে। দার্জিলিঙে এসেছে শীতের আমেজ। শীত শীত ভাব কালিম্পঙেও। দক্ষিণবঙ্গেও অনেকটা কমেছে তাপমাত্রা। কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমেছে ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, বিধাননগরে ৩২.৬, ডায়মন্ড হারবারে ৩০.৮, আসানসোলে ৩১.৫। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত এমনই চলবে। মাঝেমধ্যে বিক্ষিপ্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। আকাশ থাকবে মেঘে ঢাকা। তাতে তাপমাত্রাও কম থাকবে।

পাশাপাশি তারা জানিয়েছে, এ রাজ্য ও সংলগ্ন ওড়িশার উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত দানা বাঁধতে চলেছে। এর প্রভাবে বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে। ওই দিন পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, হুগলি, দুই বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। পরের কয়েকদিনও এই বৃষ্টি চলতে পারে। তুলনায় কম বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে।

এবার শুরু থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি যথেষ্ট কম হয়েছে। তাতে দক্ষিণবঙ্গের ১৫টি জেলাতেই বৃষ্টি-ঘাটতি হয়েছিল। কয়েকদিন আগে হওয়া ঘূর্ণাবর্তের বৃষ্টিতে এই ঘাটতি অনেকটা কমেছিল। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, এই বৃষ্টিতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, হাওড়া ও হুগলিতে বৃষ্টি-ঘাটতি কমেছে। আশা করা যাচ্ছে নতুন যে ঘূর্ণাবর্ত দানা বাঁধতে চলেছে তাতে দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি-ঘাটতি কমে যেতে পারে।

নন্দনকানন থেকে জোড়া সিংহ আসছে আলিপুরে

সম্বৃতা মুখার্জি

কলকাতার চিড়িয়াখানায় আসতে চলেছে একজোড়া এশিয়াটিক সিংহ। আলিপুর চিড়িয়াখানায় ওড়িশার নন্দনকানন থেকে আনা হচ্ছে একটি সিংহ ও একটি সিংহী। এখন চিড়িয়াখানায় রয়েছে ৩টি সিংহী ও ১টি সিংহ। আরও এক জোড়া এলে হবে ৪টি সিংহী ও ২টি সিংহ। সিংহ পরিবারের মোট সদস্য হবে ৬টি। শনিবার বিশ্ব সিংহ দিবসে একথা জানান আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তা শুভঙ্কর সেনগুপ্ত। তিনি জানিয়েছেন, খুব শিগগিরি আলিপুর চিড়িয়াখানার সদস্য হতে চলেছে নন্দনকাননের এই সিংহজুটি। সেন্ট্রাল জু অথরিটির কাছ থেকে অনুমতিও পাওয়া গেছে তাদের আনার জন্য। তাদের আনতে সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদিন বিশ্ব সিংহ দিবস উপলক্ষে চিড়িয়াখানায় স্কুলপড়ুয়াদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জু ম্যানেজমেন্ট, আলিপুর চিড়িয়াখানার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হয় অনুষ্ঠানে। ছিলেন চিড়িয়াখানার কর্মী ও আধিকারিকরা। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশন বিভাগের পড়ুয়ারা ফটোগ্রাফি ও আঁকার অনুষ্ঠানে অংশ নেন। চিড়িয়াখানায় আগতদের নিয়ে হয় 'স্পট কুইজ' প্রতিযোগিতা। শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় লজেন্স ও সিংহের মুখোশ। প্রসঙ্গত, বিশাখাপত্তনম চিড়িয়াখানা ও নন্দনকানন থেকে ২টি বাঘও আনা হচ্ছে।

বিশ্ব সিংহ দিবসে আলিপুর চিড়িয়াখানায় শিশুরা। ছবি: আজকাল

কুয়াশা ঢাকা দার্জিলিঙের ম্যাল। শনিবার। ছবি: সঞ্জয় বিশ্বাস

দার্জিলিঙে যেন শীতকাল!

সঞ্জয় বিশ্বাস ও অলক সরকার

দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি, ১০ আগস্ট

ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকছে শৈলশহর দার্জিলিং। দিনের গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নীচেই থাকছে। শনিবার দার্জিলিঙের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বোচ্চ ছিল ১৯.২ ডিগ্রি। মনে হচ্ছে যেন শীতকাল নেমে এসেছে দার্জিলিং পাহাড়ে! পর্যটকের ভিড় না থাকায় পাহাড় যেন আরও নিঝুম। এমন পরিবেশ মুখিয়ে উপভোগ করছেন পাহাড়ের স্থানীয় প্রবীণেরা। রোজ দল বেঁধে ম্যালের চারপাশে পাতা বেঞ্চে এসে বসছেন আর গল্পগুজবে মেতে উঠছেন।

পর্যটন মরশুমে অবশ্য এমন সুযোগ মেলে না স্থানীয়দের। ম্যালের কোনায় কোনায় পর্যটকের ভিড় লেগে থাকে। স্থানীয়দের বাড়ি কিংবা রাস্তায় পায়চারি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। দু'দিন ধরে তাই বেশ খোশমেজাজে আছেন স্থানীয় প্রবীণেরা। স্থানীয় সুরজ থাপা জানান, 'এই সময় পর্যটক প্রায় থাকে না। ইদানীং তবু কিছু কিছু পর্যটক সারা বছরই দেখা যায়। এখনও আছে। তবে সেটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ফাঁকা ম্যাল পেয়ে তাই আমরাই অবসর সময় কাটাচ্ছি।'

এদিকে, বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দার্জিলিং শহরের বিভিন্ন হোটেলে বাংলাদেশি পর্যটকদের বিষয়ে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। দার্জিলিং পাহাড়ে বাংলাদেশি পর্যটকের আনাগোনা প্রায় সব মরশুমেই দেখা যায়। এবারের পরিস্থিতি অবশ্য অন্যরকম। পাহাড় তো বটেই, সমতলেও নজরদারি অব্যাহত। যদিও দার্জিলিং হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্পাদক বিজয় খান্না জানিয়েছেন, 'আমরাও সতর্ক। তবে এই মুহূর্তে পর্যটক প্রায় নেই বললেই চলে। কুয়াশা-ঘেরা দার্জিলিঙের এই ছবি নতুন কিছু নয়। এর টানেই তো দূর দূর থেকে পর্যটকেরা আসেন।'

মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ পদক পাচ্ছেন ৪ জন

আজকালের প্রতিবেদন

কর্মদক্ষতার জন্য এবার রাজ্য পুলিশের চার শীর্ষকর্তাকে 'মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ পদক'-এ সম্মানিত করা হবে। প্রতি বছর এই পদক দিয়ে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এ বছর এই সম্মান পাচ্ছেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার মুকেশ, ডিআইজি (নিরাপত্তা) আভারু রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার ইন্দিরা মুখার্জি এবং মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি দিব্যজ্যোতি দাস। ১৫ আগস্ট, রেড রোডের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পদক তুলে দেবেন। এছাড়া প্রতি বছরের মতো এবারও রেড রোডে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা-সহ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হবে। এবারই প্রথম স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে চা-বাগানের শ্রমিকরাও মার্চ পাস্ট করবেন। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙের ১০০ জন শ্রমিক আসছেন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

মোদি-জমানায় মাথাপিছু আয় কমেছে: অমিত মিত্র

রিনা ভট্টাচার্য

বিজেপি সরকারের জমানায় মাথাপিছু আয় কমছে, বেকারত্ব বাড়ছে। দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র। তিনি বলেন, '২০১২ সালে দেশে মাথাপিছু আয় ছিল ১২ হাজার ৯০০ টাকা। ২০২২ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৯২৫ টাকা। শুধু চাকরিজীবী নয়, স্বনিযুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রেও এই আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে।' তিনি জানান, ২০১২ সালে স্বনিযুক্ত কর্মীদের মাথাপিছু আয় ছিল ৭ হাজার ১৭ টাকা। ২০২২-এ তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৮৪৩ টাকা। অন্যদিকে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন, অথচ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে ৯৩ শতাংশ। তাঁর অভিযোগ, চলতি অর্থবছরের বাজেটে অসংগঠিত ক্ষেত্র নিয়ে কোনও দিশাই দেখাননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজ না পাওয়ায় শহর থেকে বহু মানুষ গ্রামে ফিরে আসছেন। এর ফলে বাড়ছে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা। স্বাভাবিক ভাবেই বেশি শ্রমিক হয়ে গেলে কাজের সুযোগ কমছে, আয়ও কমছে।

অমিত মিত্র

অমিত মিত্র জানান, চলতি বছরের জুন মাসে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ। যা সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিংবা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সম্পূর্ণ উদাসীন, যা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে। বাজেটে ৫০০টি বড় কোম্পানিকে ১২ মাসের জন্য ২০ লক্ষ ইন্টার্নকে সুযোগ দিতে বলা হয়েছে। এই কোম্পানিগুলিতে এমনিতেই ৬৭ লক্ষ কর্মী রয়েছেন। কেন্দ্রের নির্দেশ মানতে গেলে তাদের প্রতি বছর ৪ হাজার করে কর্মী নিতে হবে, যা অবাস্তব বলে মনে করছেন অমিত মিত্র। তাঁর প্রশ্ন, ১২ মাস পরে এই ইন্টার্নরা কোথায় যাবেন? স্বভাবতই কেন্দ্রের এই বার্তায় কোনও সংস্থাই সাড়া দেয়নি।

জমি-বাড়ি বিক্রি করলে, কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত কর ধার্য করতে চেয়েছিল। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দাবি, হয় প্রধানমন্ত্রী বোঝেননি অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে মানুষকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চাপে পড়ে তাঁদের পিছিয়ে যেতে হয়েছে। এছাড়াও বাজেটে ১০০ দিনের কাজে বয়ঃসন্ধির মেয়েদের বিভিন্ন প্রকল্পে এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের পরিপন্থী।

ছোট বাড়ি তৈরিতে অনুমোদন ফি-তে ছাড়

কাকলি মুখোপাধ্যায়

শহরে ছোট জমিতে বাড়ি তৈরি করতে আর অনুমোদন ফি বাবদ কলকাতা পুরসভাকে দিতে হবে না বিপুল টাকা। এবার প্রায় ৫০ শতাংশ ছাড় মিলবে বাড়ির নকশা অনুমোদন ফি'তে। সেপ্টেম্বর থেকেই চালু হবে কলকাতা পুরসভার বাড়ি তৈরির নতুন অনুমোদন ফি। শনিবার কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম একথা ঘোষণা করেন। এদিন 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানের পর মেয়র জানান, ছোট জমিতে নিজের মনের মতো করে অনেকেই বাড়ি তৈরি করতে চান। কিন্তু বাড়ির স্যাংশন ফি বেশি থাকায় অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছে থাকলেও নাগরিকদের ভাবতে হত। তাই বাড়ি তৈরিতে অনুমোদন ফি'তে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়মে এক কাঠা জমিতে বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে অনুমোদন ফি দিতে হবে মাত্র ৪০ হাজার টাকা। এক কাঠা থেকে দুই কাঠার মধ্যে হলে ৭০ হাজার টাকা ফি দিতে হবে। আর দুই থেকে তিন কাঠা জমিতে বাড়ি তৈরির জন্য স্যাংশন ফি বাবদ ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিতে হত। এবার সেটা ১ লাখ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হল। অর্থাৎ প্রায় ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। তবে সেক্ষেত্রে একটা শর্ত রয়েছে। এই ছাড়ের সুবিধা পাবেন শুধুমাত্র বসতবাড়ির মালিকরা। অর্থাৎ রেসিডেন্সিয়াল বাড়িতে পাওয়া যাবে এই সুবিধা। কোনও কমার্শিয়াল বাড়ির ক্ষেত্রে এই সুবিধা মিলবে না। আর কোনও প্রোমোটার যদি এই শর্তে ছোট বাড়ি তৈরি করে, সেক্ষেত্রে এই ছাড় মিলবে না।

বট, পাকুড় ফেরাতে গাছের ওপর গাছ লাগানো হচ্ছে জলদাপাড়ায়

অম্লানজ্যোতি ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১০ আগস্ট

বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, ডুমুর গাছ প্রায় অবলুপ্ত। বেশ কয়েক বছর আগে আলিপুরদুয়ারেই বট গাছকে পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে প্রকৃতিপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায় স্কুলছাত্রদের নিয়ে নিজেদের গ্রামে বটের চারা লাগিয়েছিলেন। অবাক হয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের মানুষ। এবার সেই বট, পাকুড়দের বৈচিত্র জঙ্গলে ফিরিয়ে আনতে অভিনব উদ্যোগ নিল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহ-বন্যপ্রাণ সহায়ক নভোজিৎ দে বলেন, 'আমার ধারণা, আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোনও সংরক্ষিত অরণ্যের ভেতর এমন কাজ করা হয়নি।'

এবারের বর্ষায় প্রথম এমন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে 'বৃক্ষের ওপর গাছ লাগানো' শুরু হয়েছে। সাধারণত, আমরা গাছ লাগাই মাটিতে চারা পুঁতে। কিন্তু জলদাপাড়ায় ঘটনাটি একেবারেই অন্যরকম। এটা সকলেই জানে, বট, পাকুড়, অশ্বত্থ, ডুমুর বিভিন্ন প্রাণীকে ফল, আশ্রয় দান করে। বিভিন্ন ফিকাস প্রজাতি যেমন ফিকাস বেংহালেনসিস (বট), ফিকাস রিলিজিওসা (অশ্বত্থ), ফিকাস রেসেমোসা (ডুমুর), ফিকাস রক্ষি (পাকুড়) পরিবেশে বৃহৎ গাছ হিসেবে পরিচিত। তবে জঙ্গলে স্বাভাবিক নিয়মে চারা রোপণ করে ফিকাসদের প্রজাতি বৃদ্ধি করা খুবই কঠিন। কারণ, সমস্ত তৃণভোজী প্রাণী, বিশেষ করে হাতিরা ওই প্রজাতির গাছের পাতা, শাখা পছন্দ করে। চারা পোঁতা হলেও প্রচলিত পদ্ধতিতে ওই চারা রোপণের মৃত্যুর হার বেশি হয়। খেয়ে ফেলে তৃণভোজীরা। এবার তাই আর মাটিতে নয়, বিশেষ ভাবে পাটের বস্তায় সার, মাটি দিয়ে প্রায় এক বছর ধরে চারা তৈরি করে, এমন ২০০টি চারা উঁচু উঁচু গাছের ওপর তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার ওই উঁচু গাছগুলোতেই তারা বড় হতে থাকবে। শেকড় বৃদ্ধি করবে। শেষে মূল গাছটিকে একদিন ধ্বংস করে তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করবে।

নভোজিৎ দে বলেন, 'ওদের বেঁচে থাকার প্রধান কারণ হল ওরা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাটির পরিবর্তে একটি গাছের ওপরে অঙ্কুরিত হয়। অবশেষে সেই পোষক গাছটিকে পরাস্ত করে। যেটি একসময় আশ্রয় দিয়েছিল। এখানেও আমরা ঠিক একই চেষ্টা করছি। একটি গাছের ওপরের শাখাগুলিতে ফিকাস চারা রোপণ করা, যাতে কোনও তৃণভোজী প্রাণী চারা খেয়ে না ফেলে।' বনকর্তা আরও বলেন, 'ফিকাস গোত্রের প্রতিটি গাছ নিজেরাই একটি বাস্তুতন্ত্র। তাদের বিস্তৃত শিকড়গুলি জটিল কাঠামো তৈরি করতে পারে। গড়ে ১২০০ প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী, কীটপতঙ্গের বাসস্থান সরবরাহ করে। তাদের ফল অনেক পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য একটি খাদ্য-উৎস, যা এলাকার সামগ্রিক জীববৈচিত্রে বড় অবদান রাখে।'

আপাতত ২০০টি ফিকাস গোত্রের গাছের চারা জলদাপাড়া উত্তর, জলদাপাড়া পূর্ব, জলদাপাড়া পশ্চিম, চিলাপাতা, কোদালবস্তি, পাঁচটি রেঞ্জে লাগানো হয়েছে। পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল হলে আগামী দিনে আরও অন্তত তিনটি প্রজাতির গাছ যুক্ত করে একই রকমভাবে চারা লাগানো হবে জাতীয় উদ্যানের ভেতর। আপাতত প্রতিটি অবস্থানের জিপিএস রিডিং নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যবেক্ষণ চলছে। দু'বছর ধরে এই চারাগুলি নার্সারিতে তৈরি হয়েছিল। ভবিষ্যতে নার্সারিতে আরও চারা তৈরি হবে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও প্রবীণ কাসওয়ান বলেন, 'আমরা আশাবাদী, এই পরিকল্পনা সফল হবেই। গাছের বৈচিত্র আরও বাড়বে জলদাপাড়ায়।' শুধুমাত্র বাণিজ্যিক গুণ না থাকায়, অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকায় সাধারণত বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, ডুমুর গাছ লাগাতে তেমন দেখা যায় না। বট গাছ তো খুঁজে পাওয়াই মুশকিল শহরে। প্রকৃতিপ্রেমীদের মতে, শুধু পাখিদের জন্য নয়, সার্বিক ভাবে বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে গাছগুলি। আশা করা হচ্ছে, পাঁচ বছরের মধ্যেই জলদাপাড়ায় প্রায় সব ক'টি গাছ স্বাভাবিক ভাবে বড় হয়ে উঠতে পারবে।

ময়না গাছের ওপর রাখা হয়েছে বটগাছের চারা। জলদাপাড়ায়। ছবি: প্রতিবেদক

শব্দরঙ্গ ৯৭৬৭

১	২	৩	■	৪			৫
৬			৭		■	■	
৮		■	৮		■	৯	
		■	■	১০			■
	১১		১২	■	■		■
১৩		■	১৪	১৫	■		■
	■	■	১৬		১৭		১৮
১৯				■	২০		

পাশাপাশি

১ সন্তুষ্ট চিত্ত ৪ আরবি নাকাল ৬ কোমল রত্নমালা ৮ পর্যন্ত
৯ চাকার পাখি, অক্ষ ১০ তৎসম অনুসন্ধান ১১ আরবি সঙ্গীত
১৩ লেখ পুস্তক ১৪ পুং-নদী ১৬ প্রবল শৈত্যের কম্পন
১৯ ছাত্রবৃত্তি ২০ মির্জা টেনিস খেলুড়ে

উপরনিচ

১ গানের স্বর
২ অজ্ঞানতা
৩ গানের সুর
৪ আরবি বাধা
৫ পুষ্টদেহ
৭ হস্ত
৯ গোপনে ইঙ্গিত দান
১২ ইজ্জত নষ্ট
১৩ আরবি বাতিল
১৫ তৎসম মজবুত
১৭ কংস
১৮ লইয়া, গ্রহণ করিয়া

গতকালের সমাধান

■	১ম	হা	২গু	রু	নি	৩পা	৪ত
■	হে	■	ল	■	■	৫টা	ক
৬কা	শ	■	৭বা	রি	৮পা	ত	■
মা	■	৯গ	জ	■	১০ন	ন	১১দ
১২র	১৩সা	ল	■	১৪ধ	স	■	রি
■	১৫দা	ন	ক	র্ম	■	১৬খো	য়া
১৭ধা	বা	ছক ১		না	■	ক	■
১৮তু	ঘ	ল	কি	শা	স	ন	■

অশোক সাধুখাঁ

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সিনেমা**
দুপুর ১২-০০ পরিণীতা, দুপুর ২-৩০ সব করো প্রেম করো না, বিকেল ৪-৫৫ অভিমান, টনিক

সন্ধে ৭-৫০

● **আকাশ আট**
দুপুর ৩-০৫ সৈকত সঙ্গীত

● **জলসা মুভিজ**
দুপুর ১-০০ দেবী, বিকেল ৪-২৫ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৭-২৫ হিরোগিরি

● **জলসা মুভিজ এইচডি**
সকাল ১০-০০ জলে জঙ্গলে, সকাল ১১-৪০ টেনিদা অ্যান্ড কোম্পানি, দুপুর ১-৩৫ গোত্র, বিকেল ৪-১০ রসগোল্লা, সন্ধে ৬-৩০ কে তুমি নন্দিনী, রাত ৯-০০ আয় খুকু আয়, রাত ১১-২০ ভূত চতুর্দশী

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২-৩০ বিদ্রোহ, সন্ধে ৭-৩০ বাবা তারকনাথ

● **বি4ইউ মুভিজ**
সকাল ৭-০০ মাফিয়া রাজ, সকাল ১১-০০ ভীষ্ম, দুপুর ৩-০০ দরার, সন্ধে ৭-০০ জখমি সিপাহি, রাত ১১-০০ ঘায়েল ওয়ান্স এগেন

জি সিনেমা
রানওয়ে ৩৪
রাত ১১-২২

জলসা মুভিজ
গুরু
রাত ১০-৩৫

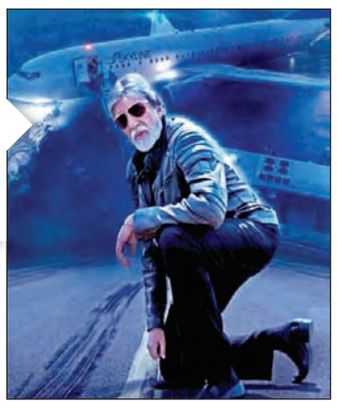

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **বিষয়: বাংলাদেশ**
অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। মৃতের সংখ্যা ৫০০ ছুঁই ছুঁই। এবার কোন পথকে বেছে নেবে তারা? অন্তর্বর্তী সরকারের পর কি আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হবে স্থায়ী সরকার, মৌলবাদ বিরোধী সরকার? যে সরকার একই বন্ধুত্বের হাত ধরে এগিয়ে চলবে? নাকি চীন-পাকিস্তানের মত বাংলাদেশেও বইবে ভারত বিরোধী হাওয়া? ভারত সরকার কীভাবে দেখছে এই পরিস্থিতিকে? একটা ছাত্র আন্দোলন এতো মারাত্মক আকার নিল কীভাবে? এই আন্দোলনের পিছনে কি কোনও বিদেশি শক্তির মদত ছিল? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই **টিভি নাইন বাংলার নিউজ সিরিজ 'বিদ্বেষের বাংলাদেশ'। দেখা যাবে আজ রাত ১০টা থেকে।**

● **জি সিনেমা**
কৃশ

সকাল ৮-৫১
দুপুর ১২-৪১ করণ অর্জুন, বিকেল ৪-৩০ অ্যাটাক, সন্ধে ৭-০০ তিরঙ্গা, রাত ১০-১২ কোহরাম

● **জি সিনেমা**
দুপুর ১-১৩ হাম আপকে হ্যায় কৌন, বিকেল ৫-১৩ ক্র্যাক

● **সোনি পিক্স**
সকাল ৯-২১ স্পাইডারম্যান: পার ফ্রম হোম, সকাল ১১-৩৭ অলিম্পাস হ্যাজ ফলেন, দুপুর ৩-৩৬ আনচার্টেড, বিকেল ৫-৩৪ চার্লিজ অ্যাঞ্জেলস, রাত ১০-৩৫ ব্যাটম্যান বিগিনস

ধারাবাহিক

● **বসু পরিবার**

সৌমিলি তার উপহার নিয়ে বড়াই করতে থাকে। যে বিষয়টা মোনালিসা ভালভাবে নেন না। তিনি বিরক্ত হন। তিনি সৌমিলির ওপর থেকে নজর ঘোরানোর জন্য নীলাকে ডেকে আনেন। এদিকে সৌমিলি এবং বিদিশা মোনালিসার অনুপস্থিতিতে তার মোনালিসার সাজসজ্জা নিয়ে মজা করতে থাকে। অন্যদিকে সৌমিলি এবং মোনালিসা মোনার হারানো গয়নার জন্য নীলাকে দায়ি করতে থাকে। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনে।
সান বাংলা: সন্ধে ৭-০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: রবিবার, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩১, ইং ১১ আগস্ট ২০২৪, মুং ৬ শফর ১৪৪৬
সূর্যোদয় ঘ ৫।১৫।৪২
সূর্যাস্ত ঘ ৬।৭।৫২
তিথি-(শ্রাবণ শুক্লপক্ষ)ষষ্ঠী দং ১।১৫ প্রাতঃ ঘ ৫।৪৬
নক্ষত্র-চিত্রা দং ১।২৩ প্রাতঃ ঘ ৫।৪৯
অন্য পঞ্জিকা
রবিবার, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩১, ইং ১১ আগস্ট ২০২৪, হিজরি ৬ শফর ১৪৪৬। সপ্তমী রাত্রি ৩।৪৯
বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস।

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জন্‌স অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 91630-58000
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ: 66888888 /7473
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু

বেসরকারি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধা পথচারীর। শুক্রবার সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটেছে এন্টালি থানা এলাকার সিআইটি রোডের ওপর। মৃতার নাম মুন্নি বিবি (৬৭)। তিনি কনভেন্ট লেনের বাসিন্দা। ওইদিন সন্ধে ৭টা নাগাদ হেঁটে যাচ্ছিলেন মুন্নি। সে সময় একটি বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। পুলিশ বৃদ্ধাকে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। গ্রেপ্তার হয়েছে চালক।

মারামারি, ধৃত

ধার দেওয়া এক হাজার টাকা ফেরত চাওয়া নিয়ে দুই ভ্যান চালকের মারামারি। জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ মহম্মদ সাদ্দাম নামে এক ভ্যান চালককে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গেছে, টাকা ফেরত চাওয়া নিয়ে বচসা হয়। ধৃতকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আবহাওয়া

রবিবার	সর্বোচ্চ	৩২
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।	সর্বনিম্ন	২৭
	ডিগ্রি সেলসিয়াস	
শনিবার	সর্বোচ্চ ৩১.২ (-১)	
বৃষ্টি ০.৬ মিমি	সর্বনিম্ন ২৮.২ (+১)	
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯১%	৭৮%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কলাইকুণ্ডা ৩৬.২°

চোখের জলে বিদায় তরুণী চিকিৎসককে

সোহম সেনগুপ্ত

শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ সোদপুরে এসে পৌঁছোয় তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহ। প্রতিবেশীরা এদিন চোখের জলে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি দোষীর ফাঁসির দাবিতে সরব হন। তাঁদের দাবি, দ্রুত ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে দোষীর ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে। কামদুনির মতো ভয়াবহ এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবেও যারা যুক্ত, তাদের সবাইকে শাস্তি দিতে হবে বলে এদিন দাবি জানান স্থানীয়রা। এদিন রাত প্রায় পৌনে একটা নাগাদ দাহ করা হয় তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহ। হাসপাতাল থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক নির্মল ঘোষ, স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর সোমনাথ দে-সহ অগণিত মানুষ।

ধরিয়ে দিল ইয়ারফোন

● ১ পাতার পর

কিন্তু কোনও ফোনের সঙ্গে সংযোগ না হওয়ায় সেটি কার, তা জানা যায়নি। এদিকে হাসপাতাল চত্বরের প্রতিটি সিসিটিভি ফুটেজ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। সেখানে দেখা যায়, ভোররাত ৩টে থেকে সকাল ৬টার মধ্যে চারজন চারতলায় গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সঞ্জয়-ও ছিল। শুক্রবার ভোর চারটে নাগাদ তাকে চারতলার দিকে যেতে দেখা যায় সিসিটিভিতে। তখন তার গলায় হেডফোন ছিল। কিন্তু বেরনোর সময় সেটি ছিল না। তখনই তার ওপর সন্দেহ হয় পুলিশের। মাঝরাতেই উল্টোডাঙায় চতুর্থ ব্যাটেলিয়নের কোয়ার্টার থেকে সন্দেহভাজন সঞ্জয়কে আটক করে পুলিশ। তারপর চলে ম্যারাথন জেরা। কেন হাসপাতালের ভিতর ঢুকেছিলে? দুঁদে গোয়েন্দাদের এ প্রশ্নের উত্তরে সে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। জানায়, সে চেস্ট মেডিসিন বিভাগের রোগীদের দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু রোগীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, সঞ্জয় তাঁদের ঘরে আসেনি। সন্দেহ আরও বাড়ে পুলিশের। সাঁড়াশি জেরা করতেই একের পর এক অসঙ্গতিপূর্ণ কথা বলতে থাকে সঞ্জয়। তারপর ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া নেকব্যান্ড হেডফোন ও সঞ্জয়ের ফোনের ব্লুটুথ একই রেঞ্জে অর্থাৎ কাছাকাছি রাখা হয়। তখনই ফোনের সঙ্গে হেডফোনটি সংযুক্ত হয়ে যায়। তারপরেই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়। পুলিশের দাবি, ওইদিন মদ্যপান করে হাসপাতালে ঢুকেছিল সঞ্জয়। সেমিনার রুমে সে মহিলা চিকিৎসককে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে। তারপর যৌন লালসার বশে সে এই ঘটনা ঘটায়। এমনকী, চিকিৎসকের মৃত্যুর পরেও শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে যায় অভিযুক্ত। তবে এমন ঘৃণ্য অপরাধের পরেও অনুতপ্ত নয় ধৃত যুবক। জেরায় সে পুলিশকে বলেছে, 'এই কাজের জন্য প্রয়োজনে আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিন!' তদন্তকারীদের দাবি, বিকৃত মানসিকতা ও অত্যধিক যৌন খিদের বশেই এমন ঘৃণ্য ঘটনা ঘটিয়েছে সঞ্জয়। সূত্রের খবর, তার ফোনে প্রচুর বিকৃত পর্নোগ্রাফি ভিডিও পাওয়া গেছে। তবে এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ কড়া পুলিশি পাহারায় ধৃতকে শিয়ালদা আদালতে তোলা হয়। মুখ্য সরকারি কৌঁসুলি স্নেহাংশু ঘোষ নির্ভয়া কাণ্ডের কথা উল্লেখ করে ধৃতের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানান। ধৃতের তরফে কোনও আইনজীবী ছিল না। পুলিশ আদালতে একটি সিজার লিস্ট জমা দেয়। আদালতের ভারপ্রাপ্ত এসিজেএম বিচারক ধৃতকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। মুখ ঢাকা অবস্থায় বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আদালত থেকে বের করা হয় সঞ্জয়কে। ২০১৯ সালে কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার পদে যুক্ত হয়েছিল সঞ্জয়। ভবানীপুর থানা এলাকার এসএসকেএম হাসপাতালের কাছে ঠান্ডা গলির একটি বাড়িতে থাকত সে। ওই এলাকায় একটি রোল-চাউমিনের দোকান চালান রবিশঙ্কর পাল নামে এক যুবক। সঞ্জয় নিজেকে পুলিশ আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাঁকে পুলিশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরপর রবিশঙ্করের কাছ থেকে দফায় দফায় ২ লক্ষ টাকা নেয় সে। তবে রবিশঙ্করকে পুলিশে চাকরি পাইয়ে দিতে পারেনি সঞ্জয়। টাকাও ফেরত দিতে পারেনি। তখন সে প্রতারিতকে নিজের বাড়ি লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই কথাও রাখতে পারেনি যুবক। তার পর থেকে বেপাত্তা হয়ে যায় সঞ্জয়। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, সে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস ঠান্ডা গলিতে আসেনি। স্থানীয়দের একাংশ এমনও জানিয়েছেন, তাঁরা সঞ্জয়কে কখনও সিভিক ভলান্টিয়ারের পোশাকে দেখেননি। সে সবসময় ক্যামোফ্লেজ রঙের প্যান্ট ও কলকাতা পুলিশের লোগো লাগানো জামা পরে থাকত। তাকে একাধিকবার পুলিশের টাটা সুমো গাড়িতে চেপেও এলাকায় আসতে দেখা গিয়েছে। এলাকায় সঞ্জয়ের স্বভাব আচরণ একেবারেই ভাল ছিল না। প্রায়ই সে মদ্যপান করে এসে পাড়ার লোকেদের সঙ্গে বচসায় জড়াত। এছাড়া ফোন করে মহিলা পুলিশকর্মীদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগও আছে সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে। সঞ্জয়ের বাড়িতে আছেন মা মালতি রায় ও চার দিদি। তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়দের কথায়, মালতি দেবী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। মোট চারবার বিয়ে করেছিল সঞ্জয়। প্রথম তিনজন স্ত্রীর ওপর শারীরিক অত্যাচার চালাত। তাই তিনবারই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। চতুর্থবার বিয়ে করা স্ত্রীর ক্যান্সার রোগে মৃত্যু হয়। তবে ধৃতের মায়ের দাবি, 'আমার ছেলে খুব ভাল, শিক্ষিত। ও এধরনের কাজ করতেই পারে না।'

অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা ডাক্তার নিগ্রহ ও খুনের প্রতিবাদে এন আর এস হাসপাতালের ডাক্তারদের বিক্ষোভ। মৌলালি মোড়ে, শনিবার। ছবি: দীপক গুপ্ত

২৪ ঘণ্টাতেই খুনি ধৃত

● ১ পাতার পর

রোগীকে ফেরাবেন না, সেটা আপনাদের দেখা দরকার।' তিনি জানান, প্রত্যেক হাসপাতালেই পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। যাতে চিকিৎসকদের গায়ে কেউ হাত না দিতে পারে। উল্লেখ্য, ঘটনার পরই মুখ্যমন্ত্রী নিহত ছাত্রীর বাবা-মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন এবং তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

পুলিশের দাবি, ধরা পড়ার পর অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। তবে এই অপরাধ সে একাই করেছে, নাকি আরও কেউ ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন অতিরিক্ত নগরপাল (১) মুরলীধর শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন নগরপাল বিনীত গোয়েল। তিনি বলেন, 'অভিযুক্তের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। যদি অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থা এই ঘটনার তদন্ত করতে চায়, করতে পারে। তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।' একই সঙ্গে তিনি জানান, 'আমরা এই ঘটনায় চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। সাত সদস্যের তদন্তকারী দল (সিট) ভাল কাজ করছে। ধৃত সঞ্জয় রায় আমাদের কাছে ঘৃণ্য অপরাধী। তার বিরুদ্ধে খুন ও ধর্ষণের ধারা রুজু করা হয়েছে।' এদিন আদালতে অভিযুক্তের হয়ে সওয়াল করেননি কোনও আইনজীবী। ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে শিয়ালদা এসিজেএম আদালত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অপরাধের কথা স্বীকার করলেও অপরাধবোধের কোনও লক্ষণ নেই ধৃতের মধ্যে। কোনও অনুতাপ নেই। বরং জেরার মুখে বলেছে, 'চাইলে ফাঁসি দিয়ে দিন।' তাকে শুক্রবার রাতে প্রথমে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার সকালে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তদন্তকারীরা সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখেন, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ অভিযুক্ত একবার হাসপাতালে ঢোকে। তার পর বেরিয়ে যায়। পরে ভোর ৪টে নাগাদ ফের হাসপাতালে ঢোকে। ঢোকার সময় তার গলায় একটি ব্লুটুথ হেডফোন ছিল, কিন্তু বেরোনোর সময়ে তা ছিল না। ধর্ষিতার দেহের পাশেই হেডফোনের ছেঁড়া অংশ পেয়েছিল পুলিশ। এখানেই তারা দুয়ে দুয়ে চার করে ফেলে। পরে খুঁজে বের করা হয় ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে। তার মোবাইল ফোনের সঙ্গে ওই ব্লুটুথ হেডফোন মিলে যেতেই নিশ্চিত হয়ে যান তদন্তকারীরা। জেরার পর দেখা যায়, এই সঞ্জয়ের মোবাইল ফোনে রাখা রয়েছে পর্নগ্রাফির বহু ভিডিও। তার মানসিক বিকৃতি রয়েছে কি না, তাও পরীক্ষা করা হচ্ছে। শুক্রবার হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার হল থেকে ওই তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, তাঁর দু'চোখ থেকে রক্ত গড়াচ্ছিল। হাত, আঙুল, পা, পেট-সহ দেহের নানা জায়গায় ছিল আঘাতের চিহ্ন। অপরাধের আগে যুবতীর ওপর নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়েছিল বলেই প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করছেন তদন্তকারীরা।

হাসপাতালগুলিতে বাড়ছে নিরাপত্তা
বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোয় হবে ছাত্রীনিবাস

আজকালের প্রতিবেদন

আর জি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে এই বৈঠক ডাকা হয়। ওই বৈঠকে ছিলেন কলকাতার মেয়র, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহন, ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশের নগরপাল বিনীত গোয়েল। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালের সুপারদের বলা হয়েছে, সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করতে কী কী প্রয়োজন তা দ্রুত জানাতে। কোন্ কোন্ হাসপাতালে চিকিৎসকদের আলাদা পোশাক পরিবর্তন ও বিশ্রামের জায়গা নেই তা জানাতে বলা হয়েছে। এছাড়াও পুলিশ প্রশাসন ও হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মী থাকার পরও 'প্রবেশ নিষিদ্ধ' লেখা জায়গায় বাইরের লোক কী করে ঢোকে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে এসেছে বৈঠকে। অবাঞ্ছিত প্রবেশ আটকাতে কী কী করা প্রয়োজন, তার রূপরেখা তৈরি করতে বলা হয়েছে। আরও বেশি করে সিসিটিভি বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গেও নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। এর পাশাপাশি আর জি করের নতুন ছাত্রী নিবাস গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোতে সাড়ে ৫ একর ফাঁকা জমি রয়েছে, তা থেকে সাড়ে তিন একর জমির ওপর ছাত্রী নিবাস গড়ে উঠবে বলে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকের পর মেয়র ফিরহাদ হাকিম, স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম ও পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহন পরিদর্শনে যান।

Kothari Group
Imagine Inspire Deliver

ALBERT DAVID
Adds life to life

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: 'ডি' ব্লক, ৪র্থ তল, গিল্যান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
(কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L51109WB1938PLC009490)
ফোন: ০৩৩-২২৬২ ৮৪৩৬/৮৪৫৬/৮৪৯২,২২৩০ ২৩৩০, ফ্যাক্স ২২৬২ ৮৪৩৯
ই-মেল: albertdavid@adlindia.in ; ওয়েবসাইট: www.albertdavidindia.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(লক্ষ টাকার অঙ্কে)

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক		৩১.০৩.২০২৪-এ সমাপ্ত বর্ষ নিরীক্ষিত
		৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	
১	কারবার থেকে মোট আয়	১১২৪১.৮৭	১০০৭.৫৯	৪২০০১.৩৮
২	কারবার থেকে সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা (+)/ক্ষতি (-) [কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ বিবেচনার আগে]	২২০৬.২২	২৯১৮.৮৭	৯৭২৮.৫৩
৩	কারবার থেকে সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পূর্ব নেট মুনাফা (+)/ক্ষতি (-) [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ বিবেচনার পরে]	২২০৬.২২	২৯১৮.৮৭	৯৭২৮.৫৩
৪	কারবার থেকে সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা (+)/ক্ষতি (-) [কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ বিবেচনার পরে]	১৮৮৪.৪৪	২৩৪৯.১২	৭৫৪২.০১
৫	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট বোধগম্য আয় [সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য বোধগম্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে]	১৯০৪.৭৫	২৩৪৩.১৯	৭৬৫৪.৪৬
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৫৭০.৭২	৫৭০.৭২	৫৭০.৭২
৭	অন্যান্য ইকুইটি	—	—	৩৭৭২৭.৩৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটির ₹১০/-)			
	(ক) বুনিয়াদি (₹):	৩৩.০২	৪১.১৬	১৩২.১৫
	(খ) মিশ্রিত (₹):	৩৩.০২	৪১.১৬	১৩২.১৫

দ্রষ্টব্য:
১. উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বয়ানের সংক্ষিপ্তসার। বিধিবদ্ধ অডিটরস রিপোর্ট সমেত এই সকল ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের পুরো বয়ান ও দ্রষ্টব্য বিষয়সমূহ এই কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.albertdavidindia.com)**-এর পাশাপাশি স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটেও **(www.bseindia.com এবং www.nseindia.com)** উপলব্ধ রয়েছে।
২. উপরিলিখিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি ০৯ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে আয়োজিত নিজ নিজ সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী বিধিবদ্ধ অডিটরগণ পরীক্ষা করেছেন।
৩. ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের অসংশোধিত রিপোর্ট বিধিবদ্ধ অডিটরগণ পেশ করেছেন।
৪. ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত পরিসংখ্যান হল পূর্ণ আর্থিক বর্ষ ও ৩য় ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত পরিসংখ্যান সাপেক্ষে পরীক্ষিত পরিসংখ্যানের মধ্যে তুল্যমূল্য পরিসংখ্যান।
৫. এই কোম্পানি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট নির্মাণে নিযুক্ত এবং ইন্ড এএস-১০৮ 'অপারেটিং সেগমেন্টস' অনুযায়ী এর কেবলমাত্র একটি প্রতিবেদনযোগ্য বিভাগ রয়েছে।
৬. সেবি-তে নির্ধারিত পূর্ববর্তী মেয়াদগুলির অর্থরাশিগুলি আর্থিক ফলাফল ও তার ঘোষণার বয়ানের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে বর্তমান মেয়াদের সঙ্গে তুলনীয় করার জন্য পুনঃসজ্জিত/ পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড-এর পক্ষে
(ইউ এম কুন্তে)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও
(ডিন: ০৩৩৯৮৪৩৮)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৯ আগস্ট, ২০২৪

ফরম নং এনসিএলটি ৩এ
পিটিশন বিশদ বিজ্ঞাপন
[রুল ৩৫ দেখুন]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি পিটিশন (সিএএ) নং: ১২৪/কেবি/২০২৪
যার সঙ্গে সম্পর্কিত
কোম্পানি আবেদন (সিএএ) নং: ১০৪/কেবি/২০২৪
বিষয়:
১. প্রসাদ গ্রুপ রিসোর্সেস প্রাইভেট লিমিটেড;
২. এসএসবি প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড;
৩. তনুজ হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড;
৪. টলি নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড;
৫. জেনন (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড;
৬. গীতা গণেশ প্রমোটারস প্রাইভেট লিমিটেড;
রেজিস্টার্ড অফিস ১৬, সদর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬।
... আবেদনকারী

পিটিশনের নোটিস

গীতা গণেশ প্রমোটারস প্রাইভেট লিমিটেড, (প্যান AABCG0173A) (ট্রান্সফারি কোম্পানি)-এর সঙ্গে প্রসাদ গ্রুপ রিসোর্সেস প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান AABCP4849G), এসএসবি প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান AADCS8909E), তনুজ হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান AAACT9223D), টলি নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান AAACT9897K), জেনন (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান AAACZ0920B) (ট্রান্সফারার কোম্পানি)-এর সংযুক্তিকরণের জন্য উপরিলিখিত আবেদনকারীদের তরফে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ২৩২ ধারাধীনে রাধিকা পাতোদিয়া, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, পার্টনার, মারোতি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং এন ৫০৩, কলকাতা ৭০০০০১ দ্বারা একটি পিটিশন পেশ করা হয়েছে। উক্ত পিটিশনটি ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনালের কলকাতা বেঞ্চে ১৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখের আদেশ মাফিক ৩০ আগস্ট, ২০২৪-এ চূড়ান্ত শুনানি ও নিস্পত্তি হবে বলে স্থির হয়েছে। উক্ত পিটিশনে কোনও ব্যক্তি সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে নিজের নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা বিবৃত করে নোটিস এই পিটিশনারগণের প্রতিনিধি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর কাছে এমনভাবে পাঠাবেন যাতে সেটি এই শুনানির নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দু'দিন আগে এই পিটিশনারগণের প্রতিনিধির কাছে জমা পড়ে। কোনও ব্যক্তি এই পিটিশনের বিরোধিতা করতে চাইলে নিজস্ব এফিডেভিট সহ বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে ওই নোটিসের সঙ্গে সংলগ্ন করে দেবেন। প্রযোজ্য অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে যে কোনও ব্যক্তি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে ওই পিটিশনের কপি সংগ্রহ করতে পারেন।
তারিখ: ০৬.০৮.২০২৪
স্থান: কলকাতা

স্বাঃ-
রাধিকা পাতোদিয়া
পার্টনার
মারোতি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস
১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং
৬ষ্ঠ তল, রুম নং এন ৫০৩, কলকাতা ৭০০০০১

SBI

আরএসিপিসি, ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা,
পিন-৭০০১২০/ই-মেল: sbi.64076@sbi.co.in

দাবি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এই ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের সুবিধা বাবদ প্রদেয় আসল ও সুদ বাবদ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে খেলাপি হয়েছেন এবং এই কারণে তাঁদের ঋণগুলি অনুৎপাদক পরিসম্পদ (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তিগুলি পাঠানো হলেও সেগুলি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে এবং এই কারণে এই প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁদেরকে অবগত করানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	স্বত্ব দলিল জমার দ্বারা বন্ধকী সম্পত্তির বিশদ	বিজ্ঞপ্তির তারিখ এনপিএর তারিখ	অনাদায়ী অর্থাঙ্ক
১	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী পবন প্রসাদ,** পিতা ব্রিজরাজ প্রসাদ, ফ্ল্যাট নং ১বি, প্রথম তল, হোল্ডিং নং ১৬১, রামকৃষ্ণ গড় রোড, পোঃ ইটালগাছা, থানা দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৭৯, এছাড়া ১/১৭৩/এ, মীরাপাড়া রোড, ভট্টনগর, থানা লিলুয়া, জেলা-হাওড়া-৭১১২০৪। **অ্যাকাউন্ট নং ৪২৬৪০৭১০৫৯৯ (এইচবিএল) এবং ৪২৬৪১৪৭৭৩৬৮ (এসবিআই সুরক্ষা)**	**সম্পত্তি ১:** স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১বি এর সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, প্রথম তলে, উত্তর-পূর্ব দিকে, মাপ কার্পেট এরিয়া ৬৫০.৭৯ বর্গফুট, কমবেশি ৮২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমতুল, মৌজা-সুলতানপুর, জে এল নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, রে সা নং ১৪৮, খতিয়ান নং ৯৪২, জমিদারি খতিয়ান নং ২২০ কা, খা ঘা তে দাগ নং ২২৭৫/৩২৮০, দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৬১, রামকৃষ্ণ গড় রোড, পোঃ ইটালগাছা, থানা দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৭৯, দলিল নং ১৯০৩০০৪৮০, বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০৩-২০২৪, পাতা নং ১৯১৯৭ থেকে ১৯২২৮ সন ২০২৪, এডিএসআরও কাশীপুর, দমদম। সম্পত্তিটি শ্রী পবন প্রসাদ, পিতা ব্রিজরাজ প্রসাদের নামে। বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি উত্তরে: ৮ ফুট চওড়া পুরসভার রাস্তা এবং খোকন পালের প্লট, দক্ষিণে: সমীর রায়ের প্লট, পূর্বে: শিবনাথ পালের প্লট, পশ্চিমে: ১০ ফুট চওড়া পুরসভার রাস্তা। **সম্পত্তি ২:** স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বি এর সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, তৃতীয় তলে, উত্তর-পূর্ব দিকে, মাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৮৫০ বর্গফুট, মৌজা-সুলতানপুর, জে এল নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, রে সা নং ১৪৮, খতিয়ান নং ৯৪২, এল আর খতিয়ান নং ৬৬১৮, আর এস এবং এল আর দাগ নং ২২৭৫/৩২৮০, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৬১, রামকৃষ্ণ গড় রোড, দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩, পোঃ ইটালগাছা, থানা দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৭৯, দলিল নং ১৯০৩০৮৮৬৬, বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০৩-২০২৪, পাতা নং ১৫৩৭৯১ থেকে ১৫৩৮১৬ সন ২০২৩, এডিএসআরও কাশীপুর, দমদম। সম্পত্তিটি শ্রী পবন প্রসাদ, পিতা ব্রিজরাজ প্রসাদের নামে। বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি উত্তরে: ৮ ফুট চওড়া পুরসভার রাস্তা এবং খোকন পালের প্লট, দক্ষিণে: সমীর রায়ের প্লট, পূর্বে: শিবনাথ পালের প্লট, পশ্চিমে: ১০ ফুট চওড়া পুরসভার রাস্তা।	১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ: **১৩.০৫.২০২৪** এনপিএর তারিখ: **৩০.০৩.২০২৪**	**₹৩১,৩১,৭০০.০০ + ₹৫৬৫.০০,** মোট বকেয়া অর্থাঙ্ক **₹৩১,৩২,২৬৫.০০** (একত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার দুশো পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র), **১৮.০৪.২০২৪** অনুযায়ী, পুনরায় সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জসমূহ সমেত।

বিজ্ঞপ্তির বিকল্প পরিষেবা হিসেবে এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছে। উপরিলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং/বা তাঁর/ তাঁদের জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এতদ্দ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থাঙ্ক আদায় দেন, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার (৪) নং উপধারার সংস্থান মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তারিখ: ১১.০৮.২০২৪; স্থান: ব্যারাকপুর — **অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

केनरा बैंक Canara Bank
সিন্ডিকেট Syndicate

রিজিওনাল অফিস: হাওড়া
১৯২, জি টি রোড, লালবাবা কলেজের বিপরীতে
বেলুড়, হাওড়া, পিন ৭১১২০২

দখল বিজ্ঞপ্তি
[১৩(৪) ধারা]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু **কানাড়া ব্যাঙ্ক**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল নং ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ৫৪/২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে দখল নিয়েছেন।
বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্যে সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাসুল ও চার্জ ইত্যাদি-সহ **কানাড়া ব্যাঙ্ক**-এর দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ
১	**ক) হলদিয়া ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা: আজিউল শেখ**	জমি ও পুরনো বাড়ি যার অবস্থান: এডিএসআরও খানচি, গ্রাম ও মৌজা শ্যামসুন্দরপুর, জে এল নং ৭৪, আর এস প্লট নং ৪, ৫, ১০, এল আর প্লট নং ৫, ৬, ১১, এল আর খতিয়ান নং ১৬৯, সাওবাবেরিয়া জলপাই ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ ধানেশ্বর, থানা নন্দকুমার, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১৬৪৩। **শ্রী কাওসার আলি,** পিতা শেখ কাঙ্গাল-**এর নামে সম্পত্তি।**	**ক) ০৮.১১.২০২৩ খ) ₹৩২,০৮,৩৭২.০০** (বত্রিশ লাখ আট হাজার তিনশো বাহাত্তর টাকা) ও ভবিষ্যতের সুদ **গ) ০৭.০৮.২০২৪**
২	**ক) রামনগর ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা: শ্রী সৌমেন গিরি, মেঃ সৌমেন মোবাইল-এর মালিক**	সম্পত্তির সমগ্র অংশ জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, এডিএসআরও রামনগর, থানা রামনগর, মৌজা মান্দের, জে এল নং ১১২, খতিয়ান নং ১৬০৭, প্লট নং ১৫৯, ৫.১২৫ ডেসিমেল বাস্তু জমি ও বিল্ডিং। **শ্রী সৌমেন গিরি-এর নামে।**	**ক) ২৭.০৫.২০২১ খ) ₹২,১১,০৫৪.৫৩** (দুই লাখ এগারো হাজার চুয়ান্ন টাকা তিপান্ন পয়সা) ৩০.০৪.২০২১ মাফিক ও ভবিষ্যতের সুদ **গ) ০৫.০৮.২০২৪**
৩	**ক) রামনগর ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা: মেঃ রোহিত ক্যাশিউ প্রসেসিং, মালিক শেখ নূরি আলম**	৭ ডেসিমেল বাস্তু জমি ও আবাসিক বিল্ডিং সহ সম্পত্তির সমগ্র অংশ, জে এল নং ১৪৬, এল আর খতিয়ান নং ৮১৭, প্লট নং ৪১, মৌজা মান্দারপুর, ব্লক রামনগর ২, থানা রামনগর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **শেখ নূরি আলম-এর নামে। চৌহদ্দি:** উত্তর- শেখ মইজুদ্দিন আলির সম্পত্তি; দক্ষিণ- শেখ হাফিজুদ্দিন আলির সম্পত্তি; পূর্ব- প্লট নং ৪০; পশ্চিম- প্লট নং ৪০।	**ক) ১৬.০৯.২০২৩ খ) ₹২১,৩৩,০৪৬.৭২** (একুশ লাখ তেত্রিশ হাজার ছেচল্লিশ টাকা বাহাত্তর পয়সা) ও ভবিষ্যতের সুদ **গ) ০৮.০৮.২০২৪**

তারিখ: ১১.০৮.২০২৪ / স্থান: হাওড়া — অনুমোদিত আধিকারিক / কানাড়া ব্যাঙ্ক

केनरा बैंक Canara Bank
সিন্ডিকেট Syndicate

রিজিওনাল অফিস: দুর্গাপুর
জিনটা এনক্লেভ, ডেয়ারি মোড়ের কাছে,
সাগরভাঙ্গা, দুর্গাপুর, পিন- ৭১৩২১১

দখল বিজ্ঞপ্তি
[১৩(৪) ধারাধীনে]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু **কানাড়া ব্যাঙ্ক** এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) (এখানে পরে উক্ত অ্যাক্ট হিসাবে উল্লিখিত) এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তিসমূহ জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে দখল নিয়েছেন।
বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্যে সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাসুল, চার্জ ইত্যাদি সমেত কানাড়া ব্যাঙ্ক এর দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টে ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) দখলের তারিখ
১	**ক) আসানসোল বার্নপুর ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স জয় লক্ষ্মী মার্বেলস অ্যান্ড হার্ডওয়ার** হোল্ডিং নং ১১/১এন, মৌজা-কমলপুর, জগতদিহি, হোটেল রূপসী বাংলার নিকটে, পোঃ-বরধেমো, থানা কুলটি (আসানসোল দক্ষিণ), আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩৬৭। **স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা: ধীরেন্দ্র কুমার যাদব,** পিতা লক্ষ্মী যাদব হোল্ডিং নং ১১/১এন, মৌজা-কমলপুর, জগতদিহি, হোটেল রূপসী বাংলার নিকটে, পোঃ-বরধেমো, থানা কুলটি (আসানসোল দক্ষিণ), আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩৬৭। **জামিনদাতা: ডলি দেবী যাদব** হোল্ডিং নং ১১/১এন, মৌজা-কমলপুর, জগতদিহি, হোটেল রূপসী বাংলার নিকটে, পোঃ-বরধেমো, থানা কুলটি (আসানসোল দক্ষিণ), আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩৬৭।	জমির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমির মাপ কমবেশি ৩ কাঠা ৮ ছটাক এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, এল আর খতিয়ান নং ৬৩১, জে এল নং ৫৬, এল আর দাগ নং ৩৯০, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১/১এন, জগতদিহি, মৌজা-কমলপুর, হোটেল রূপসী বাংলার নিকটে, পোঃ-বরধেমো, থানা-কুলটি (বর্তমানে আসানসোল দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং ৮ (পুরাতন) এবং ৫৮ (নতুন), আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩৬৭। সম্পত্তিটি ধীরেন্দ্র কুমার যাদবের নামে। এরিয়ার চৌহদ্দি: উত্তরে-করণ নুরিয়ার বাড়ি, দক্ষিণে-বংশীধর মুখার্জির ফাঁকা জমি, পূর্বে-বলবীরদার সিংয়ের ফাঁকা জমি, পশ্চিমে-১৬ ফুট চওড়া রাস্তা।	**ক) ২২.০৫.২০২৪ খ) ₹২৫,১৬,৯৭২.৪৯** (পঁচিশ লক্ষ ষোল হাজার নশো বাহাত্তর টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র) এবং ২২.০৫.২০২৪ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তার উপর সুদ **গ) ০৭.০৮.২০২৪**
২	**ক) আসানসোল-২ ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স পশুপতি এজেন্সিস** ৩৬ আবদুল লতিফ লেন আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১। **স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা: অশোক কুমার খৈতান** ৩৭, আবদুল লতিফ লেন, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১। **জামিনদাতা: রাজ রতন খৈতান** ৩৬ আবদুল লতিফ লেন আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১।	জমির সমগ্র, মাপ ৫.১৪ কাঠা, দ্বিতল বাড়ি সহ, মাপ কভার্ড এরিয়া ৭২০০ বর্গফুট, আবদুল লতিফ লেন, ওয়ার্ড নং ১৩(৪৪), আর এস প্লট নং ২৪৩৬৩ থেকে ২৪৩৬৭, আর এস খতিয়ান নং ১৩১০০, ১৩৩৪২, ১৩৩১৮, ১৫১৮১, জে এল নং ২০, মৌজা-আসানসোল পুরসভা, থানা আসানসোল, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, এএমসির হোল্ডিং নং ৩৭। সম্পত্তিটি অশোক কুমার খৈতান (বন্ধকদাতা এবং অ্যাটর্নি ধারক), অনু রতন খৈতান, রাজ রতন খৈতান, শিব রতন খৈতান, লতা আগরওয়াল, মঞ্জু পোদ্দার, প্রভা জালান, সরিতা দারুকা এবং রাজরানি দেবীর নামে। এরিয়ার চৌহদ্দি (আসল): উত্তরে-কমন দেওয়াল তারপর মাখানিয়া হাউজ, দক্ষিণে-কমন দেওয়াল তারপর বিবেক খৈতানের বাড়ি, পূর্বে-লক্ষ্মী দেবী বালিকা বিদ্যালয়, পশ্চিমে-আবদুল লতিফ লেন।	**ক) ২৮.০২.২০২৪ খ) ₹৩৫,৩৬,০১২.৮১** (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার বারো টাকা এবং একাশি পয়সা মাত্র) এবং ২৮.০২.২০২৪ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তার উপর সুদ **গ) ০৭.০৮.২০২৪**
৩	**ক) আসানসোল-২ ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স তিরুপতি ট্রেডার্স** ৩৬ আবদুল লতিফ লেন আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১। **স্বত্বাধিকারী: রাজ রতন খৈতান** ৩৬, আবদুল লতিফ লেন, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১। **জামিনদাতা/বন্ধকদাতা: অশোক কুমার খৈতান** ৩৭, আবদুল লতিফ লেন আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১।	জমির সমগ্র, মাপ ৫.১৪ কাঠা, দ্বিতল বাড়ি সহ, মাপ কভার্ড এরিয়া ৭২০০ বর্গফুট, আবদুল লতিফ লেন, ওয়ার্ড নং ১৩(৪৪), আর এস প্লট নং ২৪৩৬৩ থেকে ২৪৩৬৭, আর এস খতিয়ান নং ১৩১০০, ১৩৩৪২, ১৩৩১৮, ১৫১৮১, জে এল নং ২০, মৌজা-আসানসোল পুরসভা, থানা আসানসোল, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, এএমসির হোল্ডিং নং ৩৭। সম্পত্তিটি অশোক কুমার খৈতান (বন্ধকদাতা এবং অ্যাটর্নি ধারক), অনু রতন খৈতান, রাজ রতন খৈতান, শিব রতন খৈতান, লতা আগরওয়াল, মঞ্জু পোদ্দার, প্রভা জালান, সরিতা দারুকা এবং রাজরানি দেবীর নামে। এরিয়ার চৌহদ্দি (আসল): উত্তরে-কমন দেওয়াল তারপর মাখানিয়া হাউজ, দক্ষিণে-কমন দেওয়াল তারপর বিবেক খৈতানের বাড়ি, পূর্বে-লক্ষ্মী দেবী বালিকা বিদ্যালয়, পশ্চিমে-আবদুল লতিফ লেন।	**ক) ২৮.০২.২০২৪ খ) ₹২৬,৭৫,৯১৩.৭০** (ছাব্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার নশো তেরো টাকা এবং সত্তর পয়সা মাত্র) এবং ২৮.০২.২০২৪ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তার উপর সুদ **গ) ০৭.০৮.২০২৪**

তারিখ: ১১.০৮.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

আজকাল

৪৪ বর্ষ ১৩৮ সংখ্যা ২৬ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার ১১ আগস্ট ২০২৪

প্রতিদ্বন্দ্বী

তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু একথা বলাই যায় যে, ভারতের সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদের নাম নীরজ চোপড়া। শচীন তেন্ডুলকার নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তম। হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের নাম তুললেও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তবু, সম্ভবত নীরজ চোপড়া। একটা অলিম্পিকে সোনা— অ্যাথলেটিক্স–এ ভারতের প্রথম। পরের অলিম্পিকেও পদক, রুপো। প্রত্যাশা কী বিরাট যে, এবার সোনা না পাওয়ায় দেশের হতাশা, আরও একটা অলিম্পিক অবশ্যই পাবেন। এবার কে তাঁকে সোনা পেতে দিলেন না? পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম। বেশ কয়েক বছর ধরেই নীরজের অন্যতম প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। জ্যাভেলিন থ্রো–এ পৃথিবীর সেরা পাঁচের একজন। ব্যক্তিগত ইভেন্টে পাকিস্তানের প্রথম সোনাজয়ী। যিনি নীরজের সোনা ‘ছিনিয়ে’ নিলেন এবার, তিনি গড়লেন অলিম্পিক রেকর্ড। দুটি থ্রো ৯০ মিটারের বেশি। নীরজের ৮৯.৪৫, এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্পর্ক কেমন? দু’জনের মধ্যে কারও জ্যাভেলিন শেষ মুহূর্তে সুবিধাজনক মনে না হলে, নিজের জ্যাভেলিন এগিয়ে দেন অন্যজন। গভীর বন্ধুত্ব। এবার নীরজের মা সরোজ দেবী বললেন, ‘আমি হতাশ নই। আর্শাদও তো আমার আরেক সন্তান। দুই ভাই জিতেছে সোনা, রুপো।’ আর্শাদের মা তানিয়া পারভিন বললেন, ‘নীরজ সোনা পেলেও আমার আরেক সন্তানই পেত। দুই ভাই।’ খেলা পারে, খেলাই পারে এভাবে মিলিয়ে দিতে। দুই শত্রু দেশ, ওঁরা দু’জন কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু। সোনালি বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক।

খবরে তিনি

নাসার উদ্যোগে আমেরিকার নভশ্চরদের সঙ্গে প্রাইম মহাকাশচারী হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে উড়ে যাবেন বায়ুসেনার দক্ষ ফাইটার পাইলট ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। সুখোই ৩০, এমকেআই, মিগ ২১, মিগ ২৯, ডর্নিয়ার–এর মতো দুর্ধর্ষ যুদ্ধবিমানকে বশে এনে শত্রুঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার অসংখ্য রেকর্ড তাঁর ঝুলিতে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লোপামুদ্রা ভৌমিক।

যুদ্ধযান থেকে মহাকাশযান, নয়া অভিযানে ক্যাপ্টেন শুক্লা

১৯৮৪ সালের ৩ এপ্রিল। মাটিতে তখন চাঁদের হাট। এক যুগ্ম টেলিভিশন কনফারেন্সে মিশে গেছে দিল্লি আর মস্কো। আর তিনি তখন পৃথিবীর মহাকর্ষ টান কাটিয়ে এগিয়ে চলেছেন চন্দ্র–সূর্য–গ্রহ–তারাদের ঘর–গেরস্তালির কাছাকাছি। সোবিয়েত ইউনিয়নের ইন্টারকসমস মিশনে সুয়েজ টি ১১–এর অংশ হিসেবে মাটি থেকে কয়েকশো কিলোমিটার উঁচুতে স্বপ্নের উড়ানে চলেছেন ভারতের প্রথম মহাকাশচারী স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা। এদিকে তখন উত্তেজনার কাঁপন বিশ্ব জুড়ে। কন্ট্রোলরুম থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রশ্ন করলেন—

‘মহাশূন্য থেকে কেমন লাগছে ভারতকে?’

‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা...।’ ঐতিহাসিক উত্তর দিয়েছিলেন রাকেশ। টানা ৭ দিন ২১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট মহাকাশে কাটিয়েছিলেন দেশের প্রথম মহাকাশচারী। ভারতের নাম উঠে গিয়েছিল আগামীর মহাকাশ বিজ্ঞানের আগ্রগতির দলিলে।

এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ চার দশক। ক্রমে মহাকাশ গবেষণায় প্রথম সারিতে উঠে এসেছে ভারত। অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে মনুষ্যবিহীন যান নামিয়ে দুনিয়া জুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। এবার লক্ষ্য মহাকাশে মানুষ পাঠানো। গগনযান মিশনে আগামী বছরই মহাকাশে পাড়ি দেবেন ভারতের নভোচরেরা। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে তাঁদের পাঠানো হবে ৪০০ কিলোমিটার উঁচুতে। এজন্য বায়ুসেনা থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে চার তুখোড় ক্যাপ্টেন— প্রশান্ত বালাকৃষ্ণন নায়ার, অঙ্গদ প্রতাপ, অজিত কৃষ্ণন এবং উইং কমান্ডার শুভাংশু শুক্লাকে। রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর ইউরি গ্যাগারিন কসমোনট ট্রেনিং সেন্টারে নিজেদের মহাকাশ–জীবনের উপযোগী করে তুলতে কঠিন প্রশিক্ষণও নিয়ে ফেলেছেন এই চার ‘স্পেস হিরো’।

এর মধ্যেই অক্সিওম ফোর মিশনের জন্য ইসরোর হিউম্যান স্পেস ফ্লাইট সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ স্পেস ফ্লাইট চুক্তিতে সইসাবুদ সেরে ফেলেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এবং বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা অক্সিওম স্পেসের সঙ্গে। এই মিশনে মহাকাশ স্টেশনে পা রাখার দুর্লভ সুযোগ পাবেন ভারতের দুই মহাকাশচারী। মহাকাশ স্টেশনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষার সুযোগও পাবেন। ন্যাশনাল মিশন অ্যাসাইমেন্ট বোর্ড এই ভারত–মার্কিন মিশনের প্রধান হিসেবে বেছে নিল শুভাংশু শুক্লাকে। বয়স এখনও চল্লিশ ছোঁয়নি। লখনউয়ের শুভাংশুর ছোট থেকে আকাশে ওড়ার সেরকম ইচ্ছে বা আগ্রহ মোটেই ছিল না। কিন্তু তাঁর ভাবনার ভিত নড়িয়ে দিল ১৯৯৯–এর কার্গিল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের মরণপণ লড়াই শুভাংশুর শিরায়–ধমনিতে বইয়ে দিল দেশের সেবায় নিজেকে সঁপে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা–মন্ত্র। কতই বা বয়স তখন! বড়জোর তেরো কি চোদ্দো। বেছে নিলেন নিজের পথ। ভারতীয় সেনাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের বীরগাথা শুনতে শুনতেই ঠিক করে ফেললেন ভবিষ্যৎ। শুরু হল ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার নীরব প্রস্তুতি। ভর্তি হলেন ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে। লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিলেন বায়ুসেনাকে। আকাশে ওড়ার যে একটা আলাদা উত্তেজনা আছে, অসীম থেকে সীমাকে দেখার যে একটা রোমাঞ্চভরা আনন্দ আছে, তা হয়তো তখনই বুঝে গিয়েছিলেন সদ্য যুবা শুভাংশু।

২০০৬–এর ১৭ জুন। ফাইটার পাইলট হিসেবে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যোগ দিলেন। তারপর যত সময় গেছে, নিজেকে গড়ে তুলেছেন একজন যোগ্য ক্যাপ্টেন হিসেবে। এমন সব জায়গায় নিজের পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, যাতে বায়ুসেনায় ক্রমশ হয়ে উঠেছেন অপরিহার্য। শুভাংশু নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর কর্মজীবন ছিল এককথায় ‘রোলারকোস্টার রাইড’। দীর্ঘ কর্মজীবনে সুখোই ৩০, এমকেআই, মিগ ২১, মিগ ২৯, হক্স, ডর্নিয়ার, এনএন ৩২, জাগুয়ারের মতো দুর্ধর্ষ যুদ্ধবিমানকে বশে এনে শত্রুঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার অসংখ্য রেকর্ড তৈরি করেছেন তিনি। উড়িয়েছেন একাধিক আইএএফ ফাইটার জেট।

চলতি মাসেই মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছোবেন শুভাংশু। প্রাইমারি মিশন পাইলট হিসেবে সেখানে পা রাখবেন তিনি। যদিও শুক্লার সঙ্গেই ‘স্ট্যান্ডবাই’ হিসেবে রাখা হয়েছে বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন, আমেরিকার স্টাফ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বালাকৃষ্ণন নায়ারকে। সুখোই ৩০ স্কোয়াড্রনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। একজন যোগ্য ফ্লাইট ইনস্ট্রাক্টর। অভিজ্ঞতা রয়েছে ৩ হাজার ঘণ্টারও বেশি যুদ্ধবিমান ওড়ানোর। কোনও কারণে যদি গ্রুপ ক্যাপ্টেন মহাকাশে যেতে না পারেন, তখন নায়ার যাবেন নাসার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে। কথা আছে, আমেরিকার নভশ্চরদের সঙ্গে প্রাইম মহাকাশচারী হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে উড়ে যাবেন শুভাংশু। সামনেই গগনযান মিশন। তাই ভারতের জন্য এই অভিযান যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি হতে চলেছে, তা হয়তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অক্সিওম ফোর মিশনের কমান্ডার থাকবেন আমেরিকার প্রখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী, মহাকাশচারী পেগি হুইটসন। অন্যদিকে মিশন বিশেষজ্ঞ হিসেবে থাকবেন পোল্যান্ডের সাওজ উজানস্কি এবং হাঙ্গেরির টিবর কাপু। এই মিশনেই পাইলটের গুরুদায়িত্ব সামলাবেন ভারতের শুভাংশু। সবদিক থেকেই যে যোগ্যতম তিনি। অত্যন্ত সাবধানি শুভাংশুর অভিজ্ঞতা রয়েছে ২০ হাজার ঘণ্টারও বেশি সময় বিমান ওড়ানোর এবং নিখুঁত লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার। বিশ্বের তাবড় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, শুভাংশু শুক্লার এই অভিজ্ঞতা খুবই কাজে দেবে অক্সিওম ফোর মিশনকে সফল করে তুলতে।

হাতে আর মাত্র বছর দেড়েক। ২০২৬–এ গগনযান মিশনে মহাকাশে নভোচর পাঠাবে ইসরো। তিনদিন ধরে পৃথিবীর কক্ষপথে ৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবেন চার ভারতীয় মহাকাশচারী। কিন্তু গগনযান মিশনের আগে অক্সিওম ফোর মিশনে মহাকাশ স্টেশনে যাওয়ার সুযোগ অনেকটা হাতে চাঁদ পাওয়ার মতোই। মহাকাশ স্টেশনের জীবনযাপন সম্পর্কে আগেভাগে অভিজ্ঞতা থাকলে শুভাংশুদের গগনযান মিশনে মহাকাশে ভেসে বেড়ানো যেমন অনেকটাই সহজ হবে, ঠিক তেমনই মহাকাশে যান–নিয়ন্ত্রণ এবং যাবতীয় বিপদ–আপদ সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতন থাকা যাবে। উপরি পাওনা হিসেবে যোগ হবে মহাকাশ স্টেশনে থেকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম নিজে হাতে করার অভাবনীয় অভিজ্ঞতা।

এই অভিযানে অক্সিওম ফোর মহাকাশযানটি টানা দু’সপ্তাহ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকবে। শুধু যে শুভাংশু, সাওজ, টিবরদের মহাকাশে নিয়ে গিয়ে অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্যই এই অভিযান, তা কিন্তু একেবারেই নয়। পাশাপাশি এই অভিযানে মহাকাশ স্টেশনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এই মিশনে। সেখানে এই মুহূর্তে রয়েছেন মোট ৭ জন মহাকাশচারী। রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামসও। তা হলে কি এবার দেশ তথা বিশ্বের সীমানার বাইরে এক অসীম যোগসূত্র তৈরি হবে দুই ভারতীয়ের মধ্যে? এক অন্য ইতিহাস লেখা হবে ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানে? শুক্লা আর সুনীতা কি একসঙ্গে উচ্চারণ করবেন— ‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা...’?

নেটের প্রশ্নাবলি আর কত ছোট হবে?

আকাশ বিশ্বাস

এ বছর বাতিল হয়ে যাওয়া ইউজিসি–নেট পরীক্ষার বাংলার প্রশ্নপত্র দেখার সৌভাগ্য হল বহুদিন পর। কারণ, মাঝে পরীক্ষা হচ্ছিল অনলাইনে। তবে চলতি বছর ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ হঠাৎ করেই জানায় যে, জুন মাসের পরীক্ষা হবে আগের মতো ওএমআর শিটে। অনলাইনে বাংলার মতো আঞ্চলিক ভাষার পরীক্ষার্থীদের সমস্যা হত। বিভিন্ন সেন্টারের কম্পিউটার অনেক সময়ই প্রশ্নের ফন্ট সহায়ক হত না। ফলে প্রশ্ন পড়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। পরীক্ষার মাঝে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যাওয়া, পাওয়ার ব্যাকআপ না থাকার মতো অসুবিধাও তৈরি হত। অবস্থাগতিকে ওএমআর শিটে পুনরায় পরীক্ষার সিদ্ধান্ত বস্তুত আশাপ্রদই ছিল। এবং অতীতের মতো এক্ষেত্রেও ওএমআর শিটের একটি কার্বন কপি প্রামাণ্য উত্তরপত্র হিসেবে পরীক্ষার্থীরা নিয়ে আসতে পারবেন— এমনটাও ভেবেছিলেন অনেকে। কিন্তু সে–ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এই সূত্রে অন্তত প্রশ্নপত্রটি চাক্ষুষ করা গেল। দেখা গেল, পরমেশ্বর বিষয়ে রাসসুন্দরী দাসীর চারটি বক্তব্য তুলে দিয়ে বলা হচ্ছে ‘প্রদত্ত সংকেতে শুদ্ধ ক্রমের সঠিক বিকল্পটি’ লিখতে। অর্থাৎ একটি গোটা আত্মজীবনীতে প্রশ্নোদ্ধৃত চারটি ছত্র কার পরে কোনটা আছে, তা লিখতে হবে উত্তর হিসেবে। ‘সংবর্ত’, ‘কাল মধুমাস’, ‘পূজারিণী’ কবিতা, ‘আন্তিগোনে’, ‘বাকি ইতিহাস’ নাটক বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’, শম্ভু মিত্রর ‘চাঁদ বণিকের পালা’ সব পাঠ্য থেকেই চার–পাঁচটি করে পঙ্‌ক্তি, ছত্র, সংলাপ, উদ্ধৃতি, কাহিনি ইত্যাদি তুলে দিয়ে বলা হচ্ছে ক্রমানুসারে সাজাতে। অর্থাৎ শুরু থেকে শেষের দিকে যেভাবে আছে তা পরপর চিহ্নিত করতে হবে। এই ধাঁচের প্রশ্নই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে। প্রশ্ন উঠছে— বিপুল পাঠ্যসূচির মধ্যে একটা ঢাউস বই পড়ে কোন লাইন কার আগে বা পরে আছে, আদৌ তা বলা সম্ভব? নাকি এর সঙ্গে গবেষণার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক আছে?

এই পরীক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য নবীন গবেষক হিসেবে ছাড়পত্র পাওয়া। শোনা যায়, এহেন প্রশ্নের দৌলতে অনেককেই পরীক্ষা পাশ করার সুবাদে তির্যক বাক্যবাণ সহ্য করতে হয়। আন্দাজে টিক মেরে সফল হয়ে যাওয়ার জন্য কটাক্ষ। নেট–এর বাংলার প্রশ্নপত্র দেখে অনেকে এ প্রশ্নও তুলছেন, কোনও সুস্থ মানসিকতার ব্যক্তি না আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কে প্রশ্নকর্তা! তৎসহ দীর্ঘদিন ধরে এ প্রশ্ন ছিলই যে, জেনারেল বা সাধারণ পত্রের প্রশ্ন আর কতকাল ধরে শুধু ইংরেজি ও হিন্দিভাষায় হবে? বহু পরীক্ষার ক্ষেত্রেই একাধিক আঞ্চলিক ভাষা স্বীকৃতি পেলেও নেট–এর বেলায় কেন নয়? বাংলা ভাষার প্রশ্নেই জায়গায় থাকছে কেন এত ইংরেজি শব্দ? দুর্বিষহ জামাই ঠকানো প্রশ্ন আগেও হত। কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল একটি পত্রের মধ্যে। প্রতিবাদ উঠত না। কারণ মনে করা হত, এলিমিনেশন বা বাদ দেওয়াই এই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

সেখানে এমন কিছু প্রশ্ন আসতেই পারে যা লিখতে হত তৃতীয় পত্রে। নির্দিষ্ট শব্দসীমা ও পৃষ্ঠার মধ্যে হলেও লিখতে হত। সাল–তারিখ বা ‘পদ্মানদীর মাঝি’তে ময়না দ্বীপের আয়তন বা ‘টোপ’ গল্পে রায়বাহাদুর কোন কোম্পানির চুরুট খেতেন, জাতীয় খুঁটিনাটি মনে রাখতে না–পারা বা না–চাওয়া ছাত্রের ভরসা ছিল ওই বর্ণনা, বিষয় বা বোধ পরীক্ষাধর্মী লেখার অংশটুকুই।

বিগত বারো বছর আগে প্রশ্নপত্রের এই চরিত্র বদলে গেছে। সব পত্রই হয়ে গেছে ওএমআর শিটে, এমসিকিউ ধাঁচের প্রশ্নোত্তর। প্রথম কয়েকটা বছর চলনসই ছোট প্রশ্ন আসার পর থেকে, প্রশ্ন ক্রমশ জটিলতর ও সারবত্তাহীন রূপ ধারণ করেছে। প্রশ্ন উঠছে, বিজ্ঞানের প্রশ্নের ধরন সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলে? বিজ্ঞানের কোনও বিষয়ে একাধিক বিকল্পের মধ্যে ঠিক উত্তর বেছে নিতে হলে অঙ্ক কষতে, নয়তো জানতে হয়। বিষয়জ্ঞান দৃঢ় না হলে সমাধান অসম্ভব। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একই ফর্মুলায় কখনোই সাহিত্যবোধ, প্রকাশক্ষমতা মেপে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দায় কি একা ইউজিসি বা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির? এমনিতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি, যারা নিট পরীক্ষাও নিয়েছিল, সংস্থাটি স্বশাসিত। পাবলিক–প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে চলে। পার্লামেন্টের কোনও অ্যাক্ট বা আইনি প্রতিবিধানে তৈরি হওয়া স্ট্যাটুটরি সংস্থা নয়। অথচ এই সংস্থাটি শুধু নেট বা নিট নয়, বহু কেন্দ্রীয় সরকারি, এমনকী বেশ কিছু রাজ্য সরকারের (মূলত বিজেপি শাসিত) চাকরির পরীক্ষাও নেয়। কিন্তু তেমনটা না হলে ছবিটা কি অন্য রকম হত? স্কুল স্তর থেকে অন্তত স্নাতক স্তর পর্যন্ত প্রশ্নপত্রে যেভাবে ছোট প্রশ্নের বহরে বিষয় বা বর্ণনাধর্মী প্রশ্ন প্রায় অবলুপ্ত, নেট–এর মতো পরীক্ষা তার উর্ধ্বে থেকে যাবে চিরকাল, সম্ভব! স্নাতক স্তরে অনেক শিক্ষার্থী এমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরীক্ষা দিতে আসেন বলে শোনা যায় যে, ইন্টারনাল বা অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে মূল পরীক্ষায় শুধু ‘হল ম্যানেজ’ অর্থাৎ বন্ধুরা সম্মিলিতভাবে ছোট প্রশ্নগুলির উত্তর করতে পারলেই নাকি অনায়াসে পেয়ে যাওয়া যাবে প্রথম শ্রেণি বা সমতুল্য নম্বর। ওএমআর শিটে ছোট প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়ার সুবিধা অনেক। অসংখ্য উত্তরপত্র যন্ত্রের সাহায্যে মুহূর্তে দেখে ফেলা যায়। নিন্দুকেরা বলেন, দুর্নীতির পরিকল্পনা থাকলেও নাকি ওএমআর শিটই সুবিধাজনক। যুক্তি দেখানো হয়, ছোট প্রশ্ন হলে খুঁটিয়ে পাঠ্য বিষয় পড়তে বাধ্য হবে শিক্ষার্থী। কিন্তু বাস্তবে মোটামুটি কাজ চলে যায় পুরনো পাঁচ–দশটি বছরের প্রশ্ন তৈরি করে গেলেই। অথচ ধরাবাঁধা পাঁচ–ছ’টি বিষয়ের বাইরে নিত্যনতুন বোধপরীক্ষামূলক বর্ণনাধর্মী প্রশ্ন করতে পারলেও কিন্তু ছাত্রদের খুঁটিয়ে পাঠ্য বিষয় পড়তে বাধ্য করা সম্ভব। কিন্তু ছাত্রকে অতটা খাটাতে গেলে প্রশ্নকর্তারও কম খাটনি হওয়ার কথা নয়। আপাতত সেসবের থেকে দূরে থাকার সহজ উপায়— একটা পাঁচশো পাতার বই ধরো, পাতা উল্টাও, চোখে পড়ল যে পাঁচটা লাইন, তুলে দিয়ে সাজাতে বলো কাহিনির ক্রমানুযায়ী। অথবা চারটে বিকল্প দিয়ে জানতে চাও ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’য় শশী ঠিক কতবার কুসুমকে ডেকেছিল নাম ধরে? উত্তর দেওয়ার দায় তো জেআরএফ প্রত্যাশী বা চাকরিপ্রার্থীর।

> প্রশ্নপত্রের চরিত্র বদলে গেছে অনেক আগেই। ইউজিসি–নেটের সব প্রশ্নপত্রই হয়ে গেছে ওএমআর শিট, এমসিকিউ ধাঁচের প্রশ্নোত্তর। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বিজ্ঞানের প্রশ্নের ধরন সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলে?

লেখক শিক্ষক, শ্রীগোপাল ব্যানার্জি কলেজ

লন্ডন ক্যানভাস

বিরল কৃতিত্ব কিশোরী জিয়ার

তমালিকা বসু

জিয়ার জয়

অটিজ্‌ম আক্রান্ত ১৬ বছরের জিয়া রাই ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হয়েছে। এজন্য তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করল লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাস। এ পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল পার করা সর্বকনিষ্ঠ দ্রুততম প্যারাসুইমার জিয়া। ইংলিশ চ্যানেলের ৩৪ কিমি অংশ ১৭ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে অতিক্রম করেছে এই ষোড়শী। অটিজ্‌ম সচেতনতার প্রতি তার এই জয়কে উৎসর্গ করেছে জিয়া। বাবা মদন রাই জানান, জিয়া কথা বলতে পারে না। ২৮ জুলাই ইংল্যান্ডের অ্যাবট ক্লিফ থেকে সাঁতার শুরু করে জিয়া, ফ্রান্সের উপকূল পোঁতে ডে লা কুর্তে যাত্রা শেষ করে। এর আগে পক প্রণালীর ২৯ কিমি ১৩ ঘণ্টায় সাঁতরে অতিক্রম করার রেকর্ড রয়েছে জিয়ার।

টেমসে ভারতীয় রণতরী

টেমসের তীরে লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের কাছে নোঙর ফেলল ভারতীয় রণতরী আইএনএস তাবড়। ব্রিটিশ রণতরী এইচএমএস বেলফাস্ট–এর পাশেই পাঁচদিনের জন্য বাঁধা থাকছে আইএনএস তাবড়। ৭ আগস্ট ভারতীয় রণতরী লন্ডনে এসে পৌঁছোয়। ১১ আগস্ট পর্যন্ত তা এখানেই থাকছে। রণতরীটিকে স্বাগত জানাতে টাওয়ার ব্রিজের পাত খুলে দেওয়া হয়। টেমসের দু’পাড়ে জড়ো–হওয়া উৎসাহী ভারতীয়রা জাতীয় পতাকা হাতে স্বাগত জানান। শনিবার রণতরীতে থাকা নৌসেনার ব্যান্ড লন্ডনের ক্যাথিড্রাল স্কোয়্যারে লাইভ পারফরমেন্স করে।

তদন্তের মুখে টিউলিপ

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লেবার পার্টির সদস্য ও মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডার্ডস কমিশনার। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, লন্ডনের একটি সম্পত্তি থেকে ভাড়া বাবদ আয় এক বছরের বেশি সময় গোপন রাখার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এই তদন্ত হচ্ছে। টিউলিপ শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে এবং টানা চতুর্থবার সাংসদ পদ ধরে রেখেছেন। এই তদন্তের কথা পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডার্ডস কমিশনারের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়েছে। গত মাসে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি নির্বাচনে লেবার পার্টির প্রার্থী টিউলিপ উত্তর লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড ও হাইগেট আসন থেকে নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি ইকনমিক সেক্রেটারি টু দ্য ট্রেজারি অ্যান্ড সিটি মিনিস্টার পদে বহাল রয়েছেন। ডেইলি মেলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন পার্লামেন্টে টিউলিপই প্রথম সদস্য যাঁকে স্ট্যান্ডার্ডস কমিশনারের তদন্তের মুখে পড়তে হচ্ছে।

অভিবাসী-বিরোধী হামলা

লন্ডনে বিশেষ সুবিধা না করতে পারলেও ব্রিটেনের অন্যান্য শহরে সন্ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়ানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ইংলিশ ডিফেন্স লিগ ও তাদের অনুগামীরা। তাদের অভিবাসন–বিরোধী বিক্ষোভে উত্তর থেকে দক্ষিণ, বিভিন্ন শহরে কার্যত লুঠপাট, ভাঙচুর চলছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক ব্যবসা। পোড়ানো হয় শরণার্থীদের একাধিক হোটেল। শুক্রবার চরম দক্ষিণপন্থী দলের একাংশ নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের রাজধানী বেলফাস্টে একত্রিত হয়। শুরু হয় কর্তব্যরত পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি। চলতি সপ্তাহে লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১০০টিরও বেশি অভিবাসন–বিরোধী বিক্ষোভের হুমকি ছিল। কিন্তু তত কার্যকরী হয়নি। বর্ণবাদ–বিরোধী শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদীরা একজোট হয়ে হামলা রুখেছেন। লন্ডনের ওয়ালথামস্টোতে একটি অভিবাসী সহায়তা কেন্দ্র রক্ষা করতে ৮০০০ জনেরও বেশি লোক জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু বর্ণবাদের কদর্য রূপ দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছেন এশীয় বংশোদ্ভূত, বিশেষত মুসলিম জনগণ। ফিঞ্চলে, হ্যারো এবং হাউন্সলোতে অভিবাসন অফিসের কাছাকাছি ব্যবসা এবং দোকানগুলি বোর্ড দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল, নয়তো তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটেনের সাউথপোর্টে একটি নাচের স্কুলে তিন নাবালিকার ওপর আচমকা ছুরি–হামলার জেরে দেশে অভিবাসী–বিরোধী উগ্র দক্ষিণপন্থার ঝড় ওঠে। এই মুহূর্তে ব্রিটেনে ঘুরতে–আসা ভারতীয় পর্যটকদের সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে দূতাবাস।

পঞ্চাশোর্ধ্বদের চাকরি

বিমানসেবিকা হবে অল্পবয়সি, তন্বী। এ ধারণা ভেঙে ৫০ বছরের বেশি বয়সিদের কেবিন ক্রু বা বিমান সেবক–সেবিকার পদে নিয়োগ করছে বিমান সংস্থা ইজিজেট। প্রথা ভেঙে স্রোতের বিপরীতে হেঁটে গ্যাটউইক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্রেফ পঞ্চাশোর্ধ্বদের বিভিন্ন বিভাগের কাজ শেখাচ্ছে সংস্থাটি। ইজিজেটের মুখপাত্র জানিয়েছেন, একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পঞ্চাশের পর বহু মানুষ কেরিয়ার বদলের জন্য মুখিয়ে থাকেন। তাই বিমানসেবক বা সেবিকা হওয়ার সুযোগ তাঁদের দেওয়া উচিত। ইজিজেট জানিয়েছে, আবেদনকারীরা প্রথমে বিশ্বাস করেননি তাঁদের বিমানসেবিকা বা বিমানসবকের চাকরি দেওয়া হবে। ইজিজেটের মতে, কাজের ক্ষেত্রে মানুষের বয়স নয়, অভিজ্ঞতা ও শেখার কৌতূহলই বড় কথা।

দ্বিতীয় উত্তর সম্পাদকীয়র জন্য ৬০০ শব্দে লেখা পাঠানোর মেল— sampadokiyo@aajkaal.net

গর্বের বাঙালি

যোদ্ধা ডাক্তার

সূর্যকুমার সর্বাধিকারী শুধু চিকিৎসকই ছিলেন না, যুদ্ধক্ষেত্রেও বীরত্ব দেখান। ১৮৫২–য় ব্রহ্মযুদ্ধে তিনি ফায়ার কুইন নামের জাহাজে নেভাল সার্জেন ছিলেন। গাজিপুরে বিদ্রোহের সময় নৌকো থেকে চিনি আর ময়দার বস্তা দিয়ে দুর্গপ্রাকার গড়ে সরকারি চিকিৎসালয়কে বাঁচান। বাংলার ছোটলাট তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধি দেওয়ার সময় বলেছিলেন, ‘কে জানিত এই মৃদুমধুর সৌম্য মূর্তির মধ্যে রুধিরসিক্ত সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত, বিদ্রোহকালের সকল ব্যাপারে সবিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে।’

জিতেন্দ্রনাথ

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, আইন কলেজের অধ্যাপক। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের এই ভাই ১৮৯৬ সালে সাধারণ সৈনিক হিসাবে কলকাতার ভলান্টিয়ার রাইফেলে যোগ দিয়ে ‘কাপ্তান’ হয়েছিলেন। বাঙালিকে শরীরচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে ১৯৩৪–৩৫ সালে ন্যাসপত্র করে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি বঙ্গমল্লগোষ্ঠী–চূড়ামণি রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহঠাকুরদা প্রবর্তিত অল বেঙ্গল ফিজিকাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনকে দান করে যান।

ঝামেলা-মুক্ত

কয়েক বছর গানের রেকর্ডের বিক্রি সেরকম হয়নি। নির্মলা মিশ্রকে এইচ এম ভি কোম্পানি থেকে বলা হল, সেই বছর যদি তাঁর গান সেইভাবে বিক্রি না হয়, তাহলে কোম্পানি আর তাঁর পুজোর গান রেকর্ড করতে পারবে না। এ কথা শুনে নির্মলা সোজা নচিকেতা ঘোষের বাড়িতে গিয়ে বললেন, আমাকে উদ্ধার করুন। নচিকেতা ঘোষ বললেন, ঠিক আছে তোকে ক’দিন পরে আমি ডাকব। তারপরে ডাকলেন, গান শেখালেন। রেকর্ডিং স্টুডিওতে যেদিন রেকর্ডিং হল, সেদিন সর্বসমক্ষে নির্মলা মিশ্রকে নচিকেতা বলেন, ‘যা ঝামেলা (নির্মলাকে এই নামে ডাকতেন নচিকেতা ঘোষ), তোকে তোর সারাজীবনের একটা গান দিলাম। যতদিন গান গাইবি, এই গান তোকে গাইতে হবে।’ সত্যিই তাই। গানটি ছিল – ‘এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না যাতে মুক্তো আছে।’

বিজ্ঞানী গোপাল

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আবিষ্কার হল জৈব দ্যুতির আবিষ্কার। সেই খবর বেরিয়েছিল ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে। পরিত্যক্ত জায়গায় বৃষ্টির রাতে আগুন জ্বালায় কে, তা খুঁজতে বর্ষণমুখর রাতে গোপালচন্দ্র পৌঁছন পাঁচীর মার ভিটায়। দেখেন, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলোর রেখা দপ করে জ্বলে উঠছে, খানিক পর নিভেও যাচ্ছে। দিনের আলোয় সে আগুন দেখা যায় না। কেবল শুকনো দিনে জঙ্গলে জল পড়লে রাত্রিবেলায় এই আলো দেখা যায়। গাছপালার এই আলো বিকিরণের ক্ষমতা প্রথম চোখে পড়ে তাঁরই।

যাঁরা তাঁদের সংগ্রহ থেকে এগুলি লিখে দিচ্ছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

সম্পাদকীয় দপ্তর

যোগাযোগের ই-মেল
sampadokiyo@aajkaal.net

তথ্য

১৯১২–তে স্টকহোম অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে সাতবার ফলস স্টার্ট হয়। প্রথম তিনবার হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যালফ ক্রেগের জন্য। শেষ পর্যন্ত তিনিই বিজয়ী হয়েছিলেন। যদিও এখন ফলস স্টার্টের নিয়ম বদলে গেছে।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি–২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি–৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ– শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি–৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; Office Block, G–212, City Centre, Siliguri–734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri–734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta**. ফোন: (০৩৩) ৪০৮২০৮০০, ৬৬১৫৮৮০০। Phone: (033) 40820800, 66158800, E-mail: mail@aajkaal.net

REGD. NO. KOL RMS/243/2019–2021 RNI NO: R.N. 37263/81

পদত্যাগে বাধ্য হলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি

সমীর দে

ঢাকা, ১০ আগস্ট

বৈষম্য–বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেরে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। শনিবার সকাল থেকেই হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও আইনজীবীরা তাঁর ইস্তফার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে বিক্ষোভে শামিল হন। দুপুরের দিকে ইস্তফার ইঙ্গিত দেন প্রধান বিচারপতি। বিকেলে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল জানান, প্রধান বিচারপতি ইস্তফা দিয়েছেন। তবে পরবর্তী প্রধান বিচারপতি কে হবেন, তা নিয়ে এখন জল্পনা তুঙ্গে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও রেজিস্ট্রার প্রবীরকুমার সরকার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ, বাংলা আকাদেমির হারুন রশিদ আসকারি–সহ অনেকেই এদিন ইস্তফা দেন। এদিকে, গোপালগঞ্জে সেনাবাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় জনতার সঙ্ঘর্ষে অন্তত ১০ জন জখম হন। সেনার একটি গাড়ি ভস্মীভূত হয়। এ নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

বৈষম্য–বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেরে শেখ হাসিনার দেশ ছাড়ার পর বৃহস্পতিবার রাতেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বৈষম্য–বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি)–এর ছাত্র শহিদ আবু সাঈদের বাড়িতে যান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে দাঁড়িয়েও তিনি শান্তি ফিরিয়ে আনার ডাক দেন। ইউনূস বলেন, ‘এই বাংলাদেশ আবু সাঈদের, এই বাংলাদেশে কোনও বৈষম্য নেই, সবার কাছে আমার অনুরোধ, সবাইকে রক্ষা করুন, সেখানে যেন কোনও নৈরাজ্য না হয়।’ তবে সংখ্যালঘুদের অভিযোগ, এখনও নৈরাজ্য চলছে। তাই এদিন তাঁরা ঢাকার শাহবাগে নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। এদিন হাসিনার আমলে চাকরিচ্যুত পুলিশকর্মীরাও চাকরি ফেরতের দাবিতে ধর্না দেন।

সংরক্ষণ নিয়ে সুপ্রিম-রায়ের বিরোধিতা খাড়গের

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১০ আগস্ট

তফসিলি জাতি ও জনজাতির মধ্যে শ্রেণি–বিভাজন এবং ‘ক্রিমি লেয়ার’ বা ‘আর্থিকভাবে স্বচ্ছল’ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের সঙ্গে একমত নয় কংগ্রেস। সুপ্রিম কোর্টের এ–সংক্রান্ত নির্দেশকে সংসদের মাধ্যমে বিল এনে বাতিল করা উচিত ছিল বলে মনে করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শনিবার তিনি দাবি করেছেন, যত দিন অস্পৃশ্যতা থাকবে, তত দিন সংরক্ষণ ব্যবস্থাও থাকবে। দলিতদের সংরক্ষণ নিয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। বিজেপির বিরুদ্ধে সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগও করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, বিজেপির সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য এখন ধীরে ধীরে সামনে আসছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ‘ক্রিমি লেয়ার’ বা ‘আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল’ অংশের বিষয়ে শীর্ষ আদালতের নির্দেশকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়। কংগ্রেস সভাপতি এদিন বলেছেন, ভারতে দলিত সম্প্রদায়ের লোকজন সংরক্ষণের সুবিধা পেয়েছেন বাবাসাহেব আম্বেদকরের ‘পুনা প্যাক্ট’–এর মাধ্যমে। পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং মহাত্মা গান্ধী সংরক্ষণ–নীতি জারি রাখেন। রাজনৈতিক সংরক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ একটি জরুরি বিষয়। কিন্তু তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির মধ্যে ‘ক্রিমি লেয়ার’ বা আর্থিকভাবে স্বচ্ছলদের চিহ্নিত করে সংরক্ষণের বাইরে বের করে আনা তাদের ওপর বড় আঘাত বলে মনে করেন খাড়গে। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট তাদের নির্দেশে বলেছিল, তফশিলি জাতি ও উপজাতির মধ্যে যারা ক্রিমি লেয়ার বা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল অংশ তাদের সংরক্ষণ বাতিল করা হোক। বদলে আর্থিকভাবে যারা নীচে পড়ে রয়েছেন তাদের চিহ্নিত করে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হোক। গত ১ আগস্ট প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ৭ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ জানায়, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারের।

জেল-মুক্ত হয়েই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মণীশ

আবু হায়াত বিশ্বাস

দিল্লি, ১০ আগস্ট

জেল–মুক্তির পর সকালের চা। স্ত্রী সীমার সঙ্গে আপ নেতা মণীশ শিশোদিয়া। দিল্লির বাড়িতে, শনিবার। ছবি: পিটিআই

জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন মণীশ শিশোদিয়া। ১৭ মাস পর জেল থেকে বাইরে বেরিয়েই তিনি সুর চড়িয়েছেন বিজেপির বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। পরে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখান থেকে আপ দপ্তরে দলের কর্মী–সমর্থকদের সঙ্গে মিলিত হন। দলীয় সভা থেকে শিশোদিয়া কেন্দ্রের স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সুর চড়ান। দাবি করেন, দিল্লির জনগণের ওপর হওয়া অত্যাচারের হিসেব নেওয়া হবে। দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘বিজেপি নেতারা বলছেন, কেবল জামিনই তো মিলেছে শিশোদিয়ার! আমি বলছি, কেবল জামিন নয়, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্ত করার লাইসেন্স মিলেছে।’

এদিন সকালে এক্স হ্যান্ডলে শিশোদিয়া সস্ত্রীক চা–পানের ছবি দিয়ে লেখেন, ‘মুক্তির পর প্রথম চা... ১৭ মাস পর। সেই স্বাধীনতা, যেটা সংবিধান আমাদের সব ভারতীয়কে বেঁচে থাকার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। সেই স্বাধীনতা, যেটা ভগবান আমাদের সকলকে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার জন্য দিয়েছেন।’ আপ নেতা এদিন দাবি করেন, স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বিরোধী নেতারা ঐক্যবদ্ধ হলে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন। শিশোদিয়ার দাবি, যখন তিনি জেলে ছিলেন, তখন জামিন মঞ্জুরের বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন না। তবে ব্যবসায়ীদের ‘ভুয়ো মামলা’য় কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে দেখে দুঃখ পেয়েছিলেন। তাঁরা বিজেপিকে চাঁদা দেননি বলেই জেলে ঢোকানো হয়েছে, অভিযোগ আপ নেতার। দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী এদিন দাবি করেছেন, ‘জনগণের চোখের জল শক্তি জুগিয়েছে। ৭–৮ মাসেই ন্যায়বিচার মিলবে আশা করেছিলাম। কিন্তু ১৭ মাস লেগে গেল জামিন পেতে। বিজেপি অনেক চেষ্টা করেছিল যেনতেনপ্রকারে জেলবন্দি করে রাখার। তারা ভেবেছিল, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ শিশোদিয়া, সঞ্জয় সিংদের জেলে রাখলে আমরা পচে যাব! কিন্তু জনগণের চোখের জলের শক্তিতে জেলের তালা গলে গেছে।’ দলীয় সমর্থকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। যে–সরকার কেবল বিরোধী নেতাদেরই নয়, সাধারণ মানুষকেও হয়রান করছে।

> **শুধু জামিনই নয়, বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্ত করার লাইসেন্স মিলেছে**

উল্লেখ্য, দিল্লি আবগারি মামলায় গত বছর ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মণীশ শিশোদিয়া। তারপর একাধিক বার জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন আদালতে। কিন্তু তাঁর আবেদন প্রতি ক্ষেত্রেই খারিজ হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন শিশোদিয়া। শুক্রবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করে সর্বোচ্চ আদালত। নিম্ন আদালতের জামিন না–দেওয়া প্রসঙ্গে কড়া পর্যবেক্ষণ উঠে আসে। বিচারপতি বি আর গাভাই এবং কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ মন্তব্য করে, আদালতের মনে রাখা উচিত, ‘জামিনই নিয়ম, জেল ব্যতিক্রম। আপ নেতা দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকারী। নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠানো হলে ‘বিচারের প্রতারণা’ হবে।’ উল্লেখ্য, এর আগে আবগারি মামলায় জামিন পেয়েছেন আপ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং। তবে কেজরিওয়াল এখনও জেলবন্দি। তিনি ইডি–র মামলায় জামিন পেয়েছেন, সিবিআই মামলায় এখনও জামিন পাননি।

অনন্তনাগে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত দুই সেনা-জওয়ান

পিটিআই

শ্রীনগর, ১০ আগস্ট

জঙ্গি হামলার পরে কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনী। অনন্তনাগে, শনিবার। ছবি: পিটিআই

জম্মু–কাশ্মীরের অনন্তনাগে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শনিবার শহিদ হলেন দু’জন সেনা–জওয়ান। আহত হয়েছেন চারজন। সরকারি সূত্রে এ খবর জানানো হয়েছে।

এই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ কাশ্মীর জেলার কোকেরনাগে আহলান গাগরমান্ডু জঙ্গল এলাকায়। ওই অঞ্চলে জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে খবর পেয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী। সেই সময় জঙ্গলে লুকিয়ে–থাকা জঙ্গিরা নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। পাল্টা জবাব দেন নিরাপত্তারক্ষীরা। এর পরেই দু’পক্ষের তীব্র গুলির লড়াই শুরু হয়। জঙ্গিদের গুলিতে আহত হন পাঁচ সেনা–জওয়ান। তখনই তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। এর মধ্যে দু’জনের মৃত্যু হয়। জঙ্গিদের কোণঠাসা করতে ওই এলাকায় আরও বাহিনী পাঠানো হয়েছে। এর আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর শ্রীনগর–ভিত্তিক চিনার কর্পস তাদের এক্স হ্যান্ডলে জানায়, ‘নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সেনা, জম্মু–কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ কোকেরনাগ এলাকায় যৌথ ভাবে তল্লাশি চালায়। সেখানেই শুরু হয় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই। এতে দু’জন সেনা–জওয়ান আহত হন এবং তাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’ পরে জানা যায়, আহত হন পাঁচজন এবং তাঁদের মধ্যে দু’জনের মৃত্যু হয়। এদিকে একটি সর্বভারতীয় পোর্টাল সূত্রে খবর, জম্মু–কাশ্মীরের পুলিশ স্কেচ প্রকাশ করেছে চারজন জঙ্গির। কাঠুয়া জেলার মালহার, বানি ও সেওজধার এলাকার পার্বত্য পথে–প্রান্তরে এই চারজন জঙ্গিকে শেষ দেখা গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। কাঠুয়ায় সক্রিয় এই চার জঙ্গি সম্পর্কে কোনও খোঁজ দিতে পারলে জঙ্গি–পিছু ৫ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে তাদের এক্স হ্যান্ডলে পুলিশ জানিয়েছে। ওই এলাকায় জঙ্গিদের খোঁজ পেতে স্থানীয়দের সহায়তার ওপর ভরসা করছে পুলিশ। সম্প্রতি জম্মু এলাকায় জঙ্গি তৎপরতা বেড়েছে। কাশ্মীর থেকে নজর ঘুরিয়ে তারা এবার জম্মু এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। ৯ জুন তীর্থযাত্রী–বোঝাই বাসে জঙ্গি হামলায় ১১ জনের মৃত্যু হয়। এ বছরের শুরু থেকে এ–পর্যন্ত আপাত–শান্ত জম্মু অঞ্চলের ৬টি জেলায় ১৪টি জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর জেরে নিরাপত্তা বাহিনীর ১১ জন সদস্য–সহ মোট ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

শহিদ সেনার পেনশন কে পাবেন, ভেবে দেখার আশ্বাস কেন্দ্রের

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১০ আগস্ট

কর্তব্যরত অবস্থায় সেনাবাহিনীর সদস্য শহিদ হলে পেনশন পাবেন কে, স্ত্রী নাকি পরিবারের অন্যরা? সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রশ্নটি নতুন করে উঠতে শুরু করেছে। কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদের এক প্রশ্নের জবাবে লোকসভায় সেনাবাহিনীতে কর্তব্যরত অবস্থায় পেনশনের বিষয়ে কেন্দ্র জানিয়েছে, সেনাবাহিনীতে কর্তব্যরত অবস্থায় শহিদ সেনাদের পারিবারিক পেনশন তাঁদের স্ত্রী এবং পিতামাতার মধ্যে ভাগ করার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ লোকসভায় লিখিত ভাবে জানিয়েছেন, স্ত্রী এবং পিতামাতার মধ্যে পারিবারিক পেনশন বণ্টনের একটি প্রস্তাব এসেছে, যা বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, সেনাবাহিনী এ বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে একটি প্রস্তাবও পাঠিয়েছে। শহিদ সেনাদের মা–বাবা আর্থিক সহায়তার জন্য আইন সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন। বিষয়টি মন্ত্রক বিবেচনা করছে। উল্লেখ্য, নিয়ম অনুসারে শহিদ সৈনিকের মনোনয়ন বা উইল অনুসারে গ্র্যাচুইটি, পিএফ, বিমা এবং এক্সগ্রাশিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বিবাহিতদের ক্ষেত্রে পেনশন শহিদের স্ত্রীকে এবং অবিবাহিত শহিদের পিতামাতাকে পেনশন দেওয়া হয়। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ ওঠে, শহিদ সৈনিকের পরিবারের তরফে স্ত্রী শহিদ পেনশন–সহ নানা সুযোগ–সুবিধে পাওয়ার পর মা–বাবা অসহায় হয়ে পড়েন। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার, ঘর থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ বা ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য জোর করে চাপ দেওয়ার মতো ঘটনাও সামনে এসেছে।

ত্রিপুরায় আটক বিপুল মাদক

সমীর ধর

আগরতলা, ১০ আগস্ট

নিষিদ্ধ মাদকের কবল থেকে কমবয়সিদের রক্ষা করার জন্য বিশেষ অভিযান শুরু করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। শনিবার আগরতলার ডিমসাগর পাড়, বিবেকানন্দ ময়দান, হারাধন সঙ্ঘ–সমেত মাত্র এক বর্গ কিলোমিটার এলাকায় আচমকা অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৪০ জন অল্পবয়সি তরুণ–তরুণীকে আটক করেছে। এরা প্রায় সকলেই ব্রাউন শুগার কিংবা হেরোইনে নেশাচ্ছন্ন ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণকুমার নিজে এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। এদিকে, শনিবার অসম থেকে ত্রিপুরায় ঢোকার মুখে করিমগঞ্জে ১১৫ কোটি টাকার হেরোইন ও ইয়াবা ট্যাবলেট–সহ ৪ পাচারকারী ধরা পড়েছে অসম পুলিশের হাতে। একটা বারো চাকার লরিতে গিয়ার বক্সের পাশে বানানো গোপন চেম্বারে সাড়ে তিন লাখ ইয়াবা ট্যাবলেট ও হেরোইন লুকোনো ছিল। অসম পুলিশের আই জি পার্থসারথি মহন্ত এবং জেলা পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাসের নেতৃত্বে লরিটিতে তল্লাশি চালানো হয়।

সেবি চেয়ারম্যানের আর্থিক বিনিয়োগ রয়েছে আদানির তহবিলে, অভিযোগ হিন্ডেনবার্গের

পিটিআই

দিল্লি, ১০ আগস্ট

আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শেয়ার দরে কারচুপি ও করফাঁকির অভিযোগ এনে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল মার্কিন শর্ট সেলার সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ। শনিবার এই সংস্থাটি নতুন করে আক্রমণ শানিয়েছে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা সেবির চেয়ারম্যান মাধবী বুচের বিরুদ্ধে। তাদের অভিযোগ, মাধবী বুচ ও তাঁর স্বামীর অংশীদারিত্ব ছিল আদানিদের টাকা অন্যত্র সরানোর কেলেঙ্কারিতে ব্যবহৃত সন্দেহজনক অফশোর ফান্ডগুলিতে। হিন্ডেনবার্গের এই রিপোর্টসামনে আসার পর বিরোধীরা নিশানা করছেন মোদি সরকারকে। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘আদানি নিয়ে কোনও তদন্ত সেবির এই চেয়ারপার্সনের অধীনে হবে, আমরা একথা বিশ্বাস করিনা। এই তথ্য সামনে আসার পর সুপ্রিম কোর্টের রায় পুনর্বিবেচনা করতে হবে।’তিনি আরও লিখেছেন, ‘সত্যিকারের আদানি স্টাইলে — এমনকি সেবি চেয়ারম্যানও আদানি গ্রুপে একজন বিনিয়োগকারী। এটাই হল সেরা ক্রোনি পুঁজিবাদ। সিবিআই সদর দপ্তর এবং ইডি ডিরেক্টর, এখন কি আপনারা পিওসিএ এবং পিএমএলও ধারায় মামলা দায়ের করবেন, নাকি করবেন না?’এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, মার্কিন সংস্থার রিপোর্টপ্রকাশের পর কি সেবির প্রধান পদে আর থাকার অধিকার রয়েছে মাধবী পরি বুচের? কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘সংসদ ১২ আগস্ট পর্যন্ত চলার কথা ছিল। আচমকা শুক্রবার দুপুরে সংসদ অনির্দিষ্টকালীন সময়ের জন্য মুলতবি করে দেওয়া হয়েছে। এখন বুঝতে পারছি কেন করা হয়েছে।’তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলেও রাতেই তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘একেবারে বিস্ফোরক ব্যাপার। এখন এব্যাপারে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা দাবি করা সত্ত্বেও এবং মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া ব্লকের দলগুলির তরফে সেবির সঙ্গে বৈঠক করার পরেও কেন সেবি বিজেপির এগজিট পোল-শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারির অভিযোগ বিষয়ে তদন্ত করতে অস্বীকার করে। তাহলে সেবি কি আদৌ একটি স্বশাসিত সংস্থা?’ তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘এখন আমরা জানি কেন হিন্ডেনবার্গ কেলেঙ্কারির পর কেন সেবি পিএমওইন্ডিয়ার ঘনিষ্ঠদের পুরোপুরি ছাড় দিয়েছিল।’এদিকে আদানি-সেবি কেলেঙ্কারি কাণ্ডে জেপিসি তদন্তের দাবি করেছে কংগ্রেস।

এদিন একটি ব্লগপোস্টে হিন্ডেনবার্গ সংস্থা জানিয়েছে, আদানিদের সম্পর্কে তাদের রিপোর্ট প্রকাশের ১৮ মাস পর ‘সেবি আশ্চর্যজনকভাবে আদানিদের মরিশাসের গোপন ওয়েব এবং অফশোর শেল কোম্পানিগুলির বিষয়ে কোনও আগ্রহই দেখায়নি।’ ‘হুইশল ব্লোয়ার’ নথি উদ্ধৃত করেহিন্ডেনবার্গ বলেছে, ‘আদানিদের টাকা সরানোর কেলেঙ্কারিতে ব্যবহৃত সন্দেহজনক অফশোর ফান্ডে সেবির এখনকার চেয়ারপার্সন মাধবী বুচ এবং তাঁর স্বামীর বিনিয়োগ রয়েছে।’অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক ফান্ড দুটি হল অফশোর বারমুডা ও মরিশাস ফান্ড। অভিযোগ, এই ফান্ড দুটি নিয়ন্ত্রণ করেন আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানির দাদা বিনোদ আদানি। আরও অভিযোগে, ঘুরপথে টাকা ফেরত নিয়ে আসার ব্যাপারে এবং শেয়ারের দাম ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার কাজে এই দুটি অফশোর ফান্ডকে ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্ডেনবার্গ তাদের রিপোর্টে বলেছে, এই ফান্ডদুটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যাতে সই করেছেন আইআইএফএলের এক প্রিন্সিপাল, এই দম্পতির বিনিয়োগের উৎস হল তাঁদের ‘বেতন’ এবং তাঁদের সম্পদের মোট মূল্যা আনুমানিক ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। হিন্ডেনবার্গের অভিযোগ, ‘সংক্ষেপে বলা যায়, সুনাম রয়েছে এমন হাজার হাজার মূলস্রোতের অনশোর মিউচুয়াল ফান্ডের প্রোডাক্ট থাকা সত্ত্বেও, এবং এই শিল্পক্ষেত্রটি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যার কাঁধে, নথি থেকে দেখা যাচ্ছে সেবির সেই চেয়ারপার্সন মাধবী বুচ এবং তাঁর স্বামীর বিনিয়োগ রয়েছে বহুস্তরীয় অফশোর ফান্ড কাঠামোয়, যেসব ফান্ডের সম্পদ একেবারে সামান্য, সেগুলো আবার অত্যন্ত পরিচিত বেশি ঝুঁকির পথে আনাগোনা করে, এবং সেগুলি দেখাশোনা করে এমন একটি কোম্পানি যাদের যোগ রয়েছে অয়্যারকার্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে। সেই একই কোম্পানি চালান আদানিদের একজন ডিরেক্টর এবং বিশেষ করে সেই ফান্ডগুলি ব্যবহার করেছেন বিনোদ আদানি আদানি গোষ্ঠীর নগদ অন্যত্র সরানোর কেলেঙ্কারিতে।’ একইসঙ্গে তাদের রিপোর্টে হিন্ডেনবার্গ সংস্থা উল্লেখ করেছে সুপ্রিম কোর্টের সেই আদেশের কথা যেখানে এটা নথিভুক্ত রয়েছে যে, আদানিদের অফশোর শেয়ারহোল্ডারদের কারা টাকা জোগাত এবিষয়ে তদন্তে সেবি ‘কোনও কিছুই খুঁজে পায়নি।’

ইজরায়েলি হামলা, মৃত্যুর মিছিল গাজার স্কুলে, আহত বহু

সংবাদ সংস্থা

দেইর–আল–বালাহ, ১০ আগস্ট

কাকভোরে গাজার তাবিন স্কুলের উপাসনাস্থলে কেউ প্রার্থনা করছিলেন, কেউ মুখ–হাত ধুচ্ছিলেন, অনেক মহিলা, শিশু ও বয়স্ক তখনও ঘুমিয়ে। আচমকা পরপর তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ল গাজার স্কুলে। আগুন জ্বলে উঠল। মুহূর্তে মৃত শতাধিক। আহত প্রায় ৪৭ জন। যদিও ৮০ জনের ওপর নিহত বলে জানিয়েছে পিটিআই। ইজরায়েল এই হামলার দায় হামাসের ঘাড়ে চাপিয়েছে। তাদের অভিযোগ, স্কুলকে ত্রাণ শিবির করা হলেও, আড়ালে ছিল হামাসের কমান্ড সেন্টার। সেখান থেকে ইজরায়েলি সেনাদের ওপর হামলা চালানো হচ্ছিল। জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ করতে হামলা করা হয়েছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে হামাস।

মধ্য গাজার আল শাহবা আলাকার তাবিন স্কুল এবং তার লাগোয়া উপাসনাস্থলে ছ’হাজার ঘরছাড়া প্যালেস্তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। এদিন হামলায় তাঁদের অনেকের মৃত্যু হয়। আবু আনাস নামে এক উদ্ধারকারীর কথায়, ‘সাইরেন বাজলেও লোকজন সজাগ হতেন। অনেকে ঘুমিয়ে ছিলেন। কেউ কেউ স্কুলের ভেতর উপাসনাস্থলে প্রার্থনা করছিলেন। আচমকা একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়ে স্কুল–চত্বরে। ছিন্নভিন্ন দেহাংশ ছড়িয়ে পড়ে।’ ঝলসে–যাওয়া অনেক দেহ শনাক্ত করা যাচ্ছে না। মৃতদের পাশাপাশি অন্তত ৪৭ জন জখম হয়েছেন। অনেকের অবস্থা গুরুতর। মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করছে প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্য দপ্তর।

ত্রাণ শিবিরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার নিন্দায় সরব আন্তর্জাতিক মহল। রাষ্ট্রপুঞ্জ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, জুলাই থেকে গাজার ৫৬৪টি স্কুলের মধ্যে ৪৭৭টি ইজরায়েলের হামলায় তছনছ। এদিকে যুদ্ধবিরতির পথে গাজায় শান্তি ফেরাতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে আমেরিকা, কাতার এবং মিশর।

চলছে আগুন নেভানোর কাজ। ভিনহেদো শহরে, শুক্রবার। ছবি: এপি

ব্রাজিলে বিমান ভেঙে মৃত ৬১

পিটিআই

ভিনহেদো, ১০ আগস্ট

ব্রাজিলের সাও পাওলোর রাস্তায় যাত্রিবাহী বিমান ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল ৬১ জনের। ৫৭ জন যাত্রী–সহ ৪ জন বিমানকর্মী ছিলেন বিমানে। ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার দুপুরে। বিমানের পাইলট, ক্রু এবং যাত্রীদের সকলেই মারা গেছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার করা হয়েছে। কী কারণে দুর্ঘটনা তা তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন সাও পাওলোর জননিরাপত্তা সচিব। এই দুর্ঘটনার জেরে তিন দিন শোক ঘোষণা করেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা ডি সিলভা। অনুমান করা হচ্ছে, অতিরিক্ত ঠান্ডায় বাতাসে ভাসমান জলকণা বরফে পরিণত হওয়ার কারণে বিমানের ইঞ্জিন বিকল হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। আবহাওয়া দপ্তরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে এই সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ব্রাজিলের গ্লোবটিভি নেটওয়ার্ক। অন্য কোনও কারণেও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খারিজ করে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা।

ভোয়েপাস এয়ারলাইন্সের এটিআর ৭২ টুইন ইঞ্জিনের টার্বোপ্রপ বিমানটি সাও পাওলোর গুয়ারুলহোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিল। গন্তব্যে পৌঁছোনোর আগে বিমানটি ভিনহেদো শহর অতিক্রম করছিল। আচমকা ভোয়েপাস এয়ারলাইন্সের ২২৮৩ বিমানটি মাঝ আকাশে ঘুরপাক খেতে শুরু করে। চোখের নিমেষে আকাশ থেকে সজোরে শহরের রাস্তায় আছড়ে পড়ে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকল, সেনা, পুলিশ ও উদ্ধারকারীরা। কিন্তু উদ্ধারের আগেই বিমানের সব আরোহীর মৃত্যু হয়। জনবহুল এলাকার ব্যস্ত রাস্তায় সে সময় কেউ না থাকায় সাধারণ লোকজন কেউ হতাহত হননি।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ‘ভয়ঙ্কর, মনে হচ্ছিল বিমানটা আমাদের বাড়ির উঠোনে ভেঙে পড়বে। সৌভাগ্যবশত স্থানীয় কেউ হতাহত হননি। বিমানের কোনও যাত্রীই জীবিত নেই।’ পারানা প্রদেশের গভর্নর রাতিনহো জুনিয়রের কথায়, ‘বিমানযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন চিকিৎসক। একটি সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তাঁরা।’

দেরিতে পৌঁছে বেঁচে গেলেন আদ্রিয়ানো

বিমানবন্দরে দেরিতে পৌঁছোনোয় প্রাণে বাঁচলেন আদ্রিয়ানো অ্যাসেস। আদ্রিয়ানো ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোর বাসিন্দা। সাও পাওলো যাওয়ার জন্য ভোয়েপাস এটিআর ৭২ বিমানের টিকিট কেটেছিলেন। কিন্তু সময়মতো বিমানবন্দরে পৌঁছোতে পারেননি। দেরিতে বিমানবন্দরে পৌঁছে নির্দিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে দেখেন সেখানে কেউ নেই। বিমানটি তখনও ছিল রানওয়েতে। বিমানে চড়ার জন্য এয়ারলাইন্সের এক কর্মীর কাছে কাকুতিমিনতি করেন। অনুমতি না দেওয়ায় তাঁর সঙ্গে বচসায় জড়ান আদ্রিয়ানো। চোখের সামনে দিয়ে বিমানটিকে রানওয়ে ছেড়ে যেতে দেখে রাগে ফুঁসছিলেন। এই দেরি তাঁকে কী ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে রক্ষা করল, তা সম্ভবত তখনও আঁচ করতে পারেননি আদ্রিয়ানো। কিছুক্ষণ পর বিমান–দুর্ঘটনার খবরে সংবিৎ ফেরে। তখন ওই এয়ারলাইন্স কর্মী, যাঁর সঙ্গে ঝগড়ায় মেতেছিলেন, তাঁকে সাধুবাদ দিতে থাকেন। দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন আদ্রিয়ানো। বলেন, ‘অবিশ্বাস্য! ওঁর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়। ওঁর নামও জানি না। রাগের মাথায় অনেক কিছু বলেছি। অথচ ওঁর জন্যই বেঁচে গেছি। উনি বাধা না দিলে এসব বলার জায়গায় থাকতাম না। উনিই আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।’

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হচ্ছে সৌদি আরব

আজকালের প্রতিবেদন

সৌদি আরবকে আক্রমণাত্মক অস্ত্র বিক্রি করা যাবে না, এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পথে আমেরিকা। আগামী সপ্তাহেই নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হবে সৌদি আরব। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর প্রথম ধাপে আকাশ থেকে ভূমিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম সামরিক সরঞ্জাম কিনতে পারবে সৌদি আরব, জানিয়েছে আমেরিকার বিদেশমন্ত্রক। খবর একটি সর্বভারতীয় পোর্টাল সূত্রের।

মার্কিন বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, সৌদি আরবকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। সংশোধিত অস্ত্র হস্তান্তর নীতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সৌদি আরবকে আক্রমণাত্মক অস্ত্র বিক্রি করা হবে। আগামী সপ্তাহের প্রথম থেকে সৌদি আরবকে অস্ত্র বিক্রি শুরু করবে আমেরিকা। আচমকা সৌদি আরবের ওপর এমন নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিল কেন? জানা গেছে, ইয়েমেনে ইরানের মদতপুষ্ট হুথি জঙ্গিগোষ্ঠীকে শায়েস্তা করতে আমেরিকার কাছ থেকে কেনা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে সৌদি আরব। হুথিদের সঙ্গে সৌদি আরবের সঞ্ঘাতে অসংখ্য নিরীহ ইয়েমেনি নিহত হয়। হুথিদের মোকাবিলায় আমেরিকার অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগের কারণে ২০২১ সালে সৌদি আরবকে আক্রমণাত্মক অস্ত্র বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এরপর ২০২২ সালের মার্চে সৌদি আরব–হুথি গোষ্ঠী শান্তি চুক্তি করে। সেই থেকে ইয়েমেনে কোনও রকম বিমান হানা চালায়নি সৌদি আরব। তারপরও নিষেধাজ্ঞা বজায় ছিল। গতমাসে ইরানের তেহরানে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ের মৃত্যুর পর মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। হানিয়ের মৃত্যুর জন্য ইজরায়েলকে কাঠগড়ায় তুলেছে ইরান ও লেবাননের হেজবুল্লা জঙ্গি গোষ্ঠী। ইজরায়েলের সঙ্গে সৌদির সম্পর্ক খারাপ নয়। এমতাবস্থায় সৌদি আরবকে নিষেধাজ্ঞা মুক্ত করে এবং আক্রমণাত্মক অস্ত্র কেনার অনুমতি দিয়ে ইরান ও তাদের বন্ধুদের চাপে ফেলার কৌশল নিয়েছে আমেরিকা।

সাধারণ এক্সপ্রেস ট্রেনে সুপারফাস্টের ভাড়া?

তরুণ চক্রবর্তী

সাধারণ এক্সপ্রেস ট্রেনে সুপারফাস্ট ট্রেনের ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠল ভারতীয় রেলের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, গোটা দেশে ৯৮টি ট্রেনে এ ধরনের অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। রেলে বিভাগীয় তদন্তেও বিষয়টি ধরা পড়েছে বলে অভিযোগ। ভারতীয় রেলের নিয়ম অনুযায়ী, ঘণ্টায় ৫৫ কিলোমিটার বা তার বেশি গতি হলে তাকেই বলা হয় সুপারফাস্ট ট্রেন। কিন্তু উপাসনা, হিমগিরি, কুম্ভ–সহ একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেনের গড় গতি ঘণ্টায় ৫৫ কিলোমিটারের কম। তবু যাত্রীরা বাধ্য হচ্ছেন সুপারফাস্টের ভাড়া দিতে। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম বাড়তি ভাড়া ১৫ টাকা এবং প্রথম শ্রেণির ভাড়া ৭৫ টাকা। যাত্রীদের কাছ থেকে এই বাড়তি টাকা আদায় করার মাধ্যমে ২০২২–২৩ অর্থ বছরে রেলের অতিরিক্ত আয় হয়েছে প্রায় ৮৫ কোটি টাকা। রেল এ বিষয়ে সরকারি ভাবে কিছু জানায়নি।

কোভিডের হাত ধরে রেলে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ছাড় বন্ধ। প্রবীণ নাগরিকদের পাশাপাশি অন্য সুবিধাভোগীদের অনেককেই পুরো ভাড়া দিয়েই চড়তে হচ্ছে ট্রেনে। সাধারণ ট্রেনের পাশাপাশি রেলে এখন স্পেশ্যাল ট্রেনের রমরমা। এই স্পেশ্যাল ট্রেন মানেই বাড়তি ভাড়া। তৎকাল টিকিটের মতো ভাড়া দিয়ে চড়তে হয় স্পেশ্যাল ট্রেন। এবার অভিযোগ উঠল ৯৮টি দূরপাল্লার ট্রেনের গতি কম হলেও চালানো হচ্ছে সুপারফাস্ট বলে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে পূর্ব রেলের উপাসনা এক্সপ্রেস, হিমগিরি এক্সপ্রেস, কুম্ভ এক্সপ্রেস। দক্ষিণ–পূর্ব রেলের কোনও ট্রেনের নাম এই তালিকায় নেই। তবে উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের দুটি জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, শিলচর তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস, শিলচর–কোয়েম্বাটোর এক্সপ্রেস, নিউ জলপাইগুড়ি–নয়াদিল্লি এক্সপ্রেসের গতি কম হলেও নেওয়া হচ্ছে সুপারফাস্টের ভাড়া। জানা গেছে, ২০২২ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত রেল সুপারফাস্টের ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ৮৪ কোটি ৮১ লক্ষ ৮০ হাজার ৫৬৫ টাকা আদায় করেছে বলে জানা গিয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সুপারফাস্ট ট্রেনের জন্য বাতানুকূল প্রথম শ্রেণিতে অতিরিক্ত ৭৫ টাকা, বাতানুকূল শ্রেণিতে ৪৫ টাকা, স্লিপার ক্লাসে ৩০ টাকা এবং সাধারণ চেয়ার কারে ১৫ টাকা অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়।

বাঁকুড়ায় নতুন ফ্লাইওভারে

বাঁকুড়ার নূতনচটি ফ্লাইওভার দিয়ে বাস ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল শুরু হয়ে গেল। অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) জানান, শুক্রবার ঝাড়গ্রামের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ফ্লাইওভারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। শনিবার সকাল থেকে বাস-সহ যাবতীয় যানবাহন ফ্লাইওভারটি দিয়ে যাতয়াত শুরু করে। এতে জেলার মানুষ খুশি। কিছুদিন আগেই ফ্লাইওভারটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়। এখন থেকে উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ বাঁকুড়ার বাসগুলি গোবিন্দনগর বাস স্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে কাটজুড়িডাঙ্গা মোড় ফ্লাইওভার দিয়ে জুনবেদিয়া মোড়, সতীঘাট হয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাতায়াত করবে।

জলে ডুবে মৃত্যু ৩ নাবালিকার

গ্রামের পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল ৩ নাবালিকার। শনিবার দুপুরে ডোমকল মহকুমার ইসলামপুর থানার গোয়াস মাঠপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে। মৃতরা হল, তমান্না খাতুন, মাবিয়া খাতুন ও জাগলিশ খাতুন। ওদের বয়স ১০ থেকে ১২ বছর। বাড়ির নিষেধ সত্ত্বেও তমান্না তার ২ বন্ধুকে নিয়ে পুকুরে স্নান করতে নামে। কিন্তু হঠাৎ জলে তলিয়ে যেতে থাকে একজন। তাকে বাঁচাতে অপর ২ জন ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাতেই ৩ জন ডুবে যায়।

বহরমপুরে তৃণমূলের শিক্ষাসেলের কর্মশালায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রয়েছেন মন্ত্রী আখরুজ্জামান। শনিবার। ছবি: চয়ন মজুমদার

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আশাবাদী মন্ত্রী ব্রাত্য

প্রদীপ দে

বহরমপুর, ১০ আগস্ট

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আশাবাদী শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শনিবার বিকেলে বহরমপুরে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের একটি কর্মশালায় যোগ দিতে এসেছিলেন মন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, 'মামলা যে কেউ করতেই পারেন। এটা তো গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু সব সময়ে মামলা করে কি শিক্ষক নিয়োগ আটকে রাখা সম্ভব? আমরা ২০২৩ সালে প্রাথমিকে ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করেছিলাম। তাতেও মামলা করা হয়েছিল। আমরা শিক্ষকদের ডেকে কথা বলেছিলাম। সামনে আবারও শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। তাতেও যদি কেউ মামলা করেন করবেন। তবে তাতে রাজ্যকে হারানো কঠিন হবে। আমি অবশ্যই আশাবাদী, সব নিয়োগ সুষ্ঠুভাবে হবে। আমরা সবসময় মানুষের কথা ভাবি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সবসময় একটা কথা বলেন, তা হল, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। আর বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এসবের ওপর জোর দেন। আমরাও সেভাবে কাজ করি। আর একটি বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদ নয়। ধর্মীয় কারণে মানুষের মধ্যে যেন কোনও সমস্যা না হয়। মানুষের পাশে থাকতে হবে। মানুষের কোনও সমস্যা হলে তার সমাধান করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।' ব্রাত্য সন্ধ্যে যান জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের একটি অনুষ্ঠানে। সেখানে কলেজের প্রশংসা করেন শিক্ষামন্ত্রী। দুটি অনুষ্ঠানেই ছিলেন জেলার তৃণমূল বিধায়কেরা।

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালের সামনে থেকে ধৃত ২ যুবক

আজকালের প্রতিবেদন

বহরমপুর, ১০ আগস্ট

বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালের ছাত্রীনিবাসের সামনে শুক্রবার মাঝরাতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় দুই যুবককে। ডাক্তারি পড়ুয়ারা হাতেনাতে ওই দুই যুবককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। কেন মাঝরাতে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীদের হস্টেলের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল তারা, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর জি কর-কাণ্ডের পর বহরমপুরের মেডিক্যাল কলেজের এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীরা দেখেন, তাঁদের ভবনের সামনে দু'জন যুবক ঘুরছে। মাঝরাতে ওই যুবকদের ঘুরতে দেখে ছাত্রীরা ফোনে খবর দেন অন্যদের। খবর পেয়েই ডাক্তারি ছাত্ররা এসে ধরে দুই যুবককে। ছাত্রীদের হস্টেলের গেট সবসময় খোলা থাকে। ওই গেট দিয়ে দুই যুবক ঢোকে। ধৃত যুবকদের বাড়ি হরিহরপাড়ায়। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অমিত দাঁ বলেন, 'রাতেই ওই দুই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সোমবার থেকে আরও ৩৫ জন নিরাপত্তাকর্মী মেডিক্যাল কলেজে কাজ করবেন।'

মহিলা চিকিৎসককে হুমকি, ধৃত সিভিক

বিজয়প্রকাশ দাস

বর্ধমান, ১০ আগস্ট

পূর্ব বর্ধমানের ভাতার হাসপাতালে কর্তব্যরত এক মহিলা চিকিৎসককে 'আর জি কর করে দেওয়া'র হুমকির অভিযোগে গ্রেপ্তার এক সিভিক ভলান্টিয়ার। ধৃতের নাম সুশান্ত রায়। চিকিৎসকেরা পুলিশের কাছে অভিযোগে জানিয়েছেন, শনিবার রাতে সুশান্ত রায় নামে ভাতার থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ার চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে আসে। মত্ত অবস্থায় ছিল সে। অভব্য আচরণ করতে থাকে। হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে অভব্য আচারণ করে। তিনি প্রতিবাদ করলে হুমকি দিয়ে বলে, গতকাল আর জি করে কী হয়েছে দেখেছেন তো! এখানেও আর জি কর করে দেব। এতে ওই মহিলা চিকিৎসক ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি থানায় ফোন করে বিষয়টি জানান। ঘটনার খবর পেয়ে ভাতার হাসপাতালে তদন্তে যান জেলা উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুবর্ণ গোস্বামী। তিনি বলেন, 'একজন মত্ত সিভিক ভলান্টিয়ার যা ব্যবহার করেছে তা বলার ভাষা নেই। আমরা তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রশিক্ষণ শিবির ও কর্মশালায় বিধায়ক মদন মিত্র, তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, সাংসদ উত্তম বারিক, টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। মেদিনীপুরে, শনিবার। ছবি: আজকাল

হলদিয়া বন্দর পরিদর্শন করলেন নেপালের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা

যজ্ঞেশ্বর জানা

হলদিয়া, ১০ আগস্ট

নেপাল সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী দামোদর ভাণ্ডারীর নেতৃত্বে হলদিয়া বন্দর পরিদর্শন করলেন সেই দেশের ১৪ জনের একটি প্রতিনিধি দল। হলদিয়া বন্দরের একাধিক বার্থ পরিদর্শন করেন তাঁরা। তদারকি করেন হলদিয়া বন্দরের ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি, জেনারেল ম্যানেজার (এম অ্যান্ড এস) প্রভীনকুমার দাস-সহ অন্য আধিকারিকরা। বন্দর পরিদর্শনে নেপালের প্রতিনিধি দল খুশি বলে দাবি করেছেন হলদিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সূত্রে খবর, বিশাখাপত্তনম বন্দরের মাধ্যমে পণ্য আমদানি করার খরচ বাড়ায় হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে ভোজ্যতেল, কয়লা এবং কন্টেনার বোঝাই পণ্য আমদানি শুরু করে নেপাল। তাতে কয়েক বছরের মধ্যে পণ্য আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে নেপালের। শুধুমাত্র গত আর্থিকবর্ষে নেপাল ৮ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি করেছে হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে। বন্দরের জেনারেল ম্যানেজার (এম অ্যান্ড এস) প্রভিনকুমার দাস বলেন, 'বন্দর পরিদর্শনের পর নেপাল সরকারের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। আগামী দিনে হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে নেপাল আরও বেশি পরিমাণে পণ্য আমদানি করবে বলে মনে করা হচ্ছে।'

টেন্ডার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online e-tender for the work of "El work at NIC Section, Administrative Building, Nadia ,Krishnagar." Estimated Amount 2,07,721/- e NIT No : WBPWD/ EE/ NED/NIT/e-T/17/ (1st call) 24-25, Bid submission start date (online) 07.08.2024 from 05.00 P.M Bid submission closing date (online) 14.08.2024 from 01.00 P.M NIT and Tender document may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- R.B. Mallick Executive Engineer, PWD Nadia Electrical Division Krishnagar, Nadia.
ICA- T13833(2)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-tenders are invited by the Executive Engineer, P.W.D. Howrah Electrical Division. Onkarmal Jetia Road, Howrah – 711103. NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT-144 (2nd Call) of 2024-2025. Memo. 2335 Dt. 09.08.2024. Tender ID : 2024_WBPWD_731297_1. Name of Work : SITC of Air-Conditioning machine at different places of newly constructed of Fire Station, Howrah under Howrah Division, WBFES. Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : www.pwd.wb.in Sd/- A. Das Executive Engineer, P.W.D. Howrah Electrical Division. Govt. of West Bengal
ICA- T13873(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "E.I work of Supply & Laying of Al. armoured Cable in a new route for charging of NTS feedar Pillar." Estimated amount: Rs. 26,59,386/- Tender ID: 2024_WBPWD_729809_1. Bid Submission start date (Online): 07.08.2024 at 05:00PM. Bid Submission closing date (Online): 23.08.2024 at 12:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in. Sd/- B. Dutta Executive Engineer, PWD Darjeeling Electrical Division
ICA- T13841(4)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
online e-tender for the work of " Day to day maintenance of all entire electrical installation at Ranaght Sub Divisional Hospital including all Govt. residential Quarters, Morgue within the Campus Ranaghat Sub Divisioal Hospital Ranaghat , Nadia – (For the period of one year)." Estimated Amount : Item Rate e NIQ No : WBPWD/ EE/ NED/NIQ/e-T/18/ (1st call) 24-25, Bid submission start date (online) 08.08.2024 from 05.00P.M Bid submission closing date (online) 28.08.2024 from 01.00 P.M NIT and Tender document may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- R.B. Mallick Executive Engineer, PWD Nadia Electrical Division Krishnagar, Nadia.
ICA- T13864(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 02/EE/NWD/WS/KMDA of 2024-25
Online tender is invited by the Executive Engineer, NWD, W&S Sector, KMDA, 2nd floor, Block-C, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual contractors, for the work, **Sl. No., Name of the Work,** **(1)** Commissioning of 4(FOUR) nos. 300X200 mm dia Rig Bored Deep Tubewell by Direct Rotary method of drilling under Panihati Municipal area in Zone 1(ward 16,17,19) including connection of tube well to the existing network and allied works., **(2)** - same as SI. No.-1 - in Zone-2 (ward-22,25 & 29) including connection of tube well to the existing network and allied works., **(3)** - same as SI. No.-1 - in Zone-3 (ward-8,9,27 & 34/35) including connection of tube well to the existing network and allied works., **Estimated amount put to tender :** Rs.69,56,574/- for each SI. No., **Earnest Money :** Rs.1,39,135/- for each SI. No., **Time of Completion :** 03 Months for each SI. No., **Last date & time of online Bid submission:** 27.08.2024 time 18.15 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-367)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T13782(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIT N.: 03/(BBIT) of 2024-25 of Assistant Engineer, Banga Bhawan, PWD. for 02 Nos of work under Banga Bhawan Sub Division, from bonafide outsider only having credential for similar nature of work. Bid Submission closing date (online) 16.08.2024 at 15.00hrs. for Tender Id : 2024_PWD_730018_1/2. Other details may be seen from the website : http//etender.wb.nic.in & http://wbpwd.in Sd/- Office in charge & Assistant Engineer, Banga Bhavan.
ICA- T13827(1)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting Tender
Notice inviting e tender for selection of agency Designing, branding of Tourism stall & implementation of programme in connection with holding the "Bangla Moder Garbo" during the period 2024-25 vide Tender ID :- 2024_WBTD_731741_1; Last date of Submission: 20-08-2024 at 9AM. N.B.- The details are available in the website of the Tourism (www.wbtourismgov.in) and www.wbtenders.gov.in, Block-A, Kolkata-700001. Sd/- Additional Director& Ex-Officio Joint Secretary, Department of Tourism, Govt. of West Bengal.
ICA- T13797(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: **"El works and installation of A.C. machines at Conference Room on 7th Floor of Vidyasagar Bhavan-Electrical installation & allied works."** Tender No: **WBPWD/EE/BED/e-NIT-15/2024-25 & e-Tender ID No. 2024_WBPWD_730356_1. Document Download Closing Date: 21.08.2024 up to 15:00 Hrs. Details may be downloaded from** etender.wb.nic.in **Sd/- Executive Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Division.**
ICA- T13856(2)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Cooch Behar Division, Social Sector, P.W.Dte. invites online e-tender **e-NIT No.- WBPWD/SS/EE/COB/NIT-06e/24-25 (SL- 1 & 2) Tender ID : 1) 2024_WBPWD_730304_1. 2) 2024_WBPWD_730304_2.** Bid Submission start date (online) **12.08.2024 from 10:30 A.M.** Bid Submission closing date (online) **21.08.2024 upto 02:00 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Cooch Behar Division, Social Sector, P.W. Dte.
ICA- T13860(4)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. **1.** "Remodeling/Reconstruction of State Emergency Operation Centre (SEOC) of this Department at 2nd Floor, Nabanna, Howrah : LAN & Intercom Telephone Network along with Updated Video Conferencing System and Allied Works [Job No: KIT/OW/081 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-88/T/24-25, Tender ID: 2024_WBPWD_711797_1. Bid Submission Closing : 05.08.2024 up to 03.00 P.M. **2.** "Modification of Empty Floor Space at 6th Floor of Benfish Tower, Salt Lake under the Deptt. of Food Processing and Horticulture : Supply, Installation, Testing and Commissioning of IT Infrastructure: Part- 1 [LAN, Intercom, CCTV Surveillance , Biometric Attendance and allied Infrastructure] [Job No: KIT/OW/082 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-89/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_711696_1. Bid Submission Closing : 31.07.2024 up to 03.00 P.M. **3.** "IT Infrastructure Work of Alipurduar Government Engineering a nd Management College, Alipurduar : Phase-II (3rd Year) : Procurement of Server, Storage and Others Peripheral." Gem-Bid No: GEM/2024/B/5243482. Bid End Date: 30.08.2024, 16:00:00 P.M. Sd/- Executive Engineer, Kolkata I T Division, PWD
ICA- T13817(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E.E., M.H.D.-II, Public Works (Roads) Directorate, invites online e-NIQ eNIQ No. 2 of 2024-2025. Tender Id : 2024_SH_730141_1. Bid Submission start date (online) : 16.08.2024. Bid Submission of closing date (online) 28.08.2024 Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and Tender documents may be downloaded from: https://www.wbtenders.gov.in Sd/- E.E., M.H.D.-II, GOVT. OF WEST BENGAL.
ICA- T13876(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites online e-tender for the work of "Urgent Electrical Repairing works at ITI Kaliyaganj, Project ID: ET242517622S000. " e-NIT No: WBPWD/EE/DDED/e-NIT-02 of 2024-25, Tender Id: 2024_WBPWD_731063_1, Bid submission closing date(online): 30.08.2024 up to 16:30 Hrs. , Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division.
ICA- T13831(4)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD e-NIT
Executive Engineer (A-I), Berhampore-I(A-I) Division, Berhampore, Murshidabad invites e-NIT for Re-drilling of DTW Scheme in Domkal Block of Murshidabad District under the E.E. (AI), Berhampore-I (A-I) Division under Core-Sector Program during F.Y. 2024-25 vide e-NIT no. WRDD/EE(A-I)/BER-I / 05 of 2024-25 and Tender Id: 2024_WRDD_731380_1 to _2 Amount put to tender Rs. 9,69,520.00 each and Last date of online bid submission 27.08.2024 upto 05.00 P.M. For details please visit to website www. wbetenders. gov.in.
Sd/-
Executive Engineer(A-I),
Berhampore-I(A-I) Division
ICA- T13792(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E.E./ T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of:- 1 Repair & Renovation of male ward & Staircase 1st floor roof,male ward toilet block at Ground floor with concrete drain beside OT of Mekhliganj Sub Divisional Hospital under Teesta Bridge construction division(PWD) during the year 2024- 25. (2nd Call) Estimated. Amount:Rs. 12,03,279.00 e-NIT No.- 04 (Sl No. 01) of 2024-25 Bid Submission start date (online) 14.08.2024 from 14.00 hrs Bid Submission closing date (online) 27.08.2024 upto 4.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- E.E, P.W.D, TBCD. Mekhliganj, Coochbehar.
ICA- T13878(4)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 15/SE(EC)/W&S/KMDA of 2024-2025
e-Tender is invited by the Superintending Engineer, East Circle, W&S Sector, KMDA, Block-C, 2nd floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible and resourceful contactors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount put to tender, Earnest Money, Time of Completion,** Laying of Clear water rising main DI (K-9) of 250 mm to 400 mm dia, 600 mm & 700 mm dia from Madhyamgram Water Treatment Plant to CWR and CWR to different ESR including road restoration (temporary & permanent) all allied civil works in connection to the project "Augmentation & Strengthening of Urban Water Supply Scheme of New Barrackpore Municipality under District North 24 Parganas, West Bengal under AMRUT 2.0"., Rs.95,35,818/-, Rs.1,90,720/-, 08 months, **End date & time of online Bid submission:** 24.08.2024 upto 18.50 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-371)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T13784(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
N.I.e.T. No. WBPHED/EE/BMD/NIeT-10 OF 2024-2025
Rate Quoted Notice inviting e-Tenders are invited by the EE, BMD, PHE Dte. Ailakundi, Bankura as per Tender Id. 2024_PHED_730682_1 to 22. Bid submission Starting Date is 14.08.2024 at 06.00 P.M. Last date of uploading is 06.09.2024 upto 6.00 P.M. Details will be available at notice board & at website www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Bankura Mechanical Division, P.H.E. Dte.
ICA- T13801(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Howrah Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate invite eNIT No.15 of 2024-25 in the website: http://wb.pwd.nic.in details name of work mentioned under above eNIT, Interested contractor/Agencies requested to visit above website. Any other information please contact the office of the Assistant Engineer, Howrah Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate during working works. Sd/- Assistant Engineer, Howrah Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate.
ICA- T13854(2)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, PWDte, Bankura Electrical Division No-I invites online e-tender for the work of (1) "SITC of new water purifier cum cooler machines with allied electrical work at the District Judge's court complex, Bankura." NIQ No: WBPWDTE/AE/BESD-I/e-NIQ 06 of 2024-25 Tender ID: 2024_WBPWD_730768_1 Last Date & Time:- 20.08.2024 at 12.30 P.M Corrigendum if any will be published in website. only Details of NIT/NIQ and Tender documents may be downloaded From http://wbtenders.gov.in Sd/-AE/BESD-I, PWD, GOVT OF WB.
ICA- T13822(2)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD. e-NIT
Executive Engineer (A-M) Midnapore (A-M) Division invites e-tender for Installation of 3 nos Solar Mini RLI under Paschim Midnapore District within Midnapore (A-M) Division under Core Sector 2024-25 Programme vide Tender reference no-WBWRDD/EE(AM)MID/ eNIT-28 (Sl 1 to 3) /24-25. Tender ID :- **2024_WRDD_731575_1 to 3. Last date of dropping : 30.08.2024 (2.00 pm)** Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for details.
Sd/-
Executive Engineer (A-M)
Midnapore (A-M) Division,
Midnapore
ICA- T13795(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Superintending Engineer, South-Western Circle, P.W.Dte., Midnapore invites online e-Quotation for "Geotechnical Sub Soil Investigation and Topographical Survey by Total Station machine in the District of Paschim Medinipur and Jhargram during the year 2024-2025." NIeQ No. 01 of 2024-2025 Tender ID : 2024_WBPWD_729514_1 Quotation submission start date (online): 13.08.2024 from 10.00 Hours Quotation Submission closing date (online): 03.09.2024 at 15.00 Hours. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeQ and other documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Tarun Kr. Chakraborty, Superintending Engineer, South-Western Circle, P.W.Dte.
ICA- T13849(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/EE/S24PED/ eNIT62/2024-25, (Tender ID: 2024_WBPWD_729241_1) WBPWD/EE/S24PED/eNIT59_2nd Call/24-25 (Tender ID: 2024_WBPWD_729331) Online Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works: Name of Work: 1. Repair and renovation of Electrical works for ACMOH office, Baruipur, South -24 Parganas. 2. Electrical rewiring and installation work at the Office campus of State Poultry Firm, Kakdwip, South 24 Parganas, under Kakdwip Block, South 24 Parganas. Bid submission start:15.08.24 at 09:00 AM Bid Submission end: 20.08.24 at 12:00 PM Bid Opening Date:22.08.24 at 12:30 PM Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD South 24 Parganas Electrical Division.
ICA- T13843(2)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Executive Engineer, P.W.Dte, Kolkata North Health Division, online E-tender are follow / follows. NIT NO., ID & Last Dt. WBPWD/EE/KNHD/NIT-28e/24-25 2024_WBPWD_730189_1 31-08-2024 at 03.00 PM Detail information will be obtained from the website http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte. Kolkata North Health Division.
ICA- T13853(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tenders is invited by the Commissioner of Police, Kolkata Supply & installation of Temporary Signage (Flex made with iron mounting & wooden mounting) & Vinyl for the use of Traffic Wing of Kolkata Police for the year 2024-25 & Part of 2025-26. The last date for submission of the tender is on 27.08.2024 up to 15.00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata
ICA- T13789(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Executive Engineer Midnapore Division, PHE Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. **PHE/MID/eNIT_08/2024-2025** and ID: **2024_PHED_731361_1 to 6** for **Engagement of Security Personnel through Agency at different PHE Stores/Stackyards under Midnapore Division, PHE Dte.** Details will be available in the website **www.wbtenders.gov.in** The last date for submission of tender is **24.08.2024 upto 18:00 Hours.** Sd/- for Executive Engineer, Midnapore Division, PHE Dte.
ICA- T13807(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER, EASTERN CIRCLE, PHE DTE. NIJALAY, PLOT NO. CN-8, SEC-V, SALT LAKE CITY, KOLKATA - 700091
TENDER NOTICE
Tender Reference No : WBPHED/SE/EC/NIeT-31/2024-25
Tender ID : 2024_PHED_730164_1
e-Tenders in WBF 2911 are invited for the work: - "Engagement of 01 (One) No. Peon cum Office Attendant under Group-D category on purely contractual basis for the office of the Superintending Engineer, Eastern Circle, P.H.E. Dte. (For the Period of one year)." Bid Submission Closing Date (Online): 28.08.2024 at 12.00 p.m." Further details are available in the website:- http://wbtenders.gov.in/nicgep/app. Sd/- Dy. Superintending Engineer, Eastern Circle, PHE Dte.
ICA- T13799(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KSHD, PWD invites tender for the work of "IPGME&R-SSKM Hospital ----- Emergent construction of RCC structure for setting up of AC chiller plant, pump motor & AHU at 6th floor above Head & Neck OT roof top of Chest & Cancer bldg, during the year 2024-25. (Civil Works) & 1 (One) no. another work." e-NIT No. WBPWD/KSHD/EE/NIT-12 OF 2024-2025 Tender ID: - 2024_WBPWD_730229_1 & 2024_WBPWD_730229_2 Bid Submission Start date (online): 14/08/2024 at 2:00 P.M. Bid Submission Closing date (online): 23/08/2024 upto 2:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD Kolkata South Health Division
ICA- T13879(2)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
Executive Engineer, Murshidabad Highway Division No.-I, invites online e-tender for the work of : (1) Planting of 1500 nos of trees (Arjun, Karai, Sirish, Mahegony, Mango, Teak, Sonajhuri, Neem) height not less than 1.50m by the road side in 0.60m dia holes, 1.00m deep dug in the ground, mixing the soil with decayed farm. Yard/Sludge manure, planting the saplings, backfilling the trench, watering including supplying and fixing the tree guard by appropriate material and maintaining the plants for 1 (One) year. (2nd Call) NIEQ No. 07 (Sl. No. 1) 2nd Call of 2024-25 Tender Id : 2024_SH_722788_1. Bid Submission start date (online) : 14.08.2024 after 04.00p.m. Bid Submission Closing date (online) : 27.08.2024 upto 04.00p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIEQ and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Murshidabad Highway Division No. I, P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T13871(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
A.E.(LR)/SSKM(H.) Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites tender for the work of – "Urgent Repairing to the existing Electrical Installation at different location of Khidirpore Maternity Home, Annex 5, IPGME&R-SSKM Hospital Kolkata.". Tender Reference No. WBPWD/ SSKM(H)ESD/NIQ-19 of 2024-25 Tender ID_2024_WBPWD_722440_1 Last date of Submission upto 02:00 P.M. on 16.08.2024. Sd/- P. Bag. Assistant Engineer(LR), P.W.Dte. S.S.K.M.(H.) Electrical Sub-Division.
ICA- T13824(2)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer PWD Diamond Harbour Divn. invites WBPWDEEDHD e-NIT_03_2024_25 for the works: Emergent Patch Repairing work of Purbabishnupur-Raidighi Road from Ch. 0.450-0.890km, Ch 10425-1.800km, Ch 2.150-2.400km, ch 4.150-4.550km, Ch 5.00-5.450km, Ch 6.600 - 7.750km, Ch 9.915-11.00km under Diamond Harbour Division, P.W.D. in the District of South 24 Parganas during the year 2024-2025. Estimated Amount : Rs. 43,28,453.00 Tender Id : 2024_WBPWD_730812_1. Bid submission Starting date : 09.08.2024 & Bid Submission closing date 28.08.2024 at 12.00p.m. may be seen & downloaded from the official website of P.W.D. http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, PWD Diamond Harbour Divn.
ICA- T13813(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD QUOTATION NOTICE
S.E./ N.B.C.C.-I, P.W.Dte. invites online e-quotation for the works of:- "Supply, Installation, Testing and Commissioning of Fire Fighting Work Integrated Court Complex (G+6) at Alipurduar." WBPWD/SE/NBCC-I/eNIQ-02/2024-25 (2nd Call of WBPWD/SE/NBCC-I /eNIQ-01/2024-25) Tender ID - 2024_WBPWD_730692_1. Bid Submission start date (online) 13.08.2024 from 02.00 P.M. Bid Submission closing date (online) 03.09.2024 upto 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website. Details of eN.I.Q. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- S.E, NBCC-I, P.W.Dte. Coochbehar.
ICA- T13815(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Superintending Engineer, Eastern Circle, P.W.D. invites online e-tender for the work of "Construction of a 100 bedded girls hostel under Board of AUQAF. W.B. at Takbiatunnessa Bibi AUQAF Estate of Barasat in the District of North 24 Parganas under Barasat Division, PWD Estimated Amount Rs. : Quoted by bidder for Part-A of BOQ + Part B Rs. 5,93,39,880.00 (Civil-Rs. 5,66,04,428.00 + Electrical Rs. 27,35,452.00) NIeT No : WBPWD/SE/EC/NIeT- 02/2024-2025. Tender Id : 2024_WBPWD_730298_1. Bid Submission upload start date : 14.08.2024 from 15.00 Hours Bid Submission upload end date : 06.09.2024 upto 15.00 Hours The details of NIeT and Tender document may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- SE EC PWDGOVT OF WB.
ICA- T13810(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
WB/PWD/EE/NBD/SS/NIT No. 13 of 2024-2025 EE, NBD, SS, P.W. Dte. invites e-Tender for the works of : 1. Through repairing Rearing House for no-6 including door, windows, panel with bird proof net and fly proof mesh at Ambari Falakata Sericulture Project, Manuagang, Jalpaiguri, under PCR Scheme during 2024-25 Jalpaiguri Phase V Tender Id: 2024_WBPWD_730279_1. 2. Construction of Pathway and Iron foot bridge at Naxalbari Sericulture Demonstration Farm, Naxalbari, under PCR Scheme during 2024-25 Darjeeling phase IV Tender Id: 2024_WBPWD_730279_2. 3. Repairing and renovation of car parking place and renovation of entry portion of the Office of the Joint Director of Sericulture, North Zone, Siliguri, under PCR scheme during 2024 25 Darjeeling Phase-VI Tender Id: 2024_WBPWD_730279_3. Bid submission start date (online) 12.08.2024. from 12.00 P.M,. Bid submission closing date (online) 20.08.2024. from 12.00 P.M Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, NBD, SS, P.W. Dte., Siliguri, Govt. of WB
ICA- T13866(2)/2024

অসম থেকে ৩ যুবককে উদ্ধার হাওড়া পুলিশের

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়সড় সাফল্য হাওড়া জেলা পুলিশের। কাজের সূত্রে অসমে গিয়ে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়া হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের তিন যুবককে উদ্ধার করে বাড়ি ফিরিয়ে আনল পুলিশ। দুষ্কৃতীদের খোঁজেও চলছে পুলিশি তল্লাশি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিন দশেক আগে জগৎবল্লভপুরের শিবতলার বাসিন্দা যদু মোদক ও তাঁর দুই সঙ্গী কাজের সূত্রে অসমের ডিব্রুগড়ে গিয়েছিলেন। ডিব্রুগড় থেকে তাঁরা শিলাপাথর এলাকায় যান। সেখানে তাঁদের একটি হোটেলে আটকে রেখে একদল দুষ্কৃতী অত্যাচার চালায় বলে অভিযোগ। মোটা অঙ্কের টাকা চায় দুষ্কৃতীরা। বাড়ির লোককে ফোন করে দ্রুত ওই টাকা পাঠাতে বলে তারা। অসম থেকে সীমান্ত পেরিয়ে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অরুণাচল প্রদেশের একটি গোপন আস্তানায়। এরই মধ্যে ওই তিন যুবকের পরিবার জগৎবল্লভপুর থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। হাওড়া পুলিশের তরফে অসম ও অরুণাচল প্রদেশের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এর পরেই হাওড়া পুলিশের একটি তদন্তকারী দল ওই তিন যুবককে উদ্ধারের জন্য অসম রওনা হয়। সেখানকার অরুণাচল প্রদেশ ও অসম দুই রাজ্যের পুলিশের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে তল্লাশি চালিয়ে সেখানকার একটি গোপন ডেরা থেকে তিনজনকেই উদ্ধার করেন হাওড়া পুলিশের তদন্তকারী অফিসারেরা।

বহরমপুরে কন্যা-সহ দম্পতির রহস্যমৃত্যু

আজকালের প্রতিবেদন

ঘরের মধ্যে ঝুলছে স্বামীর মৃতদেহ। আর ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে স্ত্রী আর মেয়ের মৃতদেহ। শনিবার দুপুরে বহরমপুরের কুঞ্জঘাটা এলাকার চুরাশিপাড়ার একটি ভাড়াবাড়ি থেকে ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত স্বামীর নাম সুজয় মণ্ডল (২৮), স্ত্রী শোভা মণ্ডল (২৩) ও মেয়ে আরাধ্যা মণ্ডল (৫)। জানা গেছে, সুজয় শোভার দ্বিতীয় স্বামী। মেয়েটি শোভার। কয়েক বছর আগে শোভার স্বামী মারা গেলে শোভার সঙ্গে কাশিমবাজারের যুবক সুজয়ের সম্পর্ক হয়। পরে বিয়েও করেন তাঁরা। তারপরে বহরমপুরের সৈদাবাদ, কুঞ্জঘাটা এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। চুরাশিপাড়ার বাড়িতে সম্প্রতি ওঁরা ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন। সংসার চালাতেন স্ত্রী শোভা। সংসারে প্রায়দিনই ঝামেলা হত। পাড়ার লোকজন জানান, ঘটনার দিন সুজয়, শোভা বা নাবালিকা মেয়েকেও বাড়ির বাইরে দেখা গেছে। কিন্তু দুপুরের পর ঘর বন্ধ দেখে বাড়ির মালিক খোঁজ নিতে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখেন, সুজয়ের দেহ ঝুলছে। দরজা ভেঙে দেখেন মেঝেয় পড়ে রয়েছে মা-মেয়ের মৃতদেহ। পরে পুলিশ এসে ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়।

আজ থেকে কালনায় শুরু ৪ দিনের মহিষমর্দিনী পুজো

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কালনা, ১০ আগস্ট

রবিবার থেকে শুরু ৪ দিনের মহিষমর্দিনী পুজো। পুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে কালনা মহকুমাশাসকের অফিসে প্রশাসনিক বৈঠকে এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে পুজোয় যোগ দেওয়া ভক্তদের ভোগ খাওয়ানোর পরম্পরা বজায় রাখতে একটি দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হল। ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, পুজো কমিটির সম্পাদক অমরজ্যোতি কুণ্ডুরা। প্রায় ৭ হাজার বর্গফুটের এই ভবনেই রান্না ও খাওয়ানো হবে। প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে ভবনটি তৈরি হয়েছে। স্বপনবাবু মন্দিরের কাজের জন্য ১ লক্ষ টাকা ব্যক্তিগতভাবে দেবেন বলে ঘোষণা করলেন।

মহিষমর্দিনী। ছবি: প্রতিবেদক

কালনা শহরে মহিষমর্দিনী পুজো চলে একেবারে দুর্গাপুজোর মতো ৪ দিন ধরে। এবার পুজো শুরু হচ্ছে রবিবার থেকে। পুজো দেখতে শুধু সংশ্লিষ্ট পূর্ব বর্ধমান জেলার মানুষজনই নন, কালনা লাগোয়া নদিয়া, হুগলি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা আসেন। প্রাচীন রীতিনীতি ও নিয়মকানুন মেনে প্রতিবছর এই পুজো শ্রাবণ মাসের তিথি ধরে হয়। ফি-বছরের মতো এবারও নহবতের সানাই যেমন বাজবে, তেমনই পুতুলনাচ-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হচ্ছে বলে জানান পুজো উদ্যোক্তারা। কয়েকদিন ধরে চলা এই পুজোয় লক্ষ মানুষের ঢল নামে। সেই ভিড়কে সামাল দিতে ও আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে প্রতিবারই মহকুমা পুলিশ-প্রশাসন ও কালনা পুরসভার পক্ষ থেকে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হয়। সেখানে ভাগীরথীর ফেরি পারাপারে নজরদারি, নদীঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ড্রপ গেট তৈরি, সিসিটিভি ক্যামেরা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। উপপুরপ্রধান তপন পোড়েল জানান, 'পুজো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পুলিশ-প্রশাসন-পুরসভা সবরকমের প্রস্তুতি নিয়েছে।'

এবার চন্দননগরে পিস হাভেন

মিল্টন সেন
হুগলি, ১০ আগস্ট

অভাব ছিল। স্থানীয়দের দাবিও ছিল। এবার সেটাও পূরণ হল। হল মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা। শনিবার দুপুরে চন্দননগরবাসীর বহু কাঙ্ক্ষিত সেই পিস হাভেনের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। চন্দননগরের বাসিন্দারা অনেকেই ভিনরাজ্যে, ভিনদেশে থাকেন। তাঁদের পরিবারের অনেকেই আজও রয়েছেন এই শহরে। এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যে সব পরিবারের একাধিক সদস্য কর্মসূত্রে বিদেশের বাসিন্দা। তাই ফরাসি ঐতিহ্যবাহী এই শহরে একটি মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থার অভাব অনুভব করতেন বাসিন্দারা। কারণ তাঁদের নিকটাত্মীয় কেউ প্রয়াত হলে দেহ বেশ কয়েক দিনের জন্য সংরক্ষণের কোনও উপায় ছিল না। এবার সেই অভাব পূরণ হল। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের উদ্যোগে চন্দননগর বোড়াই চণ্ডীতলা শ্মশানঘাটে তৈরি করা হল 'পিস হাভেন'। সেখানে একসঙ্গে চারটি মৃতদেহ সংরক্ষণ করা যাবে। এদিন পিস হাভেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মন্ত্রী জানান, পিস হাভেন তৈরির খরচ বহন করেছে চন্দননগর উৎসব কমিটি। তিনি বলেন, 'চন্দননগরবাসীর দীর্ঘ দিনের চাহিদা ছিল এটা। খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস হল এটা। একটা নতুন জিনিস হলে সবাই সেখানে আসে। তবে আমি চাইব এখানে যত মানুষ কম আসে, ততই ভাল। সবাই সুস্থ থাকুন।' এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল–সহ বিধানসভা উৎসব কমিটির সদস্যরা। এদিন মেয়র বলেন, 'চন্দননগরের দুটি বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি করা হয়েছে। মুসলিমদের জন্য কবরস্থানে কাজ করা হয়েছে। পিস হাভেনের চাহিদা ছিল, সেটাও পূরণ হল। চন্দননগর বিধানসভা উৎসব কমিটি এবং শহরের চারজন সমাজসেবী এই মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রটি তৈরি করতে সাহায্য করেছেন। চন্দননগরের বহুদিনের দাবি পূরণ হল।

পিস হাভেনের উদ্বোধন করছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। পাশে মেয়র রাম চক্রবর্তী। ছবি: পার্থ রাহা

নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বিজেপির বহিষ্কৃতদের

আজকালের প্রতিবেদন

একদিকে দলীয় পতাকা হাতে বহিষ্কৃত বিজেপি কর্মীরা জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব। বিক্ষোভ দেখালেন চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে। অপরদিকে দল থেকে বহিষ্কৃত দলীয় পতাকা ব্যবহার করায় আইনি ব্যবস্থার হুমকি বিজেপি নেতৃত্বের। বহিষ্কৃত কর্মী এবং দলীয় নেতৃত্বের তরজায় সরগরম জেলা সদর। ঘটনার সূত্রপাত গত সোমবার। সেদিন হুগলি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে জেলা বিজেপির সহ–সভাপতি গোপাল উপাধ্যায়কে নিগ্রহ করা হয়। ভিডিও পৌঁছোয় জেলা নেতৃত্ব তথা বিজেপি রাজ্য দপ্তরে। তার পরেই রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে বিজেপির অভিযুক্ত ওই দুজন সক্রিয় কর্মী শাশ্বত ব্যানার্জি ও শুভজিৎ মল্লিককে বহিষ্কার করেন হুগলি জেলা বিজেপি সভাপতি তুষার মজুমদার। এরই প্রতিবাদে চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে শাশ্বত ও শুভজিৎ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে জেলা নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন। বহিষ্কৃত দুই কর্মীর দাবি টার্মিনেশন লেটার তাঁরা পাননি। অথচ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন তাঁদের দুজনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃত কর্মীদের দাবি, বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব ২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জিকে হারিয়েছেন। শুভজিৎ মল্লিক বলেন, তাঁদের সঙ্গে জেলা নেতৃত্বের মূল অশান্তির কারণ এটাই। জেলা নেতৃত্ব চাননি, হুগলি লোকসভায় লকেট চ্যাটার্জি জিতুন। কিন্তু তাঁরা সৎ কর্মী। নিষ্ঠা সহকারে কাজ করেছেন। চুঁচুড়া বিধানসভায় ভাল ফল হয়নি। জেলা সভাপতি তুষার মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ তাঁদের ব্যবহার করে দলবিরোধী কাজ করিয়েছেন। তাঁরা পরিস্থিতির শিকার। জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেছেন, দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে কেউ যদি দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চান, দলের তরফে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হবে। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত বলেন, এটা বখরা নিয়ে দলের ঘরোয়া কোন্দল। এই সমস্যা নির্বাচনের আগে থেকেই চলছিল। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতাদেরই একাংশ চাইছিল না ওদের প্রার্থী জিতুক। নির্বাচনের আগে ওদের দলে সক্রিয় কর্মীর থেকে বিক্ষুব্ধদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি হয়ে গেছিল। প্রকাশ্যেই অনেক বিজেপি নেতাকে প্রার্থীর বিরোধিতা করতে দেখা গেছে। অধিকাংশ বিজেপি নেতা–কর্মী নির্বাচনে কাজ করেননি।

হাসপাতালের উন্নয়নে ৪ কোটি

সোহম সেনগুপ্ত

স্বাস্থ্য–পরিষেবা ঢেলে সাজাতে পদক্ষেপ করলেন ব্যারাকপুর লোকসভার সাংসদ পার্থ ভৌমিক। ভাটপাড়া ও নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের উন্নয়নে ২ কোটি টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। শনিবার শ্যামনগর রবীন্দ্রভবনে সাংসদ জানান, চিকিৎসা–পরিষেবা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মাথায় রেখে চিকিৎসা–ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে চান। বলেন, ভাটপাড়া ও নৈহাটি হাসপাতালের কোনও উন্নয়ন করেননি আগের সাংসদেরা। সেই দায়িত্ব তিনি পালন করবেন। তবে, হাসপাতালের উন্নয়নে কীভাবে তাঁর সাংসদ কোটার টাকা খরচ হবে, তা সকলে মিলে ঠিক করা হবে। বৈঠকে সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সমুদ্র সেনগুপ্ত, ব্যারাকপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক, জগদ্দল বিধানসভার বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম–সহ পুরসভার পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান, পুর পারিষদ–সহ অনেকেই।

বক্তব্য পেশ করছেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক। শনিবার। ছবি: ভবতোষ চক্রবর্তী

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PUBLIC NOTICE

Call for Inputs/Suggestions/Representations/Objections on New Criminal Legislations- Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA)

Whereas by Notification No. 981- H (Law)/PE/14M-48/24 dated 16th July 2024, the Government of West Bengal constituted a 7-member Committee to review and examine the newly enacted criminal laws: the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS), and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA).

The objective of this Committee is to propose necessary amendments to the three new criminal laws to ensure the best interests of the people of West Bengal. The Committee will review and analyze the laws to ensure they are fair, just, and aligned with the interests of the people of West Bengal. The Committee will inter-alia consider the following:

(i) Suggest State specific amendments as required to the three Criminal laws;

(ii) Whether the names of the Criminal Laws are required to be changed at the State level?

All interested individuals and organizations in the State of West Bengal are invited to submit their valuable inputs/suggestions/representations on the Committee's terms of reference as specified above, as well as other objections, if any. Views are also invited on any other issue relevant to the adoption and implementation of the three new criminal laws within the State of West Bengal.

In continuation of earlier notice being no. ICA-N355(4)/2024 dated 26.07.2024, issued for the said purpose, it is hereby notified that the last date for acceptance of suggestions is hereby extended till 31st August 2024.

Suggestions can be made in writing in the following manner:

Send your written submissions in hard copy at the following postal address, 1st floor, 32 B.B.D. Bagh, Standard Assurance Building, Kolkata, West Bengal-700 001 or submit them online at suggestions.crreview@wb.gov.in **latest by 5 PM on 31st August, 2024.**

Date: 09.08.2024

Sd/-
Justice Ashim Kumar Roy, Chairman,
Criminal Law Review Committee, West Bengal

ICA-N386(4)/2024

বৈঙ্ক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

কলকাতা জোনাল অফিস, জিএন ৩৮/২, সেক্টর ৫ সল্ট লেক, কলকাতা–৭০০ ০৯১

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, কলকাতা জোন, পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী আর্কিটেক্টগণ, ঠিকাদারগণ এবং ভেন্ডরগণের তালিকাভুক্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছে।

বিশদের জন্য, ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofbaroda.in**–এর টেন্ডার সেকশনে লগ ইন করুন।

আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ: **৩১.০৮.২০২৪ বিকাল ৩.০০টা** পর্যন্ত।

সংশোধনী, যদি থাকে, একমাত্র ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। জমার শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত বিডারগণকে নিজের স্বার্থে নিয়মিতভাবে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে ভিজিট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জেনারেল ম্যানেজার
তারিখ: ১১.০৮.২০২৪, স্থান: কলকাতা — কলকাতা জোন

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু:

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা মিঃ সুলতান মোল্লা (মেঃ মোল্লা হার্ডওয়্যার–এর মালিক)–এর প্রতি গৃহ নির্মাণ ঋণ এর প্রেক্ষিতে ২৮.০৫.২০২৪ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ₹১৬৭৬০০০.০০ (ষোলো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন ₹১৬৭৬০০০.০০ (ষোলো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) এবং এর ওপর বকেয়া সুদ সমেত **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাগান- দাদপুর ব্রাঞ্চ** এর দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা রেজিনগর, থানা রেজিনগর, খতিয়ান নং ২৯৯৫, প্লট নং ৫২২, মাপ ১১/৩ ১১ ডেসির মধ্যে, যা ৪৪ ডেসির মধ্যে। মালিক সুলতান মোল্লা।

সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– আবদুল্লা মোল্লার বাড়ি; দক্ষিণ– সোলেমান মোল্লার বাড়ি; পূর্ব– জিতেন চৌধুরীর পুকুর; পশ্চিম– পাকা রাস্তা।

তারিখ: ০৮.০৮.২০২৪ — **স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: বাগান- দাদপুর — **(ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

ই–নিলাম (কেবলমাত্র ই–নিলামের মাধ্যমে)

এসএএমভিইআরটি, ব্লক ৩, দ্বিতীয় তল, এনবিসিসি ইস্ট কিদোয়াই নগর, নয়া দিল্লি–১১০০২৩, ই–মেল: ho.samverical@psb.co.in

[পরিশিষ্ট IV-A] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য নোটিস

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়
৩০.০৯.২০২৪ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট	২৩.০৯.২০২৪, দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২৭.০৯.২০২৪, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা **বাস্তবিক** দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে', 'যেমন আছে' ও 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। এই বিক্রি **https://www.bankeauctions.com** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	সম্পত্তির বিবরণ	ন্যূনতম সংরক্ষণ মূল্য (কোটি টাকায়) / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দাবিকৃত অর্থাঙ্ক / বকেয়া অর্থাঙ্ক
মেসার্স ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড **জামিনদারগণ:** ১) শ্রী রামপ্রসাদ আগরওয়াল, ২) শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল, ৩) শ্রী সৌরভ ঝুনঝুনওয়ালা, ৪) শ্রী পবন কুমার আগরওয়াল **কর্পোরেট জামিনদারগণ:** ৫) মেসার্স কাল্গুন এক্সপোর্টস প্রাঃ লিঃ ৬) মেসার্স ফেয়ারডিল সাপ্লাইজ লিঃ	সামান্য কমবেশি ১৭ কাঠা জমি যার অবস্থান: ৮, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা, বর্তমানে প্রেমিসেস নং ২৮, হেমন্ত বসু সরণি হিসেবে পরিচিত, ওয়ার্ড নং ৪৬, কলকাতা পুরনিগমের এলাকাধীন, পোঃঅঃ– কলকাতা জিপিও, থানা– হেয়ার স্ট্রিট, জেলা– কলকাতা, পিন– ৭০০০০১, তৎসহ এর উপরিনির্মিত বাড়ি, সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড–এর নামে।	৪৬.৮০ / ৪.৬৮ / ০.০১	১৩.০৬.২০১২ এবং ₹৪৪.৯০ কোটি + ১৩.০৬.২০১২ থেকে ভবিষ্যতের সুদ ও মাসুল / ₹২৫২.৪৬ কোটি, ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী + ০১.০৬.২০২৪ থেকে ভবিষ্যতের সুদ ও মাসুল

অনুমোদিত আধিকারিক: মিঃ অলোক চন্দ্র ভারতী, জেনারেল ম্যানেজার, মোবাইল: +৯১–৭০৮৭৪২৮৪৮৫
ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য: অ্যাকাউন্টের নাম– **NEFT INWARD STP PARKING** অ্যাকাউন্ট নং: **07445040070003;** আইএফএসসি: **PSIB0000744**
ব্রাঞ্চের নাম: এইচও এসএএমভিইআরটি, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ইস্ট কিদোয়াই নগর, নয়া দিল্লি–১১০০২৩,
দখলের প্রকৃতি– বাস্তবিক দখল, **দখলের তারিখ**–১৯.০১.২০১৩
সারফায়েসি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস–২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি এই নোটিস ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিস হিসাবে ধরা হবে।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে এই ওয়েবসাইটগুলিতে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন: (১) https://www.bankeauctions.com; (২) https://punjabandsindbank.co.in

তারিখ: ০৮.০৮.২০২৪; স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India — भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

অ্যাসেট রিকভারি শাখা, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১
যেখানে সক্রিয়: যমুনা ভবন, দ্বিতীয় তল, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১
ই–মেল: ubin0554731@unionbankofindia.bank

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিশাল ই–নিলাম (সারফায়েসি আইনের অধীনে)

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর নিয়ম ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে নিয়ম ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর কাছে বন্ধক রাখা/ রেহানাবদ্ধ/ জমা রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নলিখিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুরক্ষিত ঋণদাতা)–এর পাওনা অর্থাঙ্ক (নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত) পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে' ভিত্তিতে** ১৩.০৯.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে।

উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে, অনুগ্রহপূর্বক **https://ebkray.in এবং www.unionbankofindia.co.in** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি 'অনলাইন ই–নিলাম' পদ্ধতিতে **https://ebkray.in** ওয়েবসাইট এবং ই–বিক্রয় ই–কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **support.ebkray@psballiance.com**–এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

নিলামের তারিখ ও সময়: ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা
বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ই–নিলাম শুরু হওয়ার আগে যে কোনও সময়ে
ইএমডি প্রদানের উপায়: ডাকদাতা নিজের ই–বিক্রয় ওয়ালেটে ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা দেবেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) সম্পত্তির বিবরণ গ) স্বত্বাধিকারী(গণ)–এর নাম ঘ) সম্পত্তির আইডি (যদি সম্পত্তিটি ইতিমধ্যেই ই–বিক্রয় পোর্টালে আপলোড করা হয়ে থাকে)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (₹) খ) ইএমডি (₹)	ডাক সম্প্রসারণের সময়সীমা এবং ডাক বাড়ানোর মূল্য	অনাদায়ী বকেয়া	ক) দায় খ) দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক/ বাস্তবিক)
১	**ক) মেসার্স ছাবরা ইস্পাত প্রাঃ লিঃ** **খ) সম্পত্তি:** যন্ত্রকল যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র সমেত সামান্য কমবেশি ১০.৭৩ একর শিল্পকাজে ব্যবহার্য জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মঙ্গলপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, খাতা নং ৬১২, জে এল নং ২৬, প্লট নং ৯২৫, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৮, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২ ও ৯৮৩, মৌজা– নকরাজুরিয়া, ডাকঘর ও থানা– সালানপুর, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩৩৫৭, সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স ছাবরা ইস্পাত প্রাঃ লিঃ–এর নামে। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– ফাঁকা জমি এবং অংশ পুকুর; দক্ষিণ– সালানপুর যাওয়ার রেললাইন; পূর্ব– রাস্তা, তার পরে ইলোক্যান্ট প্রাঃ লিঃ; পশ্চিম– ইমপ্যাক্ট স্টিল এবং ইসিএল কোয়ার্টারস। **গ) মেসার্স ছাবরা ইস্পাত প্রাঃ লিঃ** **ঘ) UBINKOLARB0204**	ক) ₹৯,৮৫,৪৩,০০০.০০ খ) ₹৯৮,৫৪,৩০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: **₹৯,৮৫,৫০০.০০**	**₹১৭,৭৫,৩৪,৭২৯.৩৯** (সতেরো কোটি পঁচাত্তর লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশো উনত্রিশ টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা মাত্র), ৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ, মাশুল ও খরচাপাতি	ক) অনুমোদিত আধিকারিকের জানা নেই খ) প্রতীকী দখল

কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক এখানে যোগাযোগ করবেন: অনুমোদিত আধিকারিক এএফএম নাজমুল হক (এজিএম), মোবাইল: ৯৩৯৮৩২০৬৫৫, ৮৩৬৯৬৫৪৭৩০

*** সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য হবে।**
*** সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য হবে।**

বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে, অনুগ্রহপূর্বক **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই–নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.unionbankofindia.co.in এবং ই–বিক্রয় পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ebkray.in** দেখুন। বিডার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন এবং ই–নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে ই–বিক্রয় ই–কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **support.ebkray@psballiance.com** দেখুন। এই পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং ই–নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সকল বিডারকে বাধ্যতামূলকভাবে কেওয়াইসি বিধি মান্য করতে হবে।

যে কোনও ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজনে অনুগ্রহপূর্বক ই–বিক্রয় হেল্পডেস্ক নম্বর ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে ফোন বা **support.ebkray@psballiance.com** আইডি–তে ই–মেল পাঠান করুন; অপারেশন/রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস জানতে **https://ebkray.in** এবং ফিনান্স/ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে https://ebkray.in আইডি–তে মেল পাঠান। ই–বিক্রয় পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যায় হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল '৮২৯১২২০২২০'।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর নিয়ম ৬(২) ও ৮(৬)/ ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ওপরে উল্লিখিত তারিখে ই–নিলাম বিক্রয় আয়োজনে উপরিলিখিত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এর প্রতি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর নিয়ম ৬(২) ও ৮(৬)/৯(১) অধীনে এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে।

ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি নিম্নরূপ:

১. এই বিক্রি **'অনলাইন'** উপায়ে **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে'** ভিত্তিতে আয়োজিত হবে।

২. ই–নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র (ডিক্লারেশন), অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি এই ওয়েবসাইটগুলিতে দেওয়া আছে: **(ক) https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx ও www.unionbankofindia.co.in, (খ) https://ebkray.in। বিডাররা https://ebkray.in** ওয়েবসাইটটিও দেখতে পারেন যেখানে বিডারদের জন্য শিক্ষামূলক ভিডিও সমেত 'নির্দেশিকা' (গাইডলাইনস) দেওয়া আছে। নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি যথেষ্ট সময় থাকতেই বিডারদের সম্পূর্ণ করে রাখতে হবে:
ধাপ ১: বিডার/ক্রেতা রেজিস্ট্রেশন: নিজের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে (লিঙ্ক ওপরে দেওয়া হয়েছে) বিডারদের রেজিস্টার করিয়ে নিতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাই: বিডারদের দরকারি নথিগুলি আপলোড করতে হবে। (প্রয়োজনীয় সবগুলি কেওয়াইসি নথি প্রাপ্তির পর ৩ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সক্রিয় হবে)। ই–নিলাম সম্পন্ন হওয়ার পরে বিডারের তরফে জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথিগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
ধাপ ৩: বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থাঙ্ক স্থানান্তর: ই–নিলাম প্ল্যাটফর্ম থেকে জেনারেট হওয়া চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ট্রান্সফারের মাধ্যমে অনলাইন/অফলাইন পদ্ধতিতে তহবিল স্থানান্তর করতে হবে। ই–নিলামে অংশ নেওয়ার আগে বিডারের ওয়ালেটে ইএমডি অর্থাঙ্ক উপলব্ধ থাকতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী পর্যায়ে অংশ নেওয়ার জন্য ইএমডি অর্থাঙ্ক পূরণ হয়।
ধাপ ৪: নিলাম চলার মেয়াদে অংশ নেওয়ার জন্য উপরিলিখিত এমএসটিসি পোর্টালে লগ অন করতে হবে।

৩. অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসার, ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলির কোনওটির ওপর কোনও প্রকার দায় বিদ্যমান নেই। অবশ্য, নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে সম্ভাব্য আগ্রহী বিডারদের নিজেদেরই নিলামে তোলা সম্পত্তি/গুলির দায়, স্বত্ব এবং সম্পত্তি/গুলিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে খোঁজখবর করে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই ই–নিলাম বিজ্ঞপ্তিটি এই ব্যাঙ্কের তরফে কোনও প্রকার দায়বদ্ধতা বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না বা করে বলে ধরেও নেওয়া যাবে না। সম্পত্তি/গুলি এই ব্যাঙ্কের জানা বা অজানা যাবতীয় বিদ্যমান ও ভবিষ্যতের দায় সমেত বিক্রয় করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক বা সুরক্ষিত ঋণদাতা ওপরে লেখা সম্পত্তি/গুলির ক্ষেত্রে কোনও প্রকার তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন না।

৪. অনলাইন ই–নিলামের তারিখ ও সময়: **১৩.০৯.২০২৪, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা।**

৫. ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময়: **ই–নিলাম শুরুর আগে যে কোনও সময়ে।**

৬. সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **১২.০৯.২০২৪ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।**

৭. কেবলমাত্র অনলাইন পদ্ধতিতেই বিড জমা দেওয়া যাবে।

৮. ই–নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারের ই–ওয়ালেটে বিডমূল্য উপলব্ধ থাকতে হবে। কোন সম্পত্তির জন্য ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা দেওয়া হচ্ছে, বিডারকে তা নির্দিষ্টরূপে উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

৯. নিজেদের বিড জমার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডারদের ওপরই বর্তাবে। অর্থাঙ্ক ফেরতের প্রক্রিয়া প্রসেস করতে ই–বিক্রয়–এর ৩ দিন সময় লাগবে।

১০. বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) এর ওপর কোনও সুদ পাওয়া যাবে না। সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় নিষ্পত্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ, নিলামের দিনেই অথবা পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে সফল বিডারকে সফল বিড অর্থাঙ্কের (ক্রয়মূল্য) ২৫% অর্থাঙ্ক [সফল বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যে প্রদত্ত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি হিসেবে] জমা দিতে হবে এবং সফল বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% জমা দিতে হবে ই–নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। এই নিলাম বিক্রি ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।

১১. বিক্রয়মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থাঙ্ক **₹৫০,০০,০০০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা)** অপেক্ষা বেশি হলে আয়কর আইন, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে ১.০০% হারে টিডিএস (উৎসমূলে কাটা কর) প্রযোজ্য হবে। সফল বিডার/ক্রেতা বিক্রয়মূল্য থেকে এই টিডিএস অর্থাঙ্ক বাদ দিয়ে তা আয়কর দপ্তরে ফর্ম নং ১৬–বি সমেত জমা দেবেন এবং এতে বিক্রেতা হিসেবে এই ব্যাঙ্কের নাম এবং প্যান নম্বর AACU0564G উল্লেখ থাকতে হবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেটের প্রকৃত রসিদ এই ব্যাঙ্কে পেশ করবেন। [কৃষিজমি বাদে অন্য স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য]।

১২. সফল বিডার এরূপে অর্থাঙ্ক প্রদানে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে ইতিমধ্যে জমাকৃত সমুদায় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনরায় নিলাম করা হবে এবং উক্ত সম্পত্তি বা উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থাঙ্কের ওপর খেলাপকারী ক্রেতার কোনও দাবি/অধিকার থাকবে না।

১৩. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ নিলাম মূল্যের ওপর টিডিএস/ অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি এবং অন্য কারও কাছে সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ/অবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ ইত্যাদিও সফল ক্রেতাকেই বহন করতে হবে। [illegible]

১৪.–১৮. [illegible]

বিশেষ নির্দেশাবলি/সতর্কবার্তা

[illegible]

তারিখ: ০৯.০৮.২০২৪ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

केनरा बैंक Canara Bank — সিন্ডিকেট Syndicate

দাবি বিজ্ঞপ্তি ১৩(২) ধারাধীনে

মধ্যমগ্রাম ব্রাঞ্চ
মধ্যমগ্রাম– বারাসাত রোড, মধ্যমগ্রাম কালীবাড়ির কাছে থানা বারাসাত, পিন ৭০০১২৯

রেফা: সারফায়েসি/১৩(২)/৩৬৪৩/সুস্মিতা কীর্তনীয়া — **তারিখ: ০৮.০৮.২০২৪**

প্রতি:

১. **সুস্মিতা কীর্তনীয়া (দেনদার),** স্বামী সুবীর কীর্তনীয়া, তালবান্ধা (দ), সেন মেডিক্যাল সংলগ্ন, পোঃ যুগবেড়িয়া, থানা ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পব, কলকাতা ৭০০১১০। ও হোল্ডিং নং ৫৮০, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, পোঃ যুগবেড়িয়া, থানা ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পব, কলকাতা ৭০০১১০।

২. **এস কে এন্টারপ্রাইজ (দেনদার), স্বত্বা– সুস্মিতা কীর্তনীয়া,** স্বামী সুবীর কীর্তনীয়া, তালবান্ধা (দ), সেন মেডিক্যাল সংলগ্ন, পোঃ যুগবেড়িয়া, থানা ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পব, কলকাতা ৭০০১১০।

সুধী মহাশয় ,

বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত)–এর অধীনে **কানাড়া ব্যাঙ্ক, মধ্যমগ্রাম ব্রাঞ্চ**–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী (পরে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত) এতদ্দ্বারা আপনাদের প্রতি নিম্নবর্ণিতমতো এই বিজ্ঞপ্তি জারি করছেন:

যে **সুস্মিতা কীর্তনীয়া, এস কে এন্টারপ্রাইজ–এর মালিক (দেনদার) কানাড়া ব্যাঙ্ক** থেকে এখানে নীচের তফসিল 'ক'–তে বর্ণিত ঋণের সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুকূলে জামিনচুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। উক্ত আর্থিক সহায়তা গ্রহণের সময় উপরোক্ত চুক্তির শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে উক্ত ঋণের অর্থাঙ্ক(সমূহ) পরিশোধে তফসিল 'খ'–তে বর্ণিত সম্পত্তি সাপেক্ষে আপনাদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছিলেন।

তফসিল ক ও গ

ঋণের প্রকৃতি/ সীমা (লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর)	ঋণের অর্থাঙ্ক (₹)	০৩.০৮.২০২৪ অনুযায়ী সুদ সমেত দায়	সুদের হার
হাউজিং লোন (৩৬৪৩৬১৯০০০০৬৩)	₹৩১,৯৩,০০০.০০	₹৩১,৬৮,৫১৯.৭২ ও প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ ০৪.০৮.২০২৪	হাল সুদের হার + ২% জরিমানা সুদ
ওসিসি (১২৫০০১৪৭৭৯৪২)	₹১৪,৫০,০০০.০০	₹১৫,১৪,০১৬.৭১ ও প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ ০৪.০৮.২০২৪	হাল সুদের হার + ২% জরিমানা সুদ

আমাদের অনুকূলে স্বাক্ষরিত বিবিধ নথির মাধ্যমে এখানে নীচের তফসিল 'বি'–তে বিশদে ও নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত সম্পত্তির বন্ধকি দ্বারা উপরিলিখিত ঋণ/ধারের সুবিধা যথাযথরূপে সুরক্ষিত ছিল। আপনি/আপনারা নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে আপনাদের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ০৭.০৮.২০২৪ তারিখে এই ব্যাঙ্ক উক্ত ঋণটি অনুৎপাদক পরিসম্পদ **(এনপিএ)** হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। সেই কারণে, এতদ্দ্বারা আমরা এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনাদের দায় বাবদ ০৩.০৮.২০২৪ তারিখের ভিত্তিতে **₹৪৬,৭২,৫৩৬.৪৩ (ছেচল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র)** সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের আহ্বান জানাচ্ছি, যেমনটা করতে আপনি/আপনারা ব্যর্থ হলে আলোচ্য অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে আমরা সকল বা যে কোনও অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

পাশাপাশি, আমাদের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া এখানে নীচের তফসিল 'বি'–তে বর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না–করার জন্য আপনাকে/ আপনাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে।

আলোচ্য অ্যাক্ট এবং/বা বিদ্যমান অন্য যে কোনও আইনের অধীনে আমাদের প্রতি উপলব্ধ অধিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার/ আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ব্রাঞ্চে উপলব্ধ তথ্য অনুসারে আপনার/আপনাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানাতেও এই দাবি বিজ্ঞপ্তিটি [illegible]

তফসিল 'খ'

জামিন সম্পদের বিবরণ: সুস্মিতা কীর্তনীয়া (দেনদার ও বন্ধকদাতা)র নামে সম্পদের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ:

এক

স্থাবর: [illegible]

দুই

অস্থাবর: [illegible]

তারিখ: ০৮.০৮.২০২৪ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা — **কানাড়া ব্যাঙ্ক**

केनरा बैंक Canara Bank — সিন্ডিকেট Syndicate

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি [১৩(৪) নং ধারা) (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রিজিওনাল অফিস: দুর্গাপুর
জিন্তা এনক্লেভ, ডেয়ারি মোড়ের কাছে, সাগরভাঙ্গা, দুর্গাপুর, পিন– ৭১৩২১১

যেহেতু:

কানাড়া ব্যাঙ্ক, রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতা: মিঃ পবন কুমার গঙ্গোয়ার–এর প্রতি ০৯.১১.২০২৩** তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **৩১.১০.২০২৩** তারিখ অনুসারে **₹৫৪,৫৭,৮৩৭.৬১** (চুয়ান্ন লক্ষ সাতান্ন হাজার আটশো সাঁইত্রিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা মাত্র) সহ **৩১.১০.২০২৩** থেকে পুনরায় সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জসমূহ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ৮ আগস্ট, ২০২৪ (বাস্তবিক দখল) তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিয়েছেন।

[illegible]

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: [illegible]

তারিখ: ০৮.০৮.২০২৪ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: দুর্গাপুর — কানাড়া ব্যাঙ্ক

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

ক্রয়/বিক্রয়

• হরিদেবপুর নিকটে, মতিলাল গুপ্ত রোড, সোদপুর কালীতলা, দ্বিতলে ২ BHK ফ্ল্যাট সত্বর বিক্রয়। বাজার, দোকান, SBI, HDFC ATM, জিম সন্নিকটে। টালিগঞ্জ ও চৌরাস্তা মেট্রোর সুবিধা। ক্রেতা স্বয়ং যোগাযোগ করুন। M: 9874215619 (3 PM - 8 PM)

বিজ্ঞপ্তি

• এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি সোহানী খাতুন, স্বামী– কাজী সাইফুদ্দিন, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, থানা বারাসাত (হাল থানা– দত্তপুকুর), এডিএসআর অফিস– কদম্বগাছি, জেএল নং ১৪১, মৌজা– কাঁঠালিয়া গ্রামে বর্তমান এলআর ১৭৮৮/১, ৪৯৫৭, ১৮৬৯/১, ৪৩০৩, ৪৩০৪, ৪৩০৫, ৪৩০৬, ৪৩০৭ ও ৪৩০৮ নং খতিয়ানভুক্ত আরএস ও এলআর ২৫৭, ২৫৮ ও ২৫৯ নং দাগে ১৫.৯২ শতক জমির মালিক আব্দুর রহমান ওরফে আবুর রহমান মোল্লা ও রাহিলা বিবি ওরফে রাহিলা খাতুন, সাং– পশ্চিমপাড়া, উলা, থানা– দত্তপুকুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা (পক্ষে বিগত ইংরেজী ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে কদম্বগাছি রেজিষ্ট্রী অফিসের ৪ নং বহির ১০২ নং আমমোক্তারনামায় নিযুক্তিয় আমমোক্তার আহসান ইকবাল, পিতা গোলাম মোস্তফা) নিকট হইতে I–১৪২২৭/২০২১ দলিলে ক্রয় করিয়া Barasat BL & LRO অফিসে রেকর্ড করিবার আবেদন করিতেছি। রেকর্ড লইয়া কারো আপত্তি থাকিলে আগামী ১০ দিনের মধ্যে জানাইবেন। অন্যথায় কোনো আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

সোহানী খাতুন
ফোন নং ৯৮৩৬০৪৮০৫৮

• এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, '১) মোসাঃ মাসুদা বিবি স্বামী– মৃত আব্দুল্লা মন্ডল, সাং– চন্দনপুর, থানা– বারাসাত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, ২) মোসাঃ মরিয়ম বিবি স্বামী– মোঃ কাশেম আলি, সাং– বোদাই, থানা– খড়দহ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, ৩) মোসাঃ সখিনা বিবি স্বামী– মোঃ রোমজান আলি, সাং– বারাসাত চাঁপাডালি মোড়, থানা– বারাসাত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, সকলের পক্ষে আমমোক্তার ১) শ্রী দিলীপ দে পিতা– মধুসূদন দে, ২) শ্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলী পিতা– বিভূতিভূষন গাঙ্গুলী, উভয়ের সাং– পালবাগান, নেতাজী সুভাষ রোড, পোঃ– হৃদয়পুর, থানা– বারাসাত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা (ইং ১২/০৫/২০০০ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত এডিএসআর বারাসাত অফিসের ১২২ নং আমমোক্তার নামা বলে) ইং ১৪/০৫/২০১২ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৯২৩ নং ১ কেতা কোবালা দলিল বলে জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– বারাসাত, জেএল নং– ৪০, মৌজা– হরিহরপুর, খং নং ২৩১ হাল খং নং ২৫৮০, দাগ নং– ৩৩৭, জমির পরিমান ২.৫০ শতক, আমার মক্কেল কালিপদ মন্ডল পিতা– মৃত বিপিন মন্ডল, সাং– হরিহরপুর, পোঃ– হৃদয়পুর, থানা– বারাসাত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা– ৭০০ ১২৭ এর অনুকূলে হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং উক্ত জমি নাম পত্তনের জন্য তিনি বারাসাত ১ সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করনে প্রার্থী হইয়াছেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ দিবস কাল মধ্যে আপত্তি করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবেক।'

শঙ্কর চন্দ্র মন্ডল, এ্যাডভোকেট
বারাসাত জজ কোর্ট,
M- 9433008881

• এতদ্বারা সবাইকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল পরিমল সিকদার, পিতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্র সিকদার, সাং– জয়পুল, নবজীবনপল্লি, পোঃ– জয়পুল, থানা– দত্তপুকুর, জেলা– উঃ ২৪ পরগনা, পিন– ৭৪৩২৩৪ নিবাসী তিনি তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি জেলা– উঃ ২৪ পরগনা, থানা– দত্তপুকুর, মৌজা– শিবালয়, জেএল নং ৯০, খতিয়ান নং ৪৭৯, দাগ নং এলআর ১৭৮৩, পরিমান ২.৪৮ শতক জমি গত ইংরাজি ১৪/১১/২০২৩ সালে এডিএসআর কদম্বগাছি অফিসে I–৬১৪৫/২০২৩ নং দলিল মূলে জমির প্রকৃত মালিক হন। উক্ত দলিলের বিক্রেতা সুরজিত ঘোষ সে দলিলবলে মালিক হন তাহার নং ০৩০৭৯/২০২২। উক্ত দলিলের আমমোক্তার নিযুক্ত হন স্বপন দাস, গৌতম দাস, জয়দেব দাস ও বাদল ঘোষ। যাহার আমমোক্তা নং টি হল IV–১৫৪/২০১৪ তারিখ ১১/০৭/২০১৪, অফিস এডিএসআর কদম্বগাছি বুক নং IV ভলিউম নং 1, পেজ নং ২১৪৫ থেকে ২১৬৪। আমার মক্কেল অর্থাৎ পরিমল সিকদার বারাসাত I বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে মিউটেশন কেস করেন নিজের নাম রেকর্ড করার জন্য, যাহার নং– MN/২০১৪/১৫০২/৮১৮০। কারো যদি কোনো আপত্তি থাকে তাহলে আগামি ১৫ দিনের মধ্যে জানাবেন।

সেখ মাফিজুর রহমান
এ্যাডভোকেট
বারাসাত জাজেস কোর্ট

পাত্রী চাই

• Caste no bar SC 31/5'10" হাওড়া নিবাসী একমাত্র সন্তান, ইঞ্জিনিয়ার। অনূর্ধ্বা 25 ফর্সা স্লিম পাত্রী চাই। ঘটক/বিবাহ সংস্থা নহে। 7596981172

কিডনি চাই

• O+ কিডনি চাই, 30–42 এর মধ্যে পুরুষ, মহিলা সঠিক পরিচয়পত্র, অভিভাবক–সহ যোগাযোগ করুন। 8597523836, 8250931601

সঙ্গীত কলা

প্রখ্যাত সঙ্গীত গুরুজী

• গবেষক পণ্ডিত শ্রী প্রবীর শেখাচ্ছেন ও সুযোগ দিচ্ছেন। যোগাযোগ– 89102 55062।

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল অষ্টমী ঘোষ, স্বামী রামপ্রসাদ ঘোষ, সাং– হরপুর ২৮/২/৭ তারিখে সোনারপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ২৬৩ পাওয়ার দলিল বলে তাড়দহ মৌজা জে এল ১৫ এল আর দাগ ২২৬১ এল আর খতিয়ান ৫৯১ আমমোক্তার রামপ্রসাদ ঘোষ পিতা গোবিন্দ ঘোষ আমমোক্তার দাতা সুনীল মন্ডল পিতা জীবন কৃষ্ণ মন্ডল হইতে ৫ শতক জমি খরিদ করেন। যাহার কেস নং– MN/2024/1615/21038 যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে ১২/৮/২৪ তারিখে সোনারপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Prabir Kumar Ray
ADVOCATE
ALIPORE CRIMINAL COURT

• মোকাম ব্যারাকপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, উত্তর ২৪ পরগণা, মিস কেস ১৪৬/২০২৪ (প্রোবেট)

দরখাস্তকারী:

সন্ধ্যা দাস, স্বামী সুজিত দাস, H/D ২৪, বাগুইপারা, থানা বাগুইআটি, কলকাতা–৭০০০৫৯, উত্তর ২৪ পরগণা। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী মৃত আশা দাস, স্বামী মৃত সুকৃতি দাস, সাং ফ্ল্যাট নং সি ১, ফার্স্ট ফ্লোর, ২০/১৪, বাগুইআটি মেইন রোড, পোষ্ট ও থানা– দমদম দ্বারা সম্পাদিত সর্বশেষ উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

তফশীল

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, থানা– দমদম, মৌজা সাতগাছি, দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি অধীন আর এস দাগ ২৯৩৩, আর এস খতিয়ান ৭২৪, ২০/১৪ বাগুইআটি রোড স্থিত, ফার্স্ট ফ্লোরে ৬৫০ বর্গফুট মাপিয় ২টি শয়নঘর, ১টি রান্না ঘর, ১টি বাথরুম ও বারান্দা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং A-1।

আদেশানুসারে
দীপক বড়ুয়া, সেরেস্তাদার
ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

• এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে আমার মক্কেল শ্রী মৃন্ময় দত্ত, পিতা অমল কুমার দত্ত, সাং মালঞ্চ, পোষ্ট মালঞ্চ, থানা জেঠিয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন–৭৪৩১৩৫। তিনি তার ক্রয়কৃত সম্পত্তির মূল চেইন দলিল হারিয়ে ফেলেছেন, যাহা নৈহাটি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত যাহার নম্বর ৩৮৬৬ সাল ২০০৮, এবং তিনি জেঠিয়া থানায়–এর আগে একই বিষয়ে ২৫.০৭.২০২৪ তারিখে GDE নং 1072/2024 এর মাধ্যমে একটি জেনারেল ডায়েরি দায়ের করেছেন যদি কোনও ব্যক্তির কোন আপত্তি/দাবি/ দলিলের ট্রেস আছে, অনুগ্রহ করে পরামর্শ অনুযায়ী 15 দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

MANASH KR. GHOSH
LL.B (CAL) (Advocate)
BARRACKPORE COURT
En No. WB-672/2001

• আমার মক্কেল শম্ভুনাথ বোস, পিতা–গৌরাঙ্গ বোস ২০১৩ সালে সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ৩৪৩ নং আমমোক্তার পবিত্র মণ্ডল, হিরণ মিস্ত্রি–এর নিকট হইতে ৩২ কাঠা জমি খরিদ করেন।

মৌজা–আড়াপাঁচ এল আর ১৩৬ নং দাগে এল আর ৯৯, ৩০০, ৪৩৯ নং খতিয়ানে জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন। কেস নং MN/2024/1615/21321, 21319, যদি কারো আপত্তি থাকে ৩০ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Madhury Mistry, Advocate
Calcutta High Court

• গত ৪/৮/২০২৪ তারিখে এই পত্রিকায় প্রকাশিত ম্যাট্রিমোনিয়াল কেস নং ১৩৭২/২০২৩ এর ভুলবশতঃ পরবর্তী তারিখ ২০/০৭/২৪ ছাপানো হয়েছে এর পরিবর্তে সঠিক হইবে ২০/০৯/২০২৪ এটাই পড়তে হবে।

Amit Kumar Nandan
BENCH CLERK
ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE

বিজ্ঞপ্তি

NOTICE TO SALE

• Notice is hereby given that my clients are negotiating to purchase all that land admeasuring 76 Decimals, corresponding L.R. Dag No.- 2097 (area of land 70 Dec.) and L.R. Dag No- 2095 (area of land 6 Dec.), under L.R. Khatian No. 3512, 3513 & 8255 of Mouja- Hariharpur, J.L. No.- 40, Under Barasat Municipality, Ward No.- 30 (old-6), Holding No. 26/C, Jessore Road (South), P.S.- Barasat, North 24 Parganas, Kolkata- 700127, from its owners Avinandan Sales Pvt. Ltd. & Paramhans Vyapaar Pvt. Ltd.

All persons having any claim in respect of, against, or to the above land by way of Sale, Exchange, Mortgage, Charge, Lien, Gift, Truust, Inheritance, Possession, Lease, License, easement or otherwise nature, are hereby requested to make know the undersigned in writing with all documents, within 7 days from publication, failling which such claim/s considered as waived.

Advocate Mijanur Rahaman, Mob-9830211686, Barasat Court.

• আমার মক্কেল সুপ্রভা মজুমদার, পিতা–চঞ্চল মজুমদার ইং ০৯/০২/২০২৪ তারিখে সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ১০১৪ নং আমমোক্তার রঞ্জিতা মিস্ত্রি–এর নিকট হইতে জমি খরিদ করেন।

মৌজা–হাসানপুর এল আর–৬৭০ নং দাগে এল আর–২৫৪৪, ২৫৪৫, ২৫৪৬, ২৫৪৭, ২৫৪৮, ২৫৪৯ নং খতিয়ানে জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন। কেস নং MN/2024/1615/21277, যদি কারো আপত্তি থাকে ৩০ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Madhury Mistry
Advocate
Calcutta High Court

• আমার মক্কেল শ্যামল মণ্ডল, পিতা–তারাপদ মণ্ডল ইং ১০/১২/২০২০ তারিখে সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ৪৫২৭ নং আমমোক্তার পাঁচু মণ্ডল–এর নিকট হইতে ২ শতক জমি খরিদ করেন।

মৌজা–বেনেবউ, এল আর–৮৪৯ নং দাগে এল আর–৩২৬ নং খতিয়ানে জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন। কেস নং MN/2024/1615/21882, যদি কারো আপত্তি থাকে ৩০ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Madhury Mistry
Advocate
Calcutta High Court

• আমার মক্কেল ফারহিন নাজ ইং ০৫/১০/২০২১ তারিখে সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ৫৯৮১ নং আমমোক্তার মহম্মদ সামসুদ্দিন–এর নিকট হইতে ৪ শতক জমি খরিদ করেন।

মৌজা–রামপুর এল আর–১৭০৫ নং দাগে এল আর–৭৮১, ৫২৬ নং খতিয়ানে জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন। কেস নং MN/2024/1615/22192, 23006, যদি কারো আপত্তি থাকে ৩০ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Madhury Mistry
Advocate
Calcutta High Court

• আমার মক্কেল ১. ফারহান রাজা, ২. রিজওয়ান খাতুন ইং ০৩/০৮/২০২২, ১৬/০৮/২০২২, ০৮/০৪/২০২৩, ৩০/০৫/২০২৩, ২৪/১১/২০২৩ তারিখে সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ৬৬৫৯, ৭০১৬, ২৯৬৬, ৪৩৭১, ৯২২৯ নং আমমোক্তার মহিউদ্দিন সর্দার–এর নিকট হইতে ১০২ শতক জমি খরিদ করেন।

মৌজা–রামপুর এল আর ১৭০৫, ১৭০৭, ১৭১১, ১৭৪৮ নং দাগে এল আর ৩২, ১৬০১, ১৫৪৯, ১৩৮১ নং খতিয়ানে জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন। কেস নং MN/2024/1615/21890, 22085, 22346, 22073, 21892, যদি কারো আপত্তি থাকে ৩০ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Madhury Mistry
Advocate
Calcutta High Court

আরও শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন ১০–এর পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল, শ্রী প্রভাস সরকার, পিতা ব্রজেন্দ্র সরকার, সাং–সূর্য্যপুর, থানা–টিটাগড়, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, কোল–৭০০১২১, গৌরচন্দ্র দাস, পিতা–সুরেন দাস, সাং–বড় কাঁঠালিয়া, থানা–টিটাগড়, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা এর নিকট থেকে সাব কোবালা দলিল নং ৫৯৩৩, তাং ১৭/০৫/২০০৬ ইং মূলে খরিদ করে। উক্ত তপশীলভুক্ত সম্পত্তি গৌরচন্দ্র ৩১৩৪/০৪ নং সাব কোবালা দলিল মূলে শুকুর আলি মল্লিক, পিতা বাদল মল্লিক এর পক্ষে নিযুক্তিয় আমমোক্তার সমর কিঙ্কর দে, পিতা খগেন্দ্র দে, সাং–গনেশপুর, থানা–টিটাগড়, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, আমমোক্তার দলিল নং ৫০২/০৩ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থানা টিটাগড় এ.ডি.এস.আর ব্যারাকপুরের সূর্য্যপুর মৌজায় জে.এল. নং ১৪, আর.এস.৭৩৫ নং খতিয়ানে ১৪৬ নং দাগে ২ কাঠা ৫ ছটাক ৩ বর্গফুট জমি ক্রয় করিয়া মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এতদবিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল এন্ড এল.আর.ও অফিসে প্রমাণাদি সহ আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিশ্বজিৎ সাহা
অ্যাডভোকেট,
বারাসাত জাজেস কোর্ট

• জেলা: উঃ ২৪ পরগনা মোকাম বিধাননগর সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত

টি.এস. নং–২৮৪/২০২১

বাদী:–

শ্যামাশ্রী রায়, স্বামী–সত্যজিৎ রায়, সাকিন–৫, মহাজাতি নগর, এম.বি.রোড. পোঃ–বিরাটী, থানা–এয়ারপোর্ট, কোলকাতা–৭০০০৫১, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা,

বনাম

বিবাদী:–

১. মেসার্স টাফউড রিয়েল এস্টেট প্রাঃ লিঃ, যাহার কার্য্যালয় ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং ২ই, ১৭৮ এম. বি. রোড, পোঃ বিরাটী, থানা–নিমতা, কোল–৫১, জেলা–উঃ ২৪ পঃ

২. প্রশান্ত সিংহ, পিতা–ধিরা প্রসাদ সিংহ, সাং–কৈলাশ এ্যাপার্টমেন্ট, ১৭৮ এম. বি. রোড, পোঃ বিরাটী, থানা–নিমতা, কোল–৫১, জেলা–উঃ ২৪ পঃ

৩. বিক্রম পিল্লাই, পিতা–মৃত বিজয় পিল্লাই, সাং–২১৪, এ.পি.সি. রায় রোড, পোঃ বিরাটী, থানা–নিমতা, কোল–৫১, জেলা–উঃ ২৪ পঃ

৪. দেবর্ষি নন্দী, পিতা–শ্যামল কুমার নন্দী, সাং–১০/৫বি, পোঃ–গোবিন্দ খাতিক, পিন–৭০০০৪৬

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বাদী তাহার জেলা–উঃ ২৪ পরগনা, থানা–এয়ারপোর্ট, মোজা–বিশরপাড়া, জে.এল.নং ০৫, এল.আর.দাগ নং ৯৫৮/১৫১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫০৩, হোল্ডিং নং ৩২৪, বিশরপাড়া রোড স্থিত কমবেশী ০৮ কাঠা ০৫ ছটাক ২২ বর্গফুট জমির উপর বহুতল ইমারত নির্মানকে কেন্দ্র করিয়া উক্ত বিবাদীগনের বিরুদ্ধে বিধাননগর সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালতে উক্ত টি.এস.২৮৪/২০২১ নং মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছে, উক্ত মোকর্দ্দমায় ১ ও ৩ নং বাদী মেসার্স টাফউড রিয়েল এস্টেট প্রাঃ লিঃ ও বিক্রম পিল্লাই–এর কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত টি.এস. মোকর্দ্দমায় নিজে বা কোন উকিল বাবুর মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি হইয়া নিস্পত্তি হইয়া যাইবে।

আদেশ অনুসারে,
প্রিয়নাথ চ্যাটার্জ্জী, সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন)
আদালত, বিধাননগর,
জেলা–উঃ ২৪ পরগনা,
কলি: ৭০০০৯১

• জেলা– উত্তর ২৪ পরগণা। মোকাম অতিরিক্ত জেলা জজ (থার্ড ফাস্ট ট্র্যাক) আদালত বারাসাত। কেস নং– ম্যাট স্যুট নং–১০৪৮/২০২৩ লক্ষ্মী রায় (সাউ), স্বামী– সায়ন রায়, পিতা– দীপক সাউ, সাং– রঘুনাথপুর উত্তরপাড়া, পোঃ– রঘুনাথপুর, থানা– বাগুইআটি, জেলা– উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা–৭০০০৫৯।

... বাদী

বনাম

সায়ন রায়, পিতা– অনিন্দ সুন্দর রায়, সাং– ৫ নং পান্নাঝিল, নেতাজী পল্লী, পোঃ– ন'পাড়া, থানা– দত্তপুকুর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা–৭০০১২৫। ... বিবাদী

এতদ্বারা অবগত করা যাইতেছে উপরোক্ত বাদী অত্র আদালতে হিন্দু বিবাহ আইনের 13 (ia) ধারা মতে বিবাদীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। এক্ষনে বিবাদীকে অবগত করা যাইতেছে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত প্রতিনিধি মারফৎ উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত কারণ দর্শাইবেন, অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে, রঞ্জিত সাহা, বেঞ্চ ক্লার্ক, মোকাম অতিরিক্ত জেলা জর্জ (থার্ড ফাস্ট ট্র্যাক) আদালত বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল ১) আজাদ আনসারি, ২) শাহনওয়াজ আনসারি, ৩) সেহজাদা আনসারি, সর্ব পিতা জাকির হুসেন, সাং চিংড়ি তালাব, কামারহাটি, পোঃ– কামারহাটি, থানা বেলঘরিয়া, কোল ৭০০০৫৮। ১) আব্দুল গফফার গাজী, ২) আব্দুল মান্নাফ গাজী, ৩) আব্দুল সামাদ গাজী সর্ব পিতা আব্দুল হামিদ গাজী, ৪) মেহবুব গাজী, পিতা আব্দুল মান্নাফ গাজী, দের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তারদ্বয় ১) করম আলি, পিতা–নুর মহম্মাদ, ২) আলমঙ্গীর আলি, পিতা আসরাফ আলী, এ.ডি.এস.আর ব্যারাকপুর অফিসে ০৫.০৭.২০২২ তারিখে ১৫০৫০৪৩৪৭ নং দলিলে আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া, থানা–টিটাগড়, এ.ডি.এস.আর. ব্যারাকপুর মৌজা নাভরন্ড জে এল নং ১৫, রে সা নং ২৯, হাল তৌজি নং ১৩৫, এল আর খতিয়ান, আর. এস. ও এল. আর ৭০৫ বর্গফুট ও এল আর ৭৭৩, ৭৭৪ নং ৭০৩ নং দাগে ২ কাঠা ৯ ছটাক ৩০ বঃফুঃ ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭ নং দাগে ৭ কাঠা ৬ ছটাক ১৫ খতিয়ান, আর.এস.ও এল.আর বর্গফুট মোট ১০ কাঠা জমি ০৫২৮৩ নং দলিলে খরিদ করিয়া মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে প্রমানাদি সহ আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিশ্বজিৎ সাহা, এ্যাডভোকেট,
বারাসাত জাজেস কোর্ট

• জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। মোকাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত ব্যারাকপুর

মিস কেস নং– ৮৮/২০২৪

শ্রী রাজেন্দ্র সাউ, পিতা– স্বর্গীয় কালি প্রসাদ সাউ, সাং–১৬, নিয়োগী পাড়া রোড, পোঃ ও থানা– বরানগর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা–৭০০০৩৬।

... আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী তার স্ত্রী স্বর্গীয় চিনু সাউ, স্বামী– শ্রী রাজেন্দ্র সাউ, সাং–১৬, নিয়োগী পাড়া রোড, পোঃ ও থানা– বরানগর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা– ৭০০০৩৬। এর দ্বারা ত্যক্ত পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, আলমবাজার–এ গচ্ছিত অর্থ যাহার এ্যাকাউন্ট নং–০০১১৩০১০৩৬০৮৫২ মং ১৭,৮৬৩.৫১ টাকা এবং এ্যাকাউন্ট নং– ০১১৩০৫০০৭৮৮১ মং ৫,২৮,৯২১.০৩ টাকার প্রাপ্তি স্বীকারের উক্ত আদালতে মিস কেস দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ উপযুক্ত প্রমাণ লইয়া বক্তব্য পেশ করিতে পারিবেন নচেৎ আবেদনকারীর পক্ষে একতরফা মতে শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে
দীপক বড়ুয়া, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
30.07.24

• In the Court of F.T.C. 1st at Barrackpore

MAT Suit No. 956/2021

U/s 13(1) of Hindu Marriage Act

পম্পা দাস চ্যাটার্জী, স্বামী– টুবাই চ্যাটার্জী, পিতা– বঙ্কিম প্রসাদ দাস, নিবাস– ৩/৪৭, মহাজাতি নগর, ব্লক নং–১, উত্তর দমদম, বিরাটি, এয়ারপোর্ট, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৫১।

... দরখাস্তকারী

বনাম

টুবাই চ্যাটার্জী, পিতা– মানিক চ্যাটার্জী, নিবাস– শক্তিগড়, বিরাটী, নিমতা, পুলিশ ষ্টেশন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলিকাতা–৭০০০৫১।

... বিবাদী

এতদ্বারা বিবাদী টুবাই চ্যাটার্জীকে জানানো যাইতেছে যে এ আপনার স্বামী আপনার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে। ইহাতে আপনার বা কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অথবা পরবর্তী শুনানীর দিন 13.08.24 তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি জানাইবেন, নচেৎ মামলাটি একতরফা শুনানী হইয়া নিস্পত্তি হইয়া যাইবে।

আদেশানুসারে
সরমা রায়, সেরেস্তাদার, ব্যারাকপুর এফ.টি.সি আদালত ১ম ব্যারাকপুর

বিজ্ঞপ্তি

লিগ্যাল নোটিশ

• এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল জেলা উঃ ২৪ পরগনা, থানা রাজারহাট, মৌজা রেকজোয়ানী, জেএল নং ১৩, এলআর খতিয়ান ২৮৪৮ নং ভুক্ত এলআর ৩০৬/১৭৪০ নং দাগে কমবেশি ১১ শতক জমি সাং নৈপুকুর (নিদান ডাইগোনেস্টিক এর নিকট), থানা রাজারহাট, কোলকাতা– ৭০০১৩৫, জেলা উঃ ২৪ পরগণা নিবাসী ৺নন্দলাল দত্ত মহাশয়ের পুত্র/কন্যা/পুত্রবধূ/নাতি/নাতনি নিমাইচাঁদ দত্ত, মদন দত্ত, রতন কুমার দত্ত, সাধন কুমার দত্ত, নারায়ণ দত্ত, লক্ষ্মী দে, মমতা দাস, সরস্বতী সাহা, লক্ষ্মী দত্ত এবং সমর দে, সোমা বোস দিং নিকট হইতে খরিদ করিবার জন্য মনস্থির করিয়াছেন। যদি কাহারও কোন রকম আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় সর্বপ্রকার দাবী অগ্রাহ্য হইবে।

আজিম আলি, অ্যাডভোকেট
বারাসাত জাজেস কোর্ট, উত্তর ২৪ পরগণা। ফোন নং ৯৮৩১৭৮৪৬১৩

• এতদ্বারা সর্বসাধারনকে অবগত করা হইতেছে, আমার মক্কেল আনোয়ার হোসেন, পিতা আইনুল হক, সাং যাত্রাগাছি, ০৩১১৬/২৪ নং সাফ কোবালা দলিলের ADSR রাজারহাট অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪০১৯/২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা মৌজা ঘূণী, জেএল নং ২৩, দাগ নং ২৮৯৮, ০.৬১ শতক জমির মধ্যে এলআর ২৫৭৮ নং খতিয়ানে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ও ৮৩২ নং খতিয়ানে ০২ ছটাক ২৩ বর্গফুট জমি ক্রয় করেন। আমমোক্তার নিযুক্ত আছেন সাং ও পোষ্ট– হাতিয়ারা, থানা– ইকোপার্ক, নিবাসী মোঃ আব্দুল ওহাব, পিতা এক্তার সরদার, বর্তমানে আমার মক্কেল রাজারহাট BL&LRO অফিসে রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করেছেন, যাহার কেস নং MN/2024/1507/6932, উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কারোর আপত্তি থাকে, তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার একমাসের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় কোনপ্রকার আপত্তি নামঞ্জুর হবে। **মহঃ নাজমূল ইসলাম, অ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট**

• জেলা উত্তর ২৪ পরগনা মোকাম ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশান), আদালত। মিস (প্রবেট) কেস নং ০৯/২০২৪ (প্রবেট)। শিভম সুদন, পিতা মধুসূদন শ্রীবাস্তব, সাং– প্রিমিসেস নং ৪২৭ (পুরাতন ৮২) দমদম রোড এবং পিমিসেস নং ৬৩ এবং ৬৪ দমদম রোড, থানা– দমদম, কলিকাতা– ৭০০০৭৪, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। ...আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আবেদনকারী তাহার প্রয়াত মাতা শ্রীমতী রানী শ্রীবাস্তব এর নিম্ন তপশীল সম্পত্তি যাহা গত ইংরাজী ২০–১১–২০১৭ তারিখে সম্পাদিত উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অত্র কেস দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে জানাইতে হইবে। নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– দমদম হোল্ডিং নং ৪২৬/২, দমদম কাশীপুর রোড, যাহার ওয়ার্ড নং ২২, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি, যাহার মৌজা বাগজোলা, জেএল নং ২১, আরএস নং ৬৮, খতিয়ান নং ১৭৩, ৭৫ এবং ১৫৯ (মূল খতিয়ান নং ৪২ এবং ৯৬) দাগ নং ৩৩০১ (সিএস নং দাগ ৮০১) পুরাতন টালির শেড ঘর এবং অন্যান্য ৫০০ বর্গফুট আরটি শেড, অবিভক্ত ০৬ কাঠা ০৮ ছটাক এবং একই মৌজায় অর্থাৎ বাগজোলা মৌজায় যাহার জেএল ২১ অবিভক্ত ০৯ কাঠা ০৬ ছটাক অর্থাৎ কমবেশী ১৫.৫০ শতক এবং যাতায়াতের রাস্তাভুক্ত সম্পত্তি যাহার চার চৌহদ্দি যথাক্রমে উত্তরে দমদম রোড, দক্ষিণে আরএস দাগ নং ৩৩০২, পূর্বে আরএস দাগ নং ৩৩০৩ এবং ৩৩০৬, পশ্চিমে বাকী থাকা আরএস ৩৩০১ নং যাহা সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির ২২নং ওয়ার্ডভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে।

অনুমত্যানুসারে
দীপক বড়ুয়া, সেরেস্তাদার
Civil Judge Junior Divisional
1st Court, Barrackpore
North 24 Parganas

আজকাল
শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

Gourima Ad Agency
Proprietor: Supriya Mukherjee
1/A, Taki Road, Champadali More, Barasat, Kolkata-700 124,
Contact: 7605871512/7044631866.

T. N. ADVERTISING & SONS
24/8, BANAMALIPUR ROAD (EAST)
BARASAT, NORTH 24 PGS.
Prop. ANTARA SARKAR- 98364 60700

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল ১. সুস্মিতা মালিক, ২. শ্যামল মালিক, ৩. রাজকুমার মিস্ত্রি, ৪. লালন কুমার, ৫. রাজ কিশোর শর্মা ইং ২৩/০৪/২০১১ তারিখে কোলকাতা রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ২২১৮ নং মৈনাখ সেনের পক্ষে অদিতি সেনকে ২০ কাঠা জমির মধ্যে ⅓ অংশ আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। অদিতি সেন দিগের কাছ থেকে ২০ কাঠা জমি খরিদ করিয়া বিভিন্ন প্লটে আবেদনকারীদের ৬ কাঠা ৯ ছটাক ২২ বর্গফুট জমি বিক্রয় করেন।

মৌজা– জয়কৃষ্ণ চিয়ারি, এল আর ১৫৬ নং দাগে এল আর ৩৮৮ নং খতিয়ানে জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন। কেস নং MN/2024/1615/21182, 21183, 21252, 21187, 21188, যদি কারো আপত্তি থাকে ৩০ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Madhury Mistry
Advocate
Calcutta High Court

• আমার মক্কেল দীনেশ হালদার, পিতা– সত্য হালদার, ইং ১৮/০৮/২০২৩ তারিখে সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ৬৯৯৬ নং আমমোক্তার সঞ্জীব হালদার–এর নিকট হইতে ৫ শতক জমি খরিদ করেন। মৌজা– রাধানগর, এল আর–১৪৯৩ নং দাগে এল আর ৬৬৫, ৬৬৫/১, ৬৬৮, ৬৭৮, ৬৭৬ নং খতিয়ানে জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন। কেস নং MN/2024/1615/22618, যদি কারো আপত্তি থাকে ৩০ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Madhury Mistry
Advocate
Calcutta High Court

• আমার মক্কেল ১. ওয়ারিশ সরদার, ২. প্রিয়াঙ্কা সরদার, ইং ২৬/১১/২০১৮, ২৯/১১/২০১৮, ০৭/০১/২০১৯, ২১/০১/২০১৯, ২৫/০১/২০১৯ তারিখে রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তরপ্রদেশ গোরক্ষপুর, আসানসোল রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ৬১, ১৭১, ০৫, ২১, ১৮ নং আমমোক্তার সুজিত কুমার সরদার–এর নিকট হইতে ৬.৪১ শতক জমি খরিদ করেন।

মৌজা– বারহাঁস ফরতাবাদ, এল আর ২২৪ নং দাগে এল আর ১২০, ৩৫৯ নং খতিয়ানে জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন। কেস নং MN/2024/1615/20841, 20842, যদি কারো আপত্তি থাকে ৩০ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Madhury Mistry
Advocate
Calcutta High Court

• আমার মক্কেল ১. তপন কুমার মণ্ডল, ২. সন্তোষ কুমার মণ্ডল, ৩. স্বপন কুমার মণ্ডল, ৪. সমীর কুমার নাগ, ৫. অজয় কুমার নাগ, ৬. রূপা নাগ, ৭. নীলকান্ত দাস, ৮. নমিতা দাস, ৯. সনৎ মণ্ডল, ১০. প্রদীপ দাস, ১১. তৃপ্তি কুমার দাস। মুরারী কুমার মুখার্জী, ত্রিদিব মুখার্জী দিগকের পক্ষে আলিপুর রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ১৯৯৮ সালে ৩৮৭ নং দলিল মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত হন, ১৯৯৫ সালে আলিপুর রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ১৮০ নং দলিল মূলে সুব্রত মুখার্জীর পক্ষে সুচিৎ রঞ্জন মুখার্জী ও ১৯৭৩ সালে আলিপুর রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ১১০৬ নং দলিল মূলে কমলা মুখার্জী, শ্রাবণী মুখার্জী দিগের পক্ষে সুচিৎ রঞ্জন মুখার্জী আমমোক্তার নিযুক্ত হন। উক্ত দলিল থেকে ১০ কাঠা ৮ ছটাক বিভিন্ন মূলে খরিদ করা হইয়াছে।

মৌজা– পশ্চিম নিশ্চিন্দপুর, এল.আর ৩০৭, ৩০৫, ৩০৬ নং দাগে এল আর ৩০২, ৪৫০, ৫০৪, ৪৯০, ৩৪৩ নং খতিয়ানে জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন। কেস নং MN/2024/1615/8213, 8214, 8215, 8216, 8218, 8217, 8219, 10399, 9844, 8503, 8507, যদি কারো আপত্তি থাকে ৩০ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Madhury Mistry
Advocate
Calcutta High Court

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে ২৫.০২.২০১৫ তারিখে ঝাড়খণ্ড জেলা সান রেজিস্ট্রি রাঁচি অফিসে সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল নং ১৩৬৭/২৩৬, ১৩৬৫/২৩৪ এবং ১৩৬৪/২৩৩ এর মাধ্যমে কোলকাতা সম্পত্তির মালিকগন যথা ১) শ্রীমতি সমহিতা বাগচী ২) সৌমিত্র চ্যাটার্জি ৩) শ্রীমতি সংযুক্তা মুখার্জি ৪) শ্রীমতি সুদিপ্তা ব্যানার্জি উঁহাদের পক্ষে শ্রীমতি তাপতি চক্রবর্তী, স্বামী – স্বর্গীয় নিরমল চক্রবর্তী কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং ১৭.০৫.২০১৯ তারিখে A.R.A. III. কলকাতা রেজিস্ট্রি অফিসে সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত ০২২৭০/২০১৯ ও ০২২৭১/২০১৯ নং দলিল দ্বয় দ্বারা মালিকগন যথা ১) শ্রীমতী তৃপ্তি মুখার্জি ২) শ্রী প্রতাপ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৩) শ্রীমতী সিকৃতি চ্যাটার্জি এবং ১) শ্রীমতী সিক্তা মুখার্জি ২) শ্রীমতী পূর্বা ভট্টাচার্য ৩) শ্রী পারথ সারথী মুখার্জি পক্ষে সঞ্জয় মুখার্জি, পিতা স্বর্গীয় হরনাথ মুখার্জিকে কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উপরিউক্ত মালিকগন তাহাদের এটর্নি দ্বয় এর মাধ্যমে ইংরাজি ৩০.১০.২০২৩ তারিখে D.S.R - II, আলিপুর, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৬০২১৫৬৫৮/২০২৩ নং দলিলমূলে প্রেমিসেস নং ৫৫/এ/২, কায়স্থ পাড়া মেন রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৮, সি.এস.দাগ নং ৩৪১১(পি), খতিয়ান ৩৭৩, কেএমসি ওয়ার্ড-১০৬ এ অবস্থিত জমির অবিভক্ত ৩/৭ অংশ যাহার পরিমাণ কমবেশি ৩ কাঠা, ১০ ছটাক এবং ৬ বর্গফুট আমার মক্কেল শ্রী সঞ্জয় ঘোষের অনুকূলে হস্তান্তর করেছেন, উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন অন্যথায় উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেলের নামে রেকর্ডভুক্ত হইবে।

মহম্মদ শাহিদ ,অ্যাডভোকেট
কলিকাতা হাই কোর্ট মোঃ ৯৩৩৯৩০৪০৮৯

বিজ্ঞপ্তি

• মোকাম ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত মিস কেস- ৯৫/২০২৩ (সাকসেশন)

দরখাস্তকারী: শ্রী সুজিত খেতান
পিতাঃ মৃত রাম গোপাল খেতান
ঠিকানাঃ রামনগর বেরাবেরি
পোঃ -রাজারহাট গোপালপুর
পুলিশ স্টেশন: নারায়নপুর
জেলা: উত্তর চব্বিশ পরগণা পিন- ৭০০১৩৬

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী শ্রী সুজিত খেতান, পিতাঃ মৃত রাম গোপাল খেতান, ঠিকানা- রামনগর বেরাবেরি, পোঃ- রাজারহাট গোপালপুর, পুলিশ স্টেশন -নারায়নপুর, জেলা উত্তর চব্বিশ পরগণা, পিন- ৭০০১৩৬, সাং উপরোক্ত এর ত্যক্ত ও প্রাপ্য মোট ১০০ পরিমাণ শেয়ার ও বোনাস সহ (শেয়ার সার্টিফিকেট নম্বর- ০০০৪০২৫৮), (ডিসটিনক্টিভ নম্বর- ০০০৯৯৯৪১১১ থেকে ০০০৯৯৯৪২১০) টাটা ই.এল.এক্স. এস.আই (ভারত) লিমিটেড -এ গচ্ছিত সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে উক্ত নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে যদি কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইবেন অন্যথায় দরখাস্তকারী বরাবর উপরোক্ত সাকসেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।

অনুমত্যানুসারে
দীপক বড়ুয়া সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

• এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতাছে যে আমার মক্কেল প্রতিমা রায় স্বামী হরিপদ রায় সাং বিবেকানন্দ পল্লী, থানা বারুইপুর দঃ ২৪ পরগনা বিগত ইংরাজি ২৭,০৬,২০২৪ সালে দুধনই মৌজায় খতিয়ান নং ২৫৩ দাগ নং ৯৬৪ জে এল ১০৭ ,২৭ শতক জমি ১০৩৭৪ রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে আমমোক্তার বিপ্লব মিত্র নিকট হইতে ক্রয় করি , এক্ষণে আমি উক্ত জমিটির আমার নাম BLRO তে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেছি (CASE NO-MN/2024/1601/10933) শুনানির তারিখ ১৪-০৮-২০৪.

Niranjan Dey (Advocate)
Baruipur Court.

General Notice

IN THE CITY CIVIL COURT AT CALCUTTA
BEFORE THE LD. VI BENCH
Order V Rule 20
Commercial Suit No. 27 of 2022

Super Smelters Limited, an existing company within the meaning of the Companies Act, 2013 having its registered office at Premlata Building, 39 Shakespeare Sarani, 3rd Floor, Kolkata - 700017, West Bengal, India.

...Plaintiff

-Vs-

1. Kalimata Builders, a proprietorship concern represented by its sole proprietor Mr. Uday Chand ghosh having its address at Nayasarai, P.S. Mogra, Hooghly - 712513, West Bengal.
2. RPSK Steels Private Limited, being a private limited company within the meaning of the Companies Act, 2013, and having its registered address at Swastik Enclave, B1-C, 1st Floor, Room No. - 105, 7, Ganpat Bagla Road, P.S. Burrabazar, Kolkata - 700007, West Bengal.

...Defendants

To
Kalimata Builders

WHEREAS: the abovementioned Plaintiff has filed the Commercial Suit on 07.07.2022 before the aforesaid Court under the Provision of Order IV of Civil Procedure Code, 1908 suit for recovery of Rs. 6,62,918/- (Rupees Six Lakh Sixty Two Thousand Nine Hundred And Eighteen Only) against Kalimata Builders.

Notice hereby given that any person having any interest in the above named Commercial Suit No. 27 of 2022 may appear in the court of Ld. VI Bench, City Civil Court, Calcutta on 09th day of September 2024 at 10.30 A.M. either in person or through agent and may filed objection if any there against. In default the application will be heard and determined exparte in accordance with law.

By Order
Chief Administrative Officer
City Civil Court, Calcutta

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
WEST BENGAL
KRETA SURAKSHA BHAWAN, (Ground Floor), 11A, MIRZA GHALIB STREET, KOLKATA- 700 087

NOTICE

To
MISS AINDRILA MAJUMDER, Daughter of Late Ashim Majumder, residing at 14/E, Nabalia Para Road, CMR-123, Behala, Post Office: Barisha, P.S.- Behala, Kolkata- 700008
(Opposite Party No. 4)

Whereas **MR. BINOY KRISHNA BANERJEE has instituted a Complaint Case being No. CC/221/2020 against you.**

Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench-II of this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the 13th day of September 2024 at 10:30 O'clock in the forenoon failing which the case will be heard and considered in your absence.

Given under my hand and seal on behalf of the Commission, this 07th day of August, 2024

Sd/- By Order
Registrar
State Consumer Disputes Redressal Commission

ডাক্তারদের কর্মবিরতি

● ১ পাতার পর

মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, 'প্রকৃত দোষীকে সর্বোচ্চ সাজা দিতে হবে। হাসপাতালে কাজের পরিবেশ বজায় রাখতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।' আর জি করের জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের দাবিকে সমর্থন করেছে দিল্লির এইমস–এর রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, চণ্ডীগড়ের অ্যাসোসিয়েশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টরস, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন–সহ একাধিক সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠন। ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশনের তরফে রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি পাঠিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স, ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি, দি অ্যাসোসিয়েশন সার্জেনস অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য শাখা–সহ বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠন। অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া, হাসপাতালে চিৎকিসকদের নিরাপত্তা জোরদার করার আবেদন নিয়ে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়েছে প্রোটেক্ট দি ওয়ারিয়রস। আর জি করের ঘটনার প্রভাব রাজ্যের অন্যান্য হাসপাতালেও পড়ে।

উদ্বিগ্ন ফিরহাদ

আজকালের প্রতিবেদন: আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শনিবার মেয়র বলেন, 'আমার মেয়েও ডাক্তার। শুধু আমার মেয়ের জন্য নয়, প্রতিটি মেয়ে ডাক্তারেরই আমি বাবা। এই ঘটনায় আমি খুব উদ্বিগ্ন। আমার মেয়েকেও নাইট ডিউটি করতে হাসপাতালে যেতে হয়। শুধু আমার মেয়ে নিয়েই নয়, সব মেয়েকে নিয়েই আমি চিন্তিত। যা ঘটেছে তা অসহনীয়। আমিও খুব চিন্তায় রয়েছি। অত্যন্ত দুঃখের এবং কষ্টের। যে কোনও ক্রিমিনালকেই শক্ত হাতে দমন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে অপরাধীদের। কামদুনির মতো এখানেও শক্ত হাতে তদন্ত করা হবে। নৃশংস ঘটনা। এই চিকিৎসকেরা আমাদের প্রাণ বাঁচান। তাঁকে এমন নৃশংস ভাবে খুন হতে হল! পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। কড়া আইনে আদালত অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে। কোনও অভিযুক্ত ছাড় পাবে না।

আর জি কর: রাজনৈতিক দলের প্রবেশে আপত্তি পড়ুয়াদের

আজকালের প্রতিবেদন

মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার দিনভর ধুন্ধুমার হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এদিন সন্ধ্যায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি ও পড়ুয়াদের জেনারেল বডির বৈঠক শুরু হলে তা একপ্রকার ভেস্তে যায়। হাসপাতালের পিজিটি এবং পড়ুয়ারা সব দাবি মেনে নিতে পারেননি। যে বিল্ডিংয়ে বৈঠক হচ্ছিল, সেখানকার বিদ্যুৎ সরবরাহ আচমকাই বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। বিকেলের পর ফের বিক্ষোভ শুরু হয় হাসপাতালে।

এদিন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের আন্দোলনকারীদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকদের ধস্তাধস্তি হয়। পাল্টা এক পুলিশ কর্মীও দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা তাঁদেরও মারধর করেছেন। কয়েকজনকে আটক করা হলে তাঁদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। আর জি কর ও অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বাধে। ব্যারিকেড ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা। হাসপাতালে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যেই পৌঁছান সিপিএম–এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। চিকিৎসক খুনের প্রতিবাদে কংগ্রেস, ডিওয়াইএফআই, এসএফআই–এর তরফে প্রতিবাদ জানানো হয়। কংগ্রেস বিক্ষোভ দেখাতে ঢুকতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ। আর জি করের আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের দাবি তাঁরা বিক্ষোভ, প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। আর জি করের আন্দোলনকারী পড়ুয়া, জুনিয়র চিকিৎসকরা দাবি করেন তাঁরা নিজেদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বহিরাগত কাউকে শামিল হওয়ার অনুমতি দিতে চান না। ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (উত্তর) অভিষেক গুপ্ত বলেন, 'আর জি করের আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করছিল। এরই মধ্যে একদল বহিরাগত চলে আসে। তখন আর জি করের আন্দোলনকারীরা জানান, যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বহিরাগত। এর ফলে দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। তখন পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। পুলিশ বহিরাগতদের আর জি কর চত্বর থেকে চলে যাওয়ার জন্য আবেদন জানায়। কারণ আর জি করের আন্দোলনকারীরা বাইরের কাউকে নিজেদের আন্দোলনে শামিল করতে চাইছেন না। তখন ওই বহিরাগতরা পুলিশের ওপর চড়াও হয়, হেনস্থা করে। হাতাহাতিতে দু'জন পুলিশ আহত হন। তা সত্ত্বেও পুলিশ শান্তিপূর্ণভাবে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।' এদিন দফায় দফায় বিক্ষোভ চলে। বহিরাগত আন্দোলনকারীদের আটকাতে পুলিশ সফল হয়। মেন গেট ও হাসপাতাল জুড়ে পুলিশের কড়া পাহারা রয়েছে।

এদিকে, আন্দোলনকারী চিকিৎসক আর্য গোস্বামী সাংবাদিকদের রাতে বলেন, 'আমরা আলোচনা করে আগামী দিনে যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হবে তা সম্মিলিতভাবে আমরা জানাবো। আন্দোলনে শুধু ডাক্তার নয়, নন মেডিক্যাল ব্যাক্তিদেরও স্বাগত। যদি তারা নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দল ছাড়া পাশে দাঁড়ায় ঠিক আছে। স্বাস্থ্য কর্মী হোক না হোক মানবিকতার দিক থেকে পাশে দাঁড়ালে সকলকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের এই আন্দোলন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং তাই থাকবে।'

আড়াই মাসে দিনে আড়াই কোটির কাজ হয়েছে: অভিষেক

গৌতম চক্রবর্তী

প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। বিষ্ণুপুরের আমতলায়, শনিবার। ছবি: প্রতিবেদক

নির্বাচন পরবর্তী আড়াই মাসে আড়াই কোটি টাকার কাজের হিসেব দিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। বললেন এটাই ডায়মন্ড হারবার মডেল।

শনিবার প্রথম প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে প্রায় ১৪৫ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন তিনি। আমতলা অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখিও হন। বলেন, এদিন প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে জল, রাস্তা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে। জেলাশাসক–সহ সরকারের বিভিন্ন আধিকারিক, পুলিশ আধিকারিক এবং দলের জনপ্রতিনিধিরাও ছিলেন এদিনের বৈঠকে। বলেন, বৈঠকে ৭০ কোটি টাকার কাজের শিলান্যাস করা হয়েছে। ৭৫ কোটি টাকার কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। দেখতে গেলে দিনে আড়াই কোটি টাকার কাজ হয়েছে। এটাই হল ডায়মন্ড হারবার লোকসভার বৈশিষ্ট্য। এদিন তিনি লোকসভা নির্বাচনে পক্ষে বা বিপক্ষে যে ভোট দিয়েছে সবাইকেই ধন্যবাদ জানান। বলেন, বৈঠকে স্বাস্থ্য নিয়ে, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সাব–সেন্টার নিয়ে কিছু অসুবিধা জানা গেছে। সেটা দেখা হচ্ছে গুরুত্ব সহকারে।

তাঁর কথায় দলের দুর্নীতি রুখতে একটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কারণ সাতগাছিয়া, মহেশতলা থেকে কিছু অভিযোগ এসেছে। দলের নাম করে ও পদ ব্যবহার করে শাসানোর প্রবণতা অনেক জায়গায় দেখা দিয়েছে। ঠিকাদার বা নীচুতলার মানুষদের কাছে টাকা চাইলে, ভয় দেখালে সেটা রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেবেন। এর জন্য হোয়াট্সঅ্যাপ চ্যানেল করা হয়েছে। পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা নেবে। অভিযোগ যাচাই করবে পুলিশ। সঠিক হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভুল হলে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন আর জি করের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 'মর্মান্তিক। আমার ব্যক্তিগত মত এসব মানুষের সমাজে বাঁচার অধিকার নেই। দ্রুত বিচার করে শাস্তি দেওয়া দরকার। সাত বা দশ দিনের মধ্যে বিচার হবে না কেন? ধর্ষকের কোনও জাত হয় না। সে পুলিশ হোক বা ইঞ্জিনিয়ার কিংবা শ্রমিক। বলেন, হাসপাতালগুলোতে রাতে মানুষের অবাধ যাতায়াত আটকাতে হবে। রাত দশটার পরে কেন সিভিক ভলান্টিয়ার ঢুকবে? রাত দশটার পরে ডাক্তার, রোগী ছাড়া কেউ থাকবে না। এদিন তিনি জানান,একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে দেওয়া কথা অনুসারে দলের সংগঠনের নেতৃত্বের পরিবর্তন করা হবে।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Indian Overseas Bank
Good people to grow with

রিজিওনাল অফিস কলকাতা–II
১১৯, পার্ক স্ট্রিট, হোয়াইট হাউস, কলকাতা–৭০০০১৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলামের জনবিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)–এর অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

যেহেতু, **ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক**–এর অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে বিক্রির অধিকার সমেত দখল নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ(গণ) উক্ত বকেয়া পরিশোধে বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় সুদ ও মাশুল সমেত ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' ও 'যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রির প্রস্তাব রাখছেন। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা **https://ebkray.in** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

ক্রম নং	ব্রাঞ্চের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই–মেল আইডি	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা	ক) এনপিএর তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ঘ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ঙ) দখল বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক চ) সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত অনাদায়ী বকেয়া	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষণ মূল্য ইএমডি বিড বাড়ানোর মূল্য	অনুমোদিত আধিকারিকের নাম ও ফোন নম্বর
১	**রিটেল মার্ট বাগুইআটি** এইচ/এইচ–১৯/১, মাঙ্গলিক ভবন, ভিআইপি রোড, অশ্বিনীনগর, কলকাতা–৭০০১৫৯ ফোন নম্বর ও ই–মেল আইডি: ০৩৩–২৫৭০ ০০৪৫ 2122retailmart@iob.in	**১) শ্রী শাহনওয়াজ খান (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)**, পিতা– ফারুক খান ৫এ, পটোয়ার বাগান লেন, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা–৭০০০০৯ **২) মিসেস সাদিকা সাহানা (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)**, স্বামী– ফারুক খান ৫এ, পটোয়ার বাগান লেন, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা–৭০০০০৯	ক) ২৪.১০.২০২২ খ) ২৫.১০.২০২২ গ) ₹৪২,০১,১৬৮.০০, ২৪.১০.২০২২ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল ঘ) ১৮.০৩.২০২৩ ঙ) ₹৪৩,৬৪,৬২৮.০০, ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল চ) বর্তমান বকেয়া: ₹৫০,৯৫,৪২২.১৮, ২৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল	নিম্নোক্ত বহুতল বিল্ডিংয়ের বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে দুটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং রুম, একটি কিচেন, একটি বাথ–কাম–টয়লেট, একটি ডব্লিউসি, একটি লফ্ট, একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত ও মার্বেলের মেঝে দেওয়া সামান্য কমবেশি প্রায় ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ও '২সি' নম্বরযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৪/১এফ, রাধানাথ চৌধুরি রোড, পোঃঅঃ– ট্যাংরা, থানা– এন্টালি, কলকাতা– ৭০০০১৫, কলকাতা পুরনিগমের ৫৬ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, এডিএসআর– শিয়ালদা, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীগণ:** শাহনাওয়াজ খান এবং সাদিকা শাহানা। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর:** দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোড; **দক্ষিণ:** ৪ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; **পূর্ব:** ৫/১ এবং ৫/২, রাধানাথ চৌধুরি রোড; **পশ্চিম:** ১২ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ।	₹৪১,৭২,০০০.০০ ₹৪,১৭,২০০.০০ ₹১,০০,০০০.০০	**শঙ্করাকৃষ্ণন পিজি, মোবাইল নম্বর:** ৯৫৪৩৩৭২৯২২
দখলের প্রকৃতি: গঠনমূলক/ প্রতীকী; *স্থানীয় স্বশাসিত সরকারি বকেয়া (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি, বিদ্যুৎবিল ইত্যাদি)–ব্যাঙ্কের জানা নেই; যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: ডিআরটি কলকাতা সমীপে ঋণগ্রহীতা দ্বারা এসএ নং ৩৭৫/২০২৩ মীমাংসাধীন; *বিধিবদ্ধ বকেয়ার তুলনায় ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।						
২	**বারাসত** ৬১/ই, কে এন সি রোড,বারাসত, কলকাতা–৭০০১২৪ ফোন নম্বর ও ই–মেল আইডি: ০৩৩–২৫৬২ ৬৯৬৪ iob2131@iob.in	**১) মেসার্স নিউ মডার্ণ সার্ভিস সেন্টার (ঋণগ্রহীতা)** প্রোপ্রাইটর: মিঃ প্রবীর তালুকদার, সঙ্গীতা অ্যাপার্টমেন্ট, ৪০/৫, যশোর রোড (দক্ষিণ), প্রসাদপুর, ডাকবাংলো মোড়, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১২৪ **২) মিঃ প্রবীর তালুকদার (বন্ধকদাতা)** পিতা– প্রয়াত মণীন্দ্রনাথ তালুকদার, সঙ্গীতা অ্যাপার্টমেন্ট, ৪০/৫, যশোর রোড (দক্ষিণ), প্রসাদপুর, ডাকবাংলো মোড়, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১২৪	ক) ৩০.০৪.২০১৯ খ) ১০.০৫.২০১৯ গ) ₹৭,০৩,১৬৪.০০, ১০.০৫.২০১৯ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল ঘ) ১৪.০৯.২০১৯ ঙ) ₹৭,৫০,১২০.৭৪, ১৪.০৯.২০১৯ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল চ) বর্তমান বকেয়া: ₹১৫,১৯,২৭৬.৭৪, ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল	**সম্পত্তি–১: দোকান নং ১২**–এর সমবন্ধক, মাপ ৩৬ বর্গফুট, একতলায় ফিটিং ফিক্সার সহ ও নীচের **সম্পত্তি 'ক'**–তে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার– **দোকান সীমানা– উত্তর**– ৬ ফুট কমন প্যাসেজ; **দক্ষিণ**– মাতৃময়ী মিষ্টান্ন ভান্ডার বিল্ডিং; **পূর্ব**– দোকান নং ১৪; **পশ্চিম**– দোকান নং ১০। **সম্পত্তি–ক:** বাস্তু জমি ৩ কাঠা, মৌজা– প্রসাদপুর, জে এল নং ৩৯, আর এস নং ২২৯, দাগ নং ৭২, খতিয়ান নং ১৩২, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা– আনোয়ারপুর, এডিএসআরও বারাসত, বারাসত পুরসভা, থানা– বারাসত, হোল্ডিং নং ৪০/৫, ওয়ার্ড নং ৪, যশোর রোড (দক্ষিণ), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **সীমানা– উত্তর**– শ্রীমতী দাস; **দক্ষিণ**– মাতৃময়ী মিষ্টান্ন ভান্ডার বিল্ডিং; **পূর্ব**– দাগ নং ৭৩; **পশ্চিম**– ৩৪ এন এইচ রোড। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী:** মিঃ প্রবীর তালুকদার, ১৭.০১.২০০২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I– ০০৯৬৪। **সম্পত্তি–২: দোকান নং ১৪**–এর সমবন্ধক, মাপ ৩৬ বর্গফুট, একতলায় ফিটিং ফিক্সার সহ ও নীচের **সম্পত্তি 'খ'**–তে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার– **দোকান সীমানা– উত্তর**– ৬ ফুট কমন প্যাসেজ; **দক্ষিণ**– মাতৃময়ী মিষ্টান্ন ভান্ডার বিল্ডিং; **পূর্ব**– সীমানা; **পশ্চিম**– নিজ সম্পত্তি। **সম্পত্তি–খ:** বাস্তু জমি ৩ কাঠা, মৌজা– প্রসাদপুর, জে এল নং ৩৯, আর এস নং ২২৯, দাগ নং ৭২, খতিয়ান নং ১৩২, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা– আনোয়ারপুর, এডিএসআরও বারাসত, বারাসত পুরসভা, থানা– বারাসত, হোল্ডিং নং ৪০/৫, ওয়ার্ড নং ৪, যশোর রোড (দক্ষিণ), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **সীমানা– উত্তর**– শ্রীমতী দাস; **দক্ষিণ**– মাতৃময়ী মিষ্টান্ন ভান্ডার বিল্ডিং; **পূর্ব**– দাগ নং ৭৩; **পশ্চিম**– ৩৪ এন এইচ রোড। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী:** মিঃ প্রবীর তালুকদার, ১২.০৩.১৯৯৮ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I– ৫৯২৪।	সম্পত্তি–১: ₹২,২৯,১২০.০০ ₹২২,৯১২.০০ ₹৫০,০০০.০০ সম্পত্তি–২: ₹২,২৯,১২০.০০ ₹২২,৯১২.০০ ₹৫০,০০০.০০	**কৌশলেন্দ্র কুমার ঝা, মোবাইল নম্বর:** ৮৪৫৮৮৫৫৩৩৫
দখলের প্রকৃতি: গঠনমূলক/ প্রতীকী; *স্থানীয় স্বশাসিত সরকারি বকেয়া (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি, বিদ্যুৎবিল ইত্যাদি)–ব্যাঙ্কের জানা নেই; যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: ব্যাঙ্কের জানা নেই; *বিধিবদ্ধ বকেয়ার তুলনায় ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।						
৩	**চন্দননগর** উর্দি বাজার মেন রোড, চন্দননগর, পিন–৭১২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ ফোন নম্বর ও ই–মেল আইডি: ০৩৩–২৬৮৩ ৬১৭২ iob0649@iob.in	**১) মিঃ উদয় কুমার দে (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** স্বপ্না সদন, দ্বিতীয় তল, ফ্ল্যাট নং ২ (টাইপ–২), সত্যপিরতলা, জি এস দত্ত লেন, হোল্ডিং নং ১৩৮০, ওয়ার্ড নং ২৩, পোঃঅঃ ও থানা– চন্দননগর, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ **২) মিসেস আরতি দে (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** স্বপ্না সদন, দ্বিতীয় তল, ফ্ল্যাট নং ২ (টাইপ–২), সত্যপিরতলা, জি এস দত্ত লেন, হোল্ডিং নং ১৩৮০, ওয়ার্ড নং ২৩, পোঃঅঃ ও থানা– চন্দননগর, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ	ক) ২৯.০৫.২০২৩ খ) ০৮.০৬.২০২৩ গ) ₹২,২৫,৮৩৬.১৮, ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল ঘ) ০৩.১০.২০২৩ ঙ) ₹২,৩৪,০৭৫.১৮, ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল চ) বর্তমান বকেয়া: ₹২,৯০,৭৩০.১৮, ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ফ্ল্যাট নং ২ (টাইপ ২), দ্বিতীয় তল (১ নং ফ্লোর), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৭৩৪ বর্গফুট, বিল্ডিংয়ের নাম 'স্বপ্না সদন অ্যাপার্টমেন্ট', বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৬ কাঠা ৪ ছটাক ১২ বর্গফুট, মৌজা– চন্দননগর, জে এল নং ১, আর এস খতিয়ান নং ৬৯, শিট নং ২২, এল আর খতিয়ান নং ২০২০, ২০২২, ২১১৪ ও ২১১৫, আর এস দাগ নং ৯০ (অংশ), এল আর দাগ নং ১১৫, হোল্ডিং নং ১৩৮০, ওয়ার্ড নং ২৩, সত্যপিরতলা, জি এস দত্ত লেন, চন্দননগর পুরনিগমের এলাকাধীন, থানা– চন্দননগর, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী:** মিঃ উদয় কুমার দে এবং মিসেস আরতি দে। **সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত:** **উত্তর**– মিসেস কৃষ্ণা ধোবার সম্পত্তি; **দক্ষিণ**– পুরসভার ৯ ফুট চওড়া গলি; **পূর্ব**– অংশত মিঃ মান্নার সম্পত্তি, অংশত নন্দিতা চ্যাটার্জির সম্পত্তি এবং অংশত প্রণতি বেরার সম্পত্তি; **পশ্চিম**– মিসেস গীতারানি নন্দনের সম্পত্তি।	₹১০,৫৩,৩৬০.০০ ₹১,০৫,৩৩৬.০০ ₹২০,০০০.০০	**শক্তিধর মোহান্তি, মোবাইল নম্বর:** ৮৯৮৫০৯৫৭৭০
দখলের প্রকৃতি: গঠনমূলক/ প্রতীকী; *স্থানীয় স্বশাসিত সরকারি বকেয়া (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি, বিদ্যুৎবিল ইত্যাদি)–ব্যাঙ্কের জানা নেই; যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: ডিআরটি কলকাতা সমীপে ঋণগ্রহীতা দ্বারা এসএ নং ৪০৪/২০২৩ মীমাংসাধীন; *বিধিবদ্ধ বকেয়ার তুলনায় ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।						
৪	**দমদম পার্ক** পি–৪৫৬, দমদম পার্ক, কলকাতা–৭০০০৫৫ ফোন নম্বর ও ই–মেল আইডি: ০৩৩–২৫৯০ ৭৭১৭ iob0621@iob.in	**১) মেসার্স চন্দ্রিমা এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** প্রোপ্রাইটর: মিঃ চৈতন্য দাস, দোহারিয়া, মিলোনাপল্লী, পোঃঅঃ– গঙ্গানগর, মৌজা– গোপালপুর নোয়াপাড়া, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১৩২ **২) মিঃ চৈতন্য দাস (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** দোহারিয়া, মিলোনাপল্লী, পোঃঅঃ– গঙ্গানগর, মৌজা– গোপালপুর নোয়াপাড়া, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১৩২ **৩) মিসেস পূর্ণিমা দাস (জামিনদার)** দোহারিয়া, মিলোনাপল্লী, পোঃঅঃ– গঙ্গানগর, মৌজা– গোপালপুর নোয়াপাড়া, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১৩২	ক) ৩০.০৬.২০১৭ খ) ০৪.০৫.২০১৮ গ) ₹১৫,৬৬,৮২৬.৫৩, ৩০.০৪.২০১৮ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল ঘ) ২৬.১১.২০১৮ ঙ) ₹১৬,৭৫,৮৩৪.১৮, ২৬.১১.২০১৮ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল চ) বর্তমান বকেয়া: ₹১৭,০৪,৩০০.৩৭, চন্দ্রিমা এন্টারপ্রাইজ–এর অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এবং ₹১৫,৭৭,১১৯.৫৬, চৈতন্য দাস–এর অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে, ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ২১ বর্গফুট জমি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– গোপালপুর নোয়াপাড়া, জে এল নং ৫১, রে সা নং ৫৪, আর এস খতিয়ান নং ১৩৫, এল আর খতিয়ান নং ৪৮৮ (হাল এল আর খতিয়ান নং ১৩২৩), তৌজি নং ১৪৬, দাগ নং ৩৩৮, ওয়ার্ড নং ১৬, হোল্ডিং নং ১৩১/এইচ, মধ্যমগ্রাম পুরসভার এলাকাধীন, থানা– মধ্যমগ্রাম, পোঃঅঃ– গঙ্গানগর, এডিএসআর– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১৩২। **সম্পত্তির মালিকানা** মিঃ চৈতন্য দাস–এর নামে। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি:** **উত্তর**– ৩৩৮ (অংশ) দাগ নং সংবলিত সম্পত্তি; **দক্ষিণ**– ৩৪০ (অংশ) দাগ নং সংবলিত সম্পত্তি; **পূর্ব**– কমন প্যাসেজ; **পশ্চিম**– দাগ নং ৩৩৭।	₹৩০,১২,০০০.০০ ₹৩,০১,২০০.০০ ₹৫০,০০০.০০	**কৌশলেন্দ্র কুমার ঝা, মোবাইল নম্বর:** ৮৪৫৮৮৫৫৩৩৫
দখলের প্রকৃতি: গঠনমূলক/ প্রতীকী; *স্থানীয় স্বশাসিত সরকারি বকেয়া (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি, বিদ্যুৎবিল ইত্যাদি)–ব্যাঙ্কের জানা নেই; যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: ব্যাঙ্কের জানা নেই; * বিধিবদ্ধ বকেয়ার তুলনায় ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।						
৫	**হাবড়া** হোল্ডিং নং ১৩০, জয়গাছি মোড়ের কাছে, যশোর রোড, হাবড়া, পিন–৭৪৩২৬৩, পশ্চিমবঙ্গ ফোন নম্বর ও ই–মেল আইডি: ০৩২১৬–৩১০০৮৮ iob2637@iob.in	**১) মিসেস রিনু দাস (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** স্বামী– মিঃ চঞ্চল দাস, মিতা অ্যাপার্টমেন্ট, সিপিটিএ ব্লক, হৃদয়পুর, কলকাতা–৭০০১২৭ **২) মিসেস শুক্লা দত্ত (জামিনদার)** স্বামী– মিঃ ধ্রুব দাস, মিতা অ্যাপার্টমেন্ট, সিপিটিএ ব্লক, হৃদয়পুর, কলকাতা–৭০০১২৭	ক) ৩০.০৪.২০২১ খ) ২০.০৮.২০২২ গ) ₹১২,৪৮,০৩৭.২৯, ৩১.০৭.২০২২ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল ঘ) ২১.০৩.২০২৩ ঙ) ₹১৩,১৫,২৫০.৪৪, ২৮.০২.২০২৩ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল চ) বর্তমান বকেয়া: ₹১৫,৩৭,৬০৬.১৬, ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল	মিসেস রিনু দাস–এর নামে স্বত্ব দলিল নং I–৩৪৫৬/১৬, তারিখ ২৩.০৫.২০১৬, জে এল নং ৬৯, আর এস ও এল আর প্লট নং ৮০১, এল আর খতিয়ান নং ১৬০৯, হোল্ডিং নং বি–২–৪৯৬৫, গ্রাম অম্বিকানগর, মৌজা বেড়াচাঁপা, বিজিও অফিস ও হরি মন্দির সংলগ্ন, পোঃঅঃ– দেবালয়, থানা– দেগঙ্গা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন– ৭৪৩২২৪। **সাইটের পরিমাপ:** ২.৫০ ডেসিমেল (দলিল মাফিক) **সম্পত্তির সীমানা–** **উত্তর:** অসিত নন্দীর সম্পত্তি, **দক্ষিণ:** কমন প্যাসেজ, **পূর্ব:** অন্যের সম্পত্তি, **পশ্চিম:** অর্চনা দের সম্পত্তি।	₹৭,২০,০০০.০০ ₹৭২,০০০.০০ ₹২০,০০০.০০	**কৌশলেন্দ্র কুমার ঝা, মোবাইল নম্বর:** ৮৪৫৮৮৫৫৩৩৫
দখলের প্রকৃতি: গঠনমূলক/ প্রতীকী; *স্থানীয় স্বশাসিত সরকারি বকেয়া (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি, বিদ্যুৎবিল ইত্যাদি)– ব্যাঙ্কের জানা নেই; যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: ব্যাঙ্কের জানা নেই; *বিধিবদ্ধ বকেয়ার তুলনায় ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।						
৬	**কল্যাণী** বি–৮/৩৮ (সিএ), কল্যাণী, নদিয়া–৭৪১২৩৫ ফোন নম্বর ও ই–মেল আইডি: ০৩৩–২৫০২ ৫৪৯৮ iob2219@iob.in	**১) মিঃ সাধন চন্দ্র বালা (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ডি–২, চতুর্থ তল, পি অ্যান্ড সি অ্যাপার্টমেন্ট, বুদ্ধ পার্কের কাছে, ওয়ার্ড নং ২০, ঈশ্বর গুপ্ত লেন, কল্যাণী–৭৪১২৩৫ **২) মিসেস ঝর্না বালা (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ডি–২, চতুর্থ তল, পি অ্যান্ড সি অ্যাপার্টমেন্ট, বুদ্ধ পার্কের কাছে, ওয়ার্ড নং ২০, ঈশ্বর গুপ্ত লেন, কল্যাণী–৭৪১২৩৫ **৩) শ্রী হরিশঙ্কর মজুমদার (জামিনদার)** **ঠিকানা লাইন ১:** সুকান্ত নগর কলোনি, কুলিয়াপাট, ক্যালকাটা পিঞ্জরাপোল সোসাইটির বিপরীতে, নদিয়া–৭৪১২৫০ **ঠিকানা লাইন ২:** রামবাঁধ, ৪৩ হিরাপুর, বর্ধমান–৭১৩৩২৫ **ঠিকানা লাইন ৩:** কুলিয়াপাট, কুলিয়া রোড, পোঃঅঃ– এনএসএস, থানা– কল্যাণী, নদিয়া–৭৪১২৩৫	ক) ৩০.০৬.২০১৭ খ) ১৭.১০.২০১৭ গ) ₹১৭,৩১,৪১৬.৭২, ১৭.১০.২০১৭ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল ঘ) ২১.০৩.২০১৮ ঙ) ₹১৭,৬২,২৬৪.৭২, ২১.০৩.২০১৮ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল চ) বর্তমান বকেয়া: ₹৩৮,০৩,৮৩৪.০০, ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল	ফ্ল্যাট নং ডি–২–এর সমগ্র অংশ, চতুর্থ তল (দক্ষিণ পূর্বে), সুপারবিল্ট মাপ ৮৯২.৫০ বর্গফুট কমবেশি, বিল্ডিং পি অ্যান্ড সি অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা কৃষ্ণদেববাটি, জে এল নং ৬০, এল আর খতিয়ান নং ২৫৭, আর এস ও এল আর দাগ নং ১৩৩, ওয়ার্ড নং ২০, ব্যারাকপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে, বুদ্ধ পার্কের কাছে, জেলা নদিয়া, কল্যাণী পুরসভা ৭৪১২৩৫। যৌথ **মালিকের নাম– শ্রী সাধন চন্দ্র বালা ও শ্রীমতী ঝর্না বালা।** **ফ্ল্যাটের সীমানা–** **উত্তর:** ফ্ল্যাট নং ডি–৩, ডি–৪, **দক্ষিণ:** খোলা আকাশ, **পূর্ব:** খোলা আকাশ, **পশ্চিম:** ফ্ল্যাট নং ডি–১, করিডোর, প্রবেশ, সিঁড়ি। **পি অ্যান্ড সি অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা–** **উত্তর:** অজিত সরকারের বাড়ি, **দক্ষিণ:** মানিকলাল ঘোষের বাড়ি ও ১০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, **পূর্ব:** শম্ভু বসুর বাড়ি, **পশ্চিম:** মানিকলাল ঘোষের বাড়ি।	₹১৪,৮৬,৮০০.০০ ₹১,৪৮,৬৮০.০০ ₹২০,০০০.০০	**শক্তিধর মোহান্তি, মোবাইল নম্বর:** ৮৯৮৫০৯৫৭৭০
দখলের প্রকৃতি: গঠনমূলক/ প্রতীকী; *স্থানীয় স্বশাসিত সরকারি বকেয়া (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি, বিদ্যুৎবিল ইত্যাদি)– ব্যাঙ্কের জানা নেই; যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: ডিআরটি কলকাতা সমীপে ঋণগ্রহীতা দ্বারা এসএ নং ১০৪৬/২০২৩ মীমাংসাধীন; *বিধিবদ্ধ বকেয়ার তুলনায় ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।						
৭	**লেকটাউন** ৮৫০, ব্লক 'এ', লেকটাউন, কলকাতা–৭০০০৮৯, পশ্চিমবঙ্গ ফোন নম্বর ও ই–মেল আইডি: ০৩৩–২৫২১ ০৭০৬ iob2239@iob.in	**১) মেসার্স চন্দ্রনাথ ভালক্যানাইজিং ওয়ার্কস (ঋণগ্রহীতা)** প্রোপ্রাইটর: মিঃ কৌশিক দত্ত, পি–৮৪৮, লেক টাউন, ব্লক 'এ', কলকাতা– ৭০০০৮৯ **২) মিঃ কৌশিক দত্ত (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** পিতা– মিঃ বিনয় ভূষণ দত্ত, ২৭১, বিপিন গাঙ্গুলি রোড, দমদম, কলকাতা– ৭০০০৮৯ **৩) মিঃ শ্যামল দত্ত (বন্ধকদাতা ও জামিনদার)** পিতা– মিঃ বিনয় ভূষণ দত্ত, ২৭১, বিপিন গাঙ্গুলি রোড, দমদম, কলকাতা– ৭০০০৮৯ **৪) মিঃ কমল দত্ত (জামিনদার)** পিতা– মিঃ বিনয় ভূষণ দত্ত, ২৭১, বিপিন গাঙ্গুলি রোড, দমদম, কলকাতা– ৭০০০৮৯ **৫) মিঃ বিনয় ভূষণ দত্ত (জামিনদার)** পিতা– প্রয়াত যামিনী কান্ত দত্ত, ২৭১, বিপিন গাঙ্গুলি রোড, দমদম, কলকাতা– ৭০০০৮৯	ক) ০৬.০৯.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ₹১৯,৪৭,০৪৭.৪০, ৩০.১১.২০২২ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল ঘ) ০২.০৫.২০২৩ ঙ) ₹২০,৭৭,২৬৭.৮১, ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল চ) বর্তমান বকেয়া: ₹২৫,২১,৪৫৯.৬৩, ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল	'যশ কমল অ্যাপার্টমেন্ট' নামক একটি বহুতল বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে সামান্য কমবেশি ৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত দোকানঘর নং ০৩ এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– পাতিপুকুর, জে এল নং ২৪, তৌজি নং ১৬৩, প্লট নং ৮৪৯, ব্লক 'এ', হোল্ডিং নং ১৪৪২/৩, ওয়ার্ড নং ৩০, যশোর রোড, থানা– লেক টাউন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি, লেক টাউন, কলকাতা– ৭০০০৮৯। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী:** মিঃ শ্যামল দত্ত এবং মিঃ কৌশিক দত্ত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** **উত্তর**– ৩০ ফুট চওড়া যশোর রোড; **দক্ষিণ**– প্লট নং ৮৪৭; **পূর্ব**– প্লট নং ৮৫০; **পশ্চিম**– প্লট নং ৮৪৮।	₹৯,৫৪,০০০.০০ ₹৯৫,৪০০.০০ ₹২০,০০০.০০	**কৌশলেন্দ্র কুমার ঝা, মোবাইল নম্বর:** ৮৪৫৮৮৫৫৩৩৫
দখলের প্রকৃতি: গঠনমূলক/ প্রতীকী; *স্থানীয় স্বশাসিত সরকারি বকেয়া (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি, বিদ্যুৎবিল ইত্যাদি)– ব্যাঙ্কের জানা নেই; যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: ব্যাঙ্কের জানা নেই; *বিধিবদ্ধ বকেয়ার তুলনায় ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।						
৮	**পানিনালা** গ্রাম– পানিনালা, পোঃঅঃ– ভাণ্ডারখোলা, থানা– কোতোয়ালি, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১১০৩ ফোন নম্বর ও ই–মেল আইডি: ০৩৪৭২–২২৬৫২০ iob3634@iob.in	১) মেসার্স কনকলতা রেস্তোরাঁ কাম বার (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: মিঃ মহাদেব সাহা, প্লট নং ১০০৬, পিপড়াগাছি, ইলাঙ্গি, গ্রাম পঞ্চায়েত– মহেশপুর, থানা– ভীমপুর, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১২৩ ২) মহাদেব সাহা (ঋণগ্রহীতা), মেসার্স কনকলতা রেস্তোরাঁ কাম বার–এর প্রোপ্রাইটর, পিতা– মিঃ গোবিন্দ সাহা, প্লট নং ১৯৪৯, পিপড়াগাছি, ইলাঙ্গি, গ্রাম পঞ্চায়েত– মহেশপুর, থানা– ভীমপুর, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১২৩ ৩) গোবিন্দ চন্দ্র সাহা (গোবিন্দ সাহা– বন্ধকদাতা ও জামিনদার), পিতা– মিঃ মুরারি সাহা, পিপড়াগাছি, ইলাঙ্গি, গ্রাম পঞ্চায়েত– মহেশপুর, থানা– ভীমপুর, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১২৩ ৪) আনন্দ সাহা (ব্যক্তিগত জামিনদার), পিতা– মিঃ মুরারি সাহা, পিপড়াগাছি, ইলাঙ্গি, গ্রাম পঞ্চায়েত– মহেশপুর, থানা– ভীমপুর, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১২৩	ক) ৩১.১০.২০১৯ খ) ১৩.০১.২০২০ গ) ₹২১,৩২,০৪৮.৪৩, ৩১.১২.২০১৯ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল ঘ) ০৩.০৩.২০২১ ঙ) ₹২১,০২,৩২৮.৪৩, ২৮.০২.২০২১ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল চ) বর্তমান বকেয়া: ₹২৬,৬৩,৮৯৯.৪৩, ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী + উদ্ভূত সুদ ও মাশুল	**সম্পত্তি নং ১:** প্রায় ৯৮০ বর্গফুট মাপের কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট আরসিসি ছাদ দেওয়া একতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১০.০০ ডেসিমেল জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ১০০৬, মৌজা– ইলাঙ্গি, জে এল নং ৪৮, খতিয়ান নং ২৬৬, মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– চাপড়া, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১২৩। **সম্পত্তির মালিকানা:** গোবিন্দ চন্দ্র সাহা (গোবিন্দ সাহা)–এর নামে। **সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর**– নিমাই মণ্ডলের জমি; **দক্ষিণ**– হারু সাহার জমি; **পূর্ব**– ইলাঙ্গি থেকে মহাখোলা যাওয়ার রাস্তা; **পশ্চিম**– নুর হোসেন বাগের জমি। **সম্পত্তি নং ২:** প্রায় ১৫৪৮ বর্গফুট মাপের কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট আরসিসি ছাদ দেওয়া দোতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৮.০০ ডেসিমেল জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ১৯৪৯, মৌজা– ইলাঙ্গি, জে এল নং ৪৮, খতিয়ান নং ২৬৬, মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– চাপড়া, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১২৩। **সম্পত্তির মালিকানা:** গোবিন্দ চন্দ্র সাহা (গোবিন্দ সাহা)–এর নামে। **সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর**– পঞ্চায়েতি রাস্তা; **দক্ষিণ**– পুকুর; **পূর্ব**– রামগোপাল সাহার বাড়ি; **পশ্চিম**– প্রভাত নাথের পুকুর।	সম্পত্তি নং ১: ₹১৫,৫১,৯০০.০০ ₹১,৫৫,১৯০.০০ ₹২০,০০০.০০ সম্পত্তি নং ২: ₹১৭,৮৫,৭০০.০০ ₹১,৭৮,৫৭০.০০ ₹২০,০০০.০০	**শক্তিধর মোহান্তি, মোবাইল নম্বর:** ৮৯৮৫০৯৫৭৭০
দখলের প্রকৃতি: গঠনমূলক/ প্রতীকী; *স্থানীয় স্বশাসিত সরকারি বকেয়া (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি, বিদ্যুৎবিল ইত্যাদি)– ব্যাঙ্কের জানা নেই; যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: ব্যাঙ্কের জানা নেই; * বিধিবদ্ধ বকেয়ার তুলনায় ব্যাঙ্কের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।						

ই–নিলামের তারিখ ও সময়:
৩০.০৮.২০২৪, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট
বিক্রি নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন স্বতঃসম্প্রসারণ সমেত
https://ebkray.in প্ল্যাটফর্মে (ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েব পোর্টাল)

ইএমডি সমেত বিডের জন্য অনলাইন আবেদন
জমা দেওয়া যাবে ১২.০৮.২০২৪ থেকে

সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৯.০৮.২০২৪
অবধি যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেখুন:
https://www.iob.in/e-Auctions.aspx (ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট)
https://ebkray.in (ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েব পোর্টাল)

তারিখ: ০৯.০৮.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক

ওপরে উল্লিখিত তারিখে ই–নিলাম আয়োজনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে একটি নোটিস হিসেবেও গণ্য হবে।

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল: (1) দুর্গাপদ সরদার, পিতা ৺ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (2) সন্দীপ সরদার, পিতা ৺শ্যামাপদ সরদার, ইংরাজি ১৪/০১/২০১৫ তারিখে সোনারপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিস হইতে আমমোক্তার পলাশ রায় ৬৬ নং পাওয়ার দলিল হইতে হাসানপুর মৌজায় জে.এল নং ১০৪ এল.আর দাগ নং ১০২, এল.আর ১০৮ নং খতিয়ানে ২৩ কাঠার মধ্যে ১৪ কাঠা জমি ক্রয় করে মিউটেশানের জন্য আবেদন করছি যাহার কেস নং MN/2024/1615/22008 যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে সোনারপুর B.L.R.O তে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

• আমার মক্কেল:- (1) সুদীপ কুমার বিশ্বাস (2) সুপ্রিয়া দে (3) বিশ্বজিৎ চৌরঙ্গী (4) শিপ্রা মণ্ডল (5) ইভা মণ্ডল (6) তাপসী মণ্ডল (7) অমলা মণ্ডল ওরফে তমসা মণ্ডল ইংরাজি ২৩/০৯/২০২৩ তারিখে সোনারপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিস হইতে আমমোক্তার রিক্তা দে ৭৭৮১ নং পাওয়ার দলিল হইতে রায়পুর মৌজায় জে.এল. নং ১০৩ এল আর দাগ নং ১৭০৮ এল.আর ৯৫২, ১৬২৫ নং খতিয়ানে ৬ শতক জমি ক্রয় করে মিউটেশানের জন্য আবেদন করছি যাহার কেস নং MN/2024/1615/22347 যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে সোনারপুর বি.এল.এন্ড আর.ও তে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। **স্বাঃ/– প্রবীর কুমার রায় ডব্লু বি ৮২৮/৮১**

• আমার মক্কেল গয়া প্রসাদ মন্ডল, পিতা–বনমালি মন্ডল, ইং–২০০৬ সালে (সোনারপুর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত) ৭১৪৫/২০০৬ নং কোবালা দলিল মূলে ২১৪/২০০০ নং আমমোক্তার দলিলের দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন, মৌজা–কামরাবাদ, এল আর ৫৫০ নং দাগে, এল আর ৩৮৭৯, ৯২২৮ নং খতিয়ানে নামপত্তনের জন্য আবেদন করা হয়েছে কেস নং-MN/2024/1615/21649, উক্ত কেসে কারোর কোনো আপত্তি থাকে তাহলে সোনারপুর বি.এল.আর.ও অফিসে এসে বা ৯৮৩১৩১৯১৭৬ মোঃ নং–এ যোগাযোগ করুন।

• পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের ১০০০–১৫/২২/২০২৪ নং ২৭/০২/২৪ তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমার মক্কেল বারিশালী জামিয়া দারুস সালাম ট্রাস্ট–এর পক্ষে সম্পাদক ওয়াজেদ মল্লিক, পিতা–আব্দুল হালিম মল্লিক, ঠিকানা–বারিশালী, খণ্ডঘোষ, পূর্ব বর্ধমান ইং 10/07/24 তারিখে সুমিত্রা সরকার, ঠিকানা–Gulmohar Tower, Uday Babu Lane, Lalpur, Ranchi, Jharkhand ও উত্তম কুমার সরকার, ঠিকানা–1/A, Amulya Ratan Apart, Lalpur, Ranchi, Jharkhand উভয়ের পূর্ব সাং–গোপালনগর, ইন্দাস, বাঁকুড়া নিকট হইতে ADSR, Khandaghosh অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 1554 নং কোবালা দলিলমূলে খণ্ডঘোষ ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি খরিদ করিয়াছেন যাহা আমমোক্তারনামা (I=3719/24) DSR, Purulia রেজিস্ট্রী অফিস মারফৎ হইয়াছে এবং উক্ত জমি সংক্রান্ত MN/2024/0207/9489 dt. 02.08.24 নং মিউটেশন কেসে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে সংশ্লিষ্ট কাহারও আপত্তি থাকিলে আগামী এক মাসের মধ্যে ভূমি ও ভূমি সংস্কারক অফিস খণ্ডঘোষ রাজস্ব আধিকারীকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইনী মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে। তপশীল: জেলা–পূর্ব বর্ধমান, থানা ও ব্লক–খণ্ডঘোষ, মৌজা–বারিশালী, J.L.-23, খতি নং–393, R.S. ও L. R. দাগ–682, 2021, 350 মোট পরিমাণ 86 Dec.। রায়তের নাম **Sumita Sarkar ও Uttam Kr. Sarkar. RAJU MONDAL, Advocate, District Judge's Court, Purba Bardhaman, Enrol No. WB/613/12**

নাম/পদবি পরিবর্তন

• I , SANJIB CHOWDHURY, s/o Lalan chowdhury, R/o- Menoka Appt. 2nd floor, Tentultala, P. O- Rajarhat Gopalpur, P. S-Airport, kol-136. I want to be known as Snjeeb chowdhury in place of Sanjib chowdhury, vide an affidavit no-49937,before the 1st class judicial Magistrate at Alipore on-6/8/2024,have been known as Snjeeb chowdhury and sanjib chowdhury is same & one identical person.

• আমি BANAMALI DAS গ্রাম+পোঃ–ইটিন্ডা, থানা–বসিরহাট, জেলা–উঃ ২৪ পঃ, আমার কন্যার নাম DHRITI DAS, ভুলবশতঃ আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে নাম হয়েছে BRITISA DAS গত 15/7/2024 বারাসাত কোর্টের নোটারীর এফিডেভিড বলে আমার মেয়ের সঠিক নাম DHRITI DAS আমার মেয়ে BRITISA DAS ও DHRITI DAS এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল সংকীর্তন হালদার ও সাগর হালদার ইং ২০১০ সালে সোনারপুর সাবরেজিস্ট্রী অফিস হইতে ২৩৬৯ নং আমমোক্তা দলিলের ক্ষমতা বলে, সত্যেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের নিকট হইতে কোদালিয়া মৌজায়, জে এল ৩৫, এল আর ১৭১২ নং খতিয়ানে এল আর ১৩৫৮ নং দাগে ১ কাঠা ৬ ছটাক ৩১ বর্গফুট ডাঙ্গা জমি ইং ২০২৩ সালে উক্ত অফিস হইতে ৯৬৮২ ও ৯৬৮১ নং দলিলমূলে খরিদ করিয়া মিউটেশানের জন্য কেস করেছেন, যাহার নং MN/2024/1615/19232, 19231, যদি কারোর আপত্তি থাকে তবে ১৫ দিনের মধ্যে সোনারপুর বি. এল. এ্যান্ড এল. আর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Swapan Kumar Naskar, Advocate, Alipore Judge's Court, Kol-27

• আমার মক্কেল তাজিম মন্ডল, পিতা–মৃত গোলজার আলি মন্ডল, সাং–দক্ষিন কোলড়া, থানা–জোমজুড়, জেলা–হাওড়া, মহাশয় ইংরাজী ২০২৪ সালের ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া II, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত, ০৫১৩০০৩০৭ নং দলিল মূলে, দীপান্বিতা দাস, স্বামী–দিলীপ দাস ও শ্রাবন্তী দাস, স্বামী–অমিত দাস, মহাশয়াদ্বয়ের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয়,– শ্রী রমেন্দ্র কুমার বর্মন, ও শ্রী সুনিত দাস, এর নিকট হইতে, জেলা– হাওড়া, থানা–সাঁকরাইল, মৌজা– জলাধুলাগড়ী, এল.আর. ৩৪০৪ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫৮৮ নং দাগের এল.আর. ৫৯৮ নং দাগে ১.৬৭৫ শতক, এল.আর. ৩৩০৬ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫৯৮ নং দাগের এল. আর. ৬০২ নং দাগে ১১.৫০ শতক, এল. আর. ৩২৯২ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫৯৮ নং দাগের এল.আর. ৬০২ নং দাগে ২.৫০ শতক, ক্রয় করিয়া, সাঁকরাইল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। আমমোক্তার দলিল নং–০৫১৩১৩২০৫/২০২২, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রী অফিসে হাওড়া II, উক্ত মিউটেশন বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক সপ্তাহের মধ্যে সাঁকরাইল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Saheb Hazra., Advocate
Howrah Judges' Court
M:-9874244037

• আমার মক্কেল আজিম মন্ডল, পিতা–মৃত গোলজার আলি মন্ডল, সাং–দক্ষিন কোলড়া, থানা–জোমজুড়, জেলা–হাওড়া, মহাশয় ইংরাজী ২০২৪ সালের ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া II, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত, ০৫১৩০০৩০৬ নং দলিল মূলে, দীপান্বিতা দাস, স্বামী–দিলীপ দাস, মহাশয়ার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয়,–শ্রী রমেন্দ্র কুমার বর্মন, ও শ্রী সুনিত দাস, এর নিকট হইতে, জেলা– হাওড়া, থানা–সাঁকরাইল, মৌজা–জলাধুলাগড়ী, এল.আর. ৩৪০৪ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫৮৮ নং দাগের এল.আর. ৫৯৮ নং দাগে ১২.০০ শতক, সাবেক ৫৯০ নং দাগের এল.আর. ৬০০ নং দাগে ৩.০০ শতক সম্পত্তি, এল.আর. ৩২৯২নং খতিয়ানে, সাবেক ৫৯৮ নং দাগের এল.আর. ৬০২ নং দাগে ০.৬৭৫ শতক সম্পত্তি, ক্রয় করিয়া, সাঁকরাইল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। আমমোক্তার দলিল নং–০৫১৩১৩২০৫/২০২২, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রী অফিস হাওড়া II, উক্ত মিউটেশন বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক সপ্তাহের মধ্যে সাঁকরাইল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন। **Saheb Hazra., Advocate, Howrah Judges' Court, M:-9874244037**

• মাননীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়েরা জজ (ফাস্ট ট্রাক দ্বিতীয়) আদালত, পূর্ব বর্ধমান ২০২১ সালের ৮৭৪ নং ম্যাট মোকর্দ্দমা

বাদী শুভ্রা সিনহা
বনাম
বিবাদী বিনিত কুমার ঝা

এতদ্বারা বিনিত কুমার ঝা, পিতা শ্রী খর্কন ঝা, সাকিম প্রযত্নে শ্যামল চ্যাটার্জ্জী, সুভাষপল্লী, রাজ কলেজের সন্নিকট, ডাকঘর ও থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১০১, কে জানানো যাইতেছে যে, শুভ্রা সিনহা, স্বামী বিনিত কুমার ঝা, পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র সিনহা, সাকিম উত্তর রবীন্দ্রপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৩, আরামবাগ, জেলা হুগলী, পিন নং ৭১২৬০১, উপরোক্ত মোর্কদ্দমায় বিবাহ বন্ধন ছিন্ন মতে ডিক্রীর আদেশ পাইবার নিমিত্তে এক দরখাস্ত আনয়ন করিয়াছেন। সেকারন আপনার উপরোক্ত মোর্কদ্দমা সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য থাকিলে তাহা নিজ স্বয়ং বা মনোনীত কোনো আইনজীবী মারফত ০৭/১০/২০২৪ তারিখে বেলা ১০:৩০ ঘটিয়ায় আদালতে হাজির থাকিয়া উক্ত আদালতে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। অন্যথায় বাদীর পক্ষে একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ০৮/০৮/২৪, সেরেস্তাদার, Bench Clark, Fast Track Court, 2nd Court, Burdwan

বিজ্ঞপ্তি

• In the Court of the Ld. District Delegate at Sealdah Succession Case No. 71/2023 Re: Estate of Uttam Saha Applicant : Goutam Saha, son of Late Anil Kumar Saha of 3/38, C.I.T. Building Kankurgachi Second Lane, Police Station- Phoolbagan, Kolkata-700054

It is hereby notified that the aforesaid Applicant has filed this case for granting Succession Certificate in the Estate of Uttam Saha, deceased.

If anybody has got any objection to the same he/she may raise the said objection on appearance in this case within 30 days from the date of the publication, failing which the matter will be heard Ex-parte.

By Order, Promojit Dey
Sherestadar

• জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা মোকাম আলিপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট (১ম সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন) আদালত

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৩১২/২০২৩ (প্রবেট)

শ্রী প্রণব চক্রবর্ত্তী, পিতা– স্বর্গীয় প্রাণ কুমার চক্রবর্ত্তী, সাং–৩/৩, দেশবন্ধু পল্লী, পোষ্ট অফিস– খড়দা, থানা– খড়দা, কোলকাতা–৭০০১১৭, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা।

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, কাজীপাড়া, পোষ্ট অফিস– আরামবাগ, থানা– আরামবাগ, জেলা– হুগলী, পিন– ৭১২৬০১, ওয়ার্ড নং ১৩ নিবাসী স্বর্গীয়া বন্দনা বোস–এর শেষ উইলের প্রবেট প্রার্থনায় মোকাম আলিপুর জেলা ডেলিগেট আদালতে ৩৯ নং আইনের ২০২৩ সালের ৩১২ নং প্রবেট মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত উইলের প্রবেট মঞ্জুরীতে কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

আদেশ অনুসারে— সুশান্ত সাহা, সেরেস্তাদার, আলিপুর ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, 07.08.24

• জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। মহামান্য তৃতীয় সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন), বারাসাত, টাইটেল স্যুট নং–৭৭/২০২১ (১) শ্রীমতী সীমা রানী সরকার, বয়স ৬৫ বৎসর, স্বামী– স্বর্গীয় সুশীল কুমার সরকার। (২) শ্রী সমীর সরকার, বয়স ৪৫ বৎসর, পিতা– স্বর্গীয় সুশীল কুমার সরকার, উভয়ের সাং– ৩৬/১/৩বি, পুলিস খটিক রোড, পোঃ ও থানা– ট্যাংরা, কোলকাতা–৭০০০১৫। (৩) শ্রীমতী সুষমা দত্ত রায়, বয়স ৪৭ বৎসর, স্বামী– শ্রী প্রশান্ত দত্ত রায়, পিতা– স্বর্গীয় সুশীল কুমার সরকার, সাং– ৬/১/জে, রানী রাসমণী গার্ডেন লেন, পোঃ ও থানা– ট্যাংরা, কোলকাতা–৭০০০১৫।

... দরখাস্তকারীগণ/বাদীপক্ষগণ

বনাম

শ্রী সুকুমার সরকার, বয়স ৪৮ বৎসর, পিতা– স্বর্গীয় সুশীল কুমার সরকার, সাং– ৩৬/১/৩বি, পুলিন খটিক রোড, পোঃ ও থানা– ট্যাংরা, কোলকাতা–৭০০০১৫। ... প্রতিপক্ষ/বিবাদী

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারীগণ উপরিউক্ত ঠিকানার নিবাসী, বারাসাতের নিকট তাহাদিগের (১) নং এর পুত্র তথা (২) নং এর ভ্রাতা শ্রী সুকুমার সরকার–এর বিরুদ্ধে স্যুট ফর পার্টিশন এন্ড পার্মানেন্ট ইনজাংশন এর নিমিত্ত টাইটেল স্যুট যাহার নং– ৭৭/২০২১ তাহা অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ের বিবাদীপক্ষকে জানানো হইতেছে যে তাহার কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ দরখাস্তটি একতরফা মঞ্জুর হইয়া যাইবে।

–: তপশীল অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির পরিচয় :–

৩ (তিন) কাঠা ৪ (চার) ছটাক ৩০ (ত্রিশ) স্কোয়ারফিট ডিস্ট্রিক্ট উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– খড়দাহ হাল ঘোলা, এডিএসআর অফিস অফ ব্যারাকপুর হাল সোদপুর, পানিহাটি পৌরসভা, মৌজা– নাটাগড়, জে এল নং–১৫, আর এস নং–১০১, তৌজি নং–১৫৫, আর এস খতিয়ান নং–১০৯২, দাগ নং–৫১৩, ওয়ার্ড নং–২১, পানিহাটি পৌরসভা হোল্ডিং নং–২১০।

On the North : By Property of Shib Shankar Nath, On the South : By Common passage, On the East : By Land of Dag No.523, On the West : By Property of Monmotho Nath Sarkar. **অনুমত্যানুসারে— Sujan Chandra Mistri, 07.08.2024, Sheristadar, Civil Judge (Sr. Divn), 3rd Court, Barasat, North 24 Parganas**

নাম/পদবি পরিবর্তন

• আমি সুফিয়া বিবি স্বামী হারান গাজী ইং 29/07/24 তারিখে Alipur court-এর 1st class Judicial Magistrate-এর Affidavit বলে সুফিয়া বিবির পরিবর্তে সুফিয়া গাজী হিসাবে পরিচিত হইলাম। সুফিয়া বিবি ও সুফিয়া গাজী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি Safiul Haque Chowdhury, S/o- Jahurul Haque Chowdhury, সাং- Vill-Daharkanda, P.O- Hakimpur, P.S- Swarupnagar, Dist- North 24 Parganas, West Bengal, Pin-743273 গত 05.08.24 তারিখে Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Barasat কোর্টের এফিডেভিট (No.1626) বলে Safiul Haque Chowdhury, S/o- Jahurul Haque Chowdhury এবং A.H.M. Safiul Haque Chowdhury, S/o- Jaharul Haque Chowdhury এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

• আমি খোদেজা বিবি, স্বামী– আলেফনুর মণ্ডল, গ্রাম– বেলিয়াখালি, পোঃ– পারপাটনা, থানা– দেগঙ্গা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, বিগত ইং 22.03.2024 তারিখে Executive Magistrate, Barasat (Sadar) Court–এর 1st Class Affidavit No. 2824 বলে, থানা– দেগঙ্গা, মৌজা– ফাজিলপুর, জে.এল. নং 15, এল.আর. খতিয়ান নং 392–এ আমার অপর নাম সুপিয়া বিবি, পিতা– এছা হক নামে যে এল আর পরচা আছে তাহা পরিবর্তন করে খোদেজা বিবি, স্বামী আলেফনুর মণ্ডল হলাম।

• বিবাহের পূর্বে আমার নাম ছিল SUJAYA BISWAS D/o- SOMBHU BISWAS গত 21.06.2024 বারাসাত কোর্টে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এফিডেভিট বলে (নং–1803) আমি RUPALI BISWAS W/o- PRABHAS BISWAS D/o- SOMBHU BISWAS হইয়াছি। SUJAYA BISWAS ও RUPALI BISWAS এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ঠিকানা: গ্রাম– কুতুবপুর, পোঃ– নারায়ণপুর, থানা– বাসুদেবপুর, জেলা– উঃ ২৪ পঃ পিন– ৭৪৩১২৬।

• আমি SAMSUL ALAM MONDAL ঠিকানা: গ্রাম– মারাকপুর, পোঃ– পৃথিবা, থানা– হাবড়া, জেলা– উঃ ২৪ পঃ, পিন– ৭৪৩৭০৪, আমার পাশপোর্ট (নং–MO486884) ভুলবশতঃ নাম হয়েছে MD. SAMSUL ALAM গত 06.08.2024 বারাসাত কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম SAMSUL ALAM MONDAL হইয়াছি। SAMSUL ALAM MONDAL ও MD. SAMSUL ALAM এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি MOURJAN বয়স 63 W/o- LATE PANJAB, D/o- LATE AJAT ALI MONDAL, গ্রাম– ফলদী, পোঃ+থানা– দত্তপুকুর, জেলা– উঃ ২৪ পঃ, পিন–743248, আমার ভোটার, আধার, প্যান, ওয়ারেশন সার্টিফিকেটে নাম হয়েছে MOURJAN কিন্তু ভুলবশতঃ আমার জমির L.R খতিয়ানে (961) J.L-125, মৌজা– ফলদী–তে নাম হয়েছে MOHAR JAN BIBI আমার মায়ের জমির পরচায় L.R খতিয়ান (1186) বাবার নাম হয়েছে AJED ALI, কিন্তু আমার জমির খতিয়ানে বাবার নাম হয়েছে AJED গত 24.05.2024 বারাসাত কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট–এর এফিডেভিট বলে (নং–1698) আমি MOURJAN, MOHAR JAN BIBI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইয়াছি ও আমার বাবা AJET ALI MONDAL, AJED ও AJED ALI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইয়াছে।

• আমি ফাল্গুনি, পিতা– দেবু হাজরা গত 06.08.2024 বারাসাত কোর্টের নোটারীর এফিডেভিট (নং–161) বলে মুসকান খাতুন নামে পরিচিত হইলাম।

• আমার মেয়ের (Sayantika Raha)–এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম আছে Indrani Raha. গত ৩১/০৭/২০২৪ বারাসাত কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এফিডেভিট (নং ৩৭০৪) বলে আমি Indrani Raha Das হইয়াছি। Indrani Raha Das ও Indrani Raha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি সুস্মিতা মন্ডল, পিতা বরুন মন্ডল, সাং– বালিয়াডাঙ্গা, পোঃ– ফতেপুর, থানা– হরিণঘাটা, জেলা– নদীয়া, গত ইং ০৫/০৮/২০২৪ তারিখে বারাসাত কোর্টের নোটারী এফিডেভিট বলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে সুস্মিতা মন্ডল হইলাম।

• আমার মেয়ে ADRIJA ROY এর CBSE Secondary School মার্কসিট এবং অ্যাডমিট কার্ডে ও মেয়ের পূর্ব বার্থসার্টিফিকেটে আমার নাম ছিল SUJATA ROY. গত 29.07.2024 তারিখে কল্যাণী নোটারী কোর্টে এফিডেভিট বলে এবং নতুন বার্থসার্টিফিকেট অনুযায়ী আমি SUJATA KUNDU নামে পরিচিত হইলাম। SUJATA ROY এবং SUJATA KUNDU W/o Abhijit Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশতঃ A. K. PALIT নাম আছে। ৫/৮/২০২৪ তারিখে ব্যারাকপুর 1st class J. M কোর্টের এফিডেভিটে আমি ASHOKE KUMAR PALIT, S/O Ananta Palit নামে পরিচিত হইলাম। (D/L- DL 0320060409690).

নাম/পদবি পরিবর্তন

• আমি CHHOTTU SHAW, S/O Late Narayan Shaw. আমার পুত্র MOHIT KUMAR SHAW–এর বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম CHOTEYLAL SHAW ও স্ত্রীর নাম DEYWANTI DEBI রেকর্ড আছে এবং আমার কন্যার বার্থ সার্টিফিকেটে ভুলবশতঃ আমার নাম রেকর্ড আছে CHHATU SHAW এবং স্ত্রীর নাম রেকর্ড আছে DEWANTI DEVI, ২০/০৭/২০২৪ তারিখে ব্যারাকপুর 1st class J.M কোর্টের এফিডেভিট বলে CHHOTTU SHAW, CHOTEYLAL SHAW এবং CHHATU SHAW এবং DEBANTI SHAW, DEYWANTI DEBI ও DEWANTI DEVI উভয় নাম একই ব্যক্তি।

• I, BIPLAB HALDAR, S/O LATE BAIDYANATH HALDAR RESIDING AT C-25/A, ANANDAPURI 'C' ROAD, BARRACKPORE (M), NONACHANDANPUKUR, NORTH 24 PARGANAS, KOLKATA-700122, WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIPLAB KUMAR HALDAR AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC BARRACKPORE COURT, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, VIDE AFFIDAVIT NO:- 22 DATED 6TH JULY 2024, BIPLAB HALDAR AND BIPLAB KUMAR HALDAR BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

• আমি SARAJIT MALLICK, পিতা- BHOLANATH MALLICK, গত ২৯/০৭/২৪ তারিখে ব্যারাকপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট করে আমি SARAJIT CHAKRABARTY হইলাম, উভয়ই একই ব্যক্তি।

• আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং (AN0119960004908) আমি S.P. SARKAR, পিতা - KSHETRA NATH SARKAR, গত ২৬/০৭/২৪ তারিখে আলিপুর (J.M) কোর্টের এফিডেভিট করে আমি SHYAMA PROSAD SARKAR হইলাম, উভয়ই একই ব্যক্তি।

• I, Priyanka Jena working at Prisha Advisory Pvt. Ltd. as a FOS behalf of Kotak Mahindra Bank. I've lost my id card which number is: RA19395 on 19-07-2024, on the way Dum Dum office to Dum Dum Railway station, lodge a GD No. 15/24, Dated: 03/08/2024.

• আমি JOYTSNA SONAR, স্বামী– স্বর্গীয় RAM BAHADUR SONAR, ঠিকানা: গ্রাম– কাটাবাড়ি, পোষ্ট– নারায়ণপুর, থানা– মালদা (পুরানো), জেলা– মালদা, পিন– ৭৩২১৪১, আমার আধার কার্ডে নামটি ভুলবশত SUKU DEVI রহিয়াছে। গত ৩১.০৭.২০২৪ তারিখে আলিপুর কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে JOYTSNA SONAR এবং SUKU DEVI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

• আমি ঝর্ণা মল্লিক, স্বামী– সুমিত মল্লিক, 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে গত 21/6/2024 তারিখে 37386 নং এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিতেছি যে, বজবজ বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে পূজালী মৌজায় ১০৯৩ ও ২৩০৫ নং খতিয়ানের অর্ন্তগত এল আর রেকর্ড অফ রাইটস–এ আমার ঠাকুরদার ডাকনাম মদন চন্দ্র ধর নামটি ভুলবশত রেকর্ড হইয়াছে। আমার দাদুর অরিজিনাল এবং অফিসিয়াল নাম প্রভাস চন্দ্র ধর। আমার ঠাকুরদা প্রভাস চন্দ্র ধর এবং মদন চন্দ্র ধর এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি। আজ হইতে মদন চন্দ্র ধর প্রভাস চন্দ্র ধর নামে পরিচিত হইবে।

• I, Md. Shoeb Ansari S/o. Md. Ijhar Ansari, resident of Dubrajdighi, Kendulipukur, P.O.-Bajepratappur, P.S.-Burdwan That my Passport (No.V3478003) documents my name has been wrongly recorded as Mohammad Shoeb Ansari S/o. Mohammad Ijhar Ansari Vide an Affidavit No. 25139 before the executive Magistrate, Purba Bardhaman dated on 07.08.24. That Md. Shoeb Ansari S/o. Md. Ijhar Ansari and Mohammad Shoeb Ansari S/o. Mohammad Ijhar Ansari is the same and one identical Person.

• I Abdul Rashed Mondal son of late Abdul Mazid Mondal,aged about 50year,by faith Muslim, by Natonlity Indian,occupation business,residing at P.O.-Airport .P.S.-Baguiati,Dist-North 24parganas.Kolkata-700052. It is like to inform that Abdul Rashed Mondal &Rashed Mondal both are same person. Affidevit SR.no.-2379 dated -23/07/2024

• আমি ঝর্ণা মল্লিক, স্বামী– সুমিত মল্লিক, 1st Class জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্টে গত 21.6.2024 তারিখে 37386 নং এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিতেছি যে, বজবজ বি.এল.অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে পূজালী মৌজায় ১০৯৩ ও ২৩০৫ নং খতিয়ানের অন্তর্গত এল.আর রেকর্ড অফ রাইটস–এ আমার ঠাকুরদার ডাকনাম মদন চন্দ্র ধর নামটি ভুলবশত রেকর্ড হইয়াছে, আমার দাদুর অরিজিনাল এবং অফিসিয়াল নাম প্রভাস চন্দ্র ধর। আমার ঠাকুরদা প্রভাস চন্দ্র ধর এবং মদন চন্দ্র ধর এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি। আজ হইতে মদন চন্দ্র ধর, প্রভাসচন্দ্র ধর নামে পরিচিত হইবে।

অশান্ত মণিপুরে বিরোধীদের কাঁধে দোষ চাপাতে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী বীরেন

আজকালের প্রতিবেদন

মণিপুর এখনও অশান্ত। শুক্রবারই দুই জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্ঘর্ষে অন্তত ৪ জন প্রাণ হারান। ঘরছাড়া মানুষ ঘরে ফিরতে শুরু করলেও সেটাও থমকে রয়েছে। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং ব্যস্ত বিরোধীদের সমালোচনায়। শুক্রবার সংসদে মণিপুর থেকে নির্বাচিত দুই লোকসভা সদস্য সংসদে মণিপুর নিয়ে আলোচনার দাবি তোলেন। অন্য বিরোধীরাও সেই দাবিতে সরব হন। মণিপুর বিধানসভাতেও কংগ্রেস সদস্যরা আলোচনার দাবিতে ওয়াক আউট করেন। বিরোধীদের এ ধরনের আচরণের কড়া সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী যাবতীয় ব্যর্থতার দায় বিরোধীদের ওপর চাপাতে চাইছেন বলে পাল্টা অভিযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কে মেঘচন্দ্রা। সরকারের শান্তি–আলোচনার প্রস্তাব এদিন খারিজ করে দেয় কুকিদের সংগঠন 'কুকি ইনপি'।

১৫ মাস ধরে জ্বলছে মণিপুর। দুশোরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ঘরছাড়া ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার ব্যর্থ হলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখনও নীরব। শনিবারও কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ দাবি তুলেছেন, কেরল থেকে প্রধানমন্ত্রীর উচিত মণিপুর সফর করা। কিন্তু এখনও তাঁর মণিপুর সফরের কোনও খবর নেই। মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং এখন গোটা অশান্তির দায় বিরোধীদের কাঁধে চাপাতে ব্যস্ত। ৬০ সদস্যের রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির ৭ সদস্য–সহ ১০ জন কুকি এমএলএ বয়কট করছেন বিধানসভার অধিবেশন। এঁদের মধ্যে দুই মন্ত্রীও রয়েছেন। রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী এল হাওকিপকে অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধানে উচ্চপর্যায়ের কমিটির সদস্য করেছে রাজ্য বিধানসভা। কিন্তু কুকি সম্প্রদায়ের এই মন্ত্রী সেই সদস্যপদ গ্রহণ করতে নারাজ। শনিবার তিনি বলেন, আলাদা প্রশাসনের দাবিতে তাঁরা বিধানসভা বয়কট করছেন। তাই কোনও কমিটির সদস্যপদ তিনি নেবেন না।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন। ছবি: আজকাল

NOTICE INVITING PRE-QUALIFICATION - CUM - TENDER

E-Bid is hereby invited on behalf of the prodhan, Kumra G.P. **08 (Eight) Nos.** of civil works, **NIT NO.WBNPG05/KGP-0421/2024-25 Dated: 09-08-2024.Total Amount-Rs.3080945/-**,Details contact P&RD website: **http://wbtenders.gov.in.** Notice from: Prodhan, Kumra G.P.

Sd/- Prodhan,
Kumra G.P
P.O- Kumra Kashipur,
North 24 parganas

দুঃস্থ মহিলাদের হস্তশিল্প প্রদর্শনী

আজকালের প্রতিবেদন

বাংলার হেরিটেজ সংরক্ষণ করতে প্রদর্শনী। পিছিয়ে পড়া ৩০ মহিলার হাতে তৈরি জিনিস নিয়ে প্রাক পুজো ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল প্রদর্শনী 'উৎসব' হল শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে। উদ্যোক্তা রাজবাড়ির পুত্রবধূ সুস্মিতা দেব। সহযোগিতায় চন্দননগরের বাসিন্দা নেলিন মণ্ডল। এক সময়ে তিনি নেদারল্যান্ডসে থাকতেন। এই প্রদর্শনীতে ছিল এখানকার মহিলাদের হাতে তৈরি বিদেশি সাবান। নেলিন মণ্ডল জানান, 'বিদেশ থেকে যে সাবান কিনতে হত, তা এখন এ রাজ্যেই পাওয়া যাবে।' সুস্মিতা দেব জানান, প্রদর্শনী থেকে আসা অর্থ বাংলার হেরিটেজ সংরক্ষণে সহযোগী হবে। প্রদর্শনী ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুইজ ও খাওয়া দাওয়া হয়। উল্লেখ্য, সুস্মিতা দেবের সহযোগিতায় 'সুতানুটি পালাপার্বণ'–এর পরিচালনায় সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী' নাটকটি নাটমন্দিরে ১৭ আগস্ট মঞ্চস্থ হতে চলেছে।

এতদ্বারা নিম্নে উল্লেখিত সমবায় সমিতি সমূহের সদস্য সদস্যা বৃন্দকে অবগত করা হচ্ছে, উক্ত সমবায় সমিতি সমূহের পরিচালক মণ্ডলী। প্রতিনিধি নির্বাচন হেতু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তারিত জানতে কাজের দিনে সমবায় সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

এ, আর, ও
সিংঘী এস. কে. ইউ. এস লিঃ
দুর্গাপুর সিধু–কানু এস. কে. ইউ. এস লিঃ
পাঁচপোয়া এস. কে. ইউ. এস লিঃ

এতদ্বারা নিম্নে উল্লেখিত সমবায় সমিতি সমূহের সদস্য সদস্যা বৃন্দকে অবগত করা হচ্ছে, উক্ত সমবায় সমিতি সমূহের পরিচালক মণ্ডলী। প্রতিনিধি নির্বাচন হেতু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তারিত জানতে কাজের দিনে সমবায় সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

এ, আর, ও
বিনুরিয়া এস. কে. ইউ. এস লিঃ
মনোহরপুর এস. কে. ইউ. এস. লিঃ
সনসত্ এস. কে. ইউ. এস. লিঃ
সুরুল–শ্রী নিকেতন এস. কে. ইউ. এস. লিঃ
কসবা ইউ.সি.এ.সি.এস লিঃ

E-TENDER

PRODHAN ,PATULIA GRAM PANCHAYAT BARRACKPUR-II DEV BLOCK NORTH 24 PARGANAS

1. ID NO: 2024_ZPHD__732081_1
NIT NO.60/T60/PATU/SBM(G)/1/2024/PATU DT. 10/08/2024
BID SUBMISSION CLOSING DATE(ONLINE):17/08/2024 UP TO 2:30PM
NIT may be seen /download from the https://Wbtenders.gov.in

SD/- Prodhan
Patulia Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender
e-NIT No-Bil-II/074/SBM/2024 (Sl No-1 & 5)

The Prodhan, Bilkanda-II Gram Panchayat, under Barrackpore-II Panchayat Samity invites e-tender from the eligible contractors for the 5 (Five) Nos. work under SBM.
Bid submission closing (online): 17.08.2024 up to 14:00 Hrs.
For details information/ downloading/uploading etc. may visit the website:-http://etender.wb.nic.in or http://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Bilkanda-II Gram Panchayat

রেলপথের দাবি লোকসভায়

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১০ আগস্ট

কৃষ্ণনগর–করিমপুর–ডোমকল রেলপথের দাবি উঠল লোকসভায়। শুক্রবার মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খান এই রেলপথের দাবি জানান। লোকসভায় তিনি বলেন, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী মানুষ উপকৃত হবেন নতুন রেলপথ তৈরি হলে। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি নতুন রেলপথের। সেই দাবি পূরণে রেলমন্ত্রক এগিয়ে আসুক। একই সঙ্গে তিনি জানান, যদি ওই লাইনে যাত্রিবাহী ট্রেন চালানো হয় নসিপুর রেল ব্রিজ হয়ে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। মুর্শিদাবাদের নসিপুর রেল ব্রিজে ট্রেন চলাচল হলে উপকৃত হবেন এলাকার মানুষ।

কংগ্রেস আমলে রেলমন্ত্রী গনি খানচৌধুরির পরে লালুপ্রসাদ যাদব, রামবিলাস পাসোয়ান, মমতা ব্যানার্জি— সকলেই রেল মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পরে বিভিন্ন সময়ে এই রেলপথ তৈরির কথা তুলেছেন। লোকসভার অধিবেশনে কাগজপত্র আদান–প্রদান হয়েছে। ২০২২ সালের ১৮ অক্টোবর রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র এ ব্যাপারে দীর্ঘ বৈঠক করেন এবং প্রান্তিক এলাকায় রেলপথের জন্য চিঠি দেন। গত বছর জানুয়ারিতে মহুয়া সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, 'রেলমন্ত্রক আমার এই ডাকে সাড়া দিয়ে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষ্ণনগর–করিমপুর রেললাইনের সমীক্ষার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' গত বছর এই রেলপথের জন্য সমীক্ষাও হয়েছে।

Govt. of West Bengal

CORRIGENDUM NOTICE- 1

The Superintending Engineer, North Circle, MED invites Date Corrigendum for the following tenders within Mekhliganj Municipal Area. The tender details as given below:

05 of SE(N)/MED/2024-25
Tender Id:
2024_MAD_713487_1
Bid Submission End Date:
16-08-2024 at 04:55 PM

Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Superintending Engineer, North Circle, MED.

e-Tender Notice

Executive Officer, Hirbandh Panchayat Samiti invites Tender (i.e. NIeT No.- 10 of 2024-25 (2nd Call), Memo No.-382/Hir./P.S. Dated: 09/08/2024, 02 No. scheme under 15th FC (2024-25) Fund, Start Date of Bid Submission- 09/08/2024 from 02:00 P.M. Last Date of Bid Submission:- 16/08/2024 upto 04:55 P.M. details available at the office of the Hirbandh Panchayat Samiti, bankura.gov.in & wbtenders.gov.in website.

Sd/-
Executive Officer
Hirbandh Panchayat Samiti

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate & Collector, Alipurduar

NOTIFICATION

Applications are invited from the Retired Government Employees for the post of Contractual Clerical staff (Group-C) at the Office of the District Magistrate, recruitment Notification and Application Forms are available in the district website i.e. "https://alipurduar.gov.in"

Sd/-
District Magistrate, Alipurduar

উত্তর–মধ্য রেলওয়ে

টেন্ডার নং:–JHSW-MNP-24-07 তারিখ: ০৬.০৮.২০২৪

টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও তরফে **চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, ওয়াগন রিপেয়ার ওয়ার্কশপ, উত্তর–মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি** নিম্নলিখিত কার্যাবলির জন্য অনলাইন ই–টেন্ডার আমন্ত্রণ করছেন।

কাজের নাম: ঝাঁসি ওয়ার্কশপের নতুন এয়ার ব্রেক ল্যাব বিল্ডিংয়ে নিউম্যাটিক পাইপলাইন স্থাপন।

আনুমানিক মূল্য	বায়না জমা	শেষ করার মেয়াদ
₹৩১,৫০,৮৮২.২০/– (একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশো বিরাশি টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র)	₹৬৩,০০০/– (তেষট্টি হাজার টাকা মাত্র)	৬ মাস

টেন্ডার বন্ধের তারিখ : ০৩.০৯.২০২৪, সকাল ১১.০০টায়।

১. টেন্ডার ০৩.০৯.২০২৪ তারিখের সকাল ১১.০০টায় বন্ধ হবে এবং ভারতীয় রেলের ই–টেন্ডারিং ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in–এ উপলব্ধ। ২. বিশদ তথ্যের জন্য ভারতীয় রেলের ই–টেন্ডারিং ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

1406/24 FA

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

খেলা

আজকাল কলকাতা রবিবার ১১ আগস্ট ২০২৪

PARIS 2024

বিনেশের রায় দান কবে

বিনেশ ফোগাট কি রুপো পাবেন? শনিবার রায় দানের কথা থাকলেও তা পিছিয়ে যায়। শোনা যাচ্ছে, মঙ্গলবারের আগে রায় ঘোষণা হবে না। প্রাথমিক খবর ছিল, রবিবার রায় বেরোতে পারে।

বেলাশেষে

হাতে গোনা আর কয়েক ঘণ্টা। এগিয়ে আসছে প্যারিস অলিম্পিক শেষ হওয়ার মুহূর্ত। ছবি: পিটিআই

পরের অলিম্পিকে সোনায় চোখ আমনের

মুনাল চট্টোপাধ্যায়

প্যারিস, ১০ আগস্ট: প্যারিসের ম্যাটে অলিম্পিক অভিষেকে কুস্তিতে আমন শেরাওয়াতের ব্রোঞ্জ জয়ে ভারতবাসী খুশি হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা সবচেয়ে বেশি আনন্দে আত্মহারা, তাঁরা ছত্রসালের কুস্তির আখড়ার শিক্ষার্থী। আমনের সাফল্যের পরই অ্যাকাডেমির ঘর ছেড়ে ঢোল, নাকাড়া নিয়ে বেরিয়ে উৎসবে মাতেন সবাই। হরিয়ানার বিরোহার গ্রামের ছেলে আমন স্থানীয় কুস্তির আখড়ায় খেলা শুরু করেছিলেন। ২০১২-তে সুশীল কুমারকে রুপো জিততে দেখে বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন দিল্লির ছত্রসাল স্টেডিয়ামের কুস্তির প্রশিক্ষণ শিবিরে। মাত্র ১০ বছর বয়সে। তখনও অজানাই ছিল জীবনের বাঁকে কী অপেক্ষা করে আছে। এক বছরের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাবা ও মাকে হারান তিনি। ১১ বছর বয়স থেকে বলতে গেলে একপ্রকার অনাথ আমনকে নিজেদের পরিবারের সদস্য হিসেবে বড় করে তোলেন ছত্রসালের বাকি কুস্তিগির ও কোচরা। তৈরি করেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগী হিসেবে। তাই ব্রোঞ্জ জেতার পর সবার আগে ছত্রসালের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভোলেননি আমন।

জীবনের প্রথম বড় প্রতিযোগিতা জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন আমন ২০২১-এ ললিত কুমারের কোচিংয়ে। ২০২২-এ অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জেতার পর ২০২৩-এ আস্তানায় এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও সেরার স্বীকৃতি পান। হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে ৫৭ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ প্রাপ্তির পর ২০২৪-এ জাগ্রেব ওপেন কুস্তিতে সোনা জিতে প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণের দাবি জোরালো করেন। প্যারিসে আমনই ছিলেন ভারতের একমাত্র পুরুষ প্রতিযোগী কুস্তিতে। তাঁকে পাঠানো যে ভুল হয়নি সেটা প্রমাণ করেছেন আমন। ভারতের সবচেয়ে কম বয়সি (২১ বছর ২৪ দিনে) কুস্তিগির হিসেবে ব্রোঞ্জ পদক জিতে।

উল্লেখ্য, ৫৭ কেজি বিভাগে অংশ নেওয়া আমনের ওজন ৫ কেজি বেড়ে গিয়েছিল আগের দিন। যে কোচ আর কোচিং স্টাফরা মিলে বিনেশ ফোগাটের ওজন মাত্র ১০০ গ্রাম কমাতে পারেননি, তাঁরা সারারাত ধরে আমনকে জাগিয়ে রেখে, নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে ৫ কেজি ওজন কমিয়ে ফেলেন। আমন নিজেও পদক জয়ের পর মিক্সড জোনে এসে বলেন, 'খুব চিন্তায় ছিলাম। চাইনি বিনেশের মতো আমার পরিণতি হোক। তাই বাড়তি কসরত করে, না খেয়ে ওজন কমাই কোচ জগমিন্দার সিং ও বীরেন্দার দাহিয়া, কোচিং স্টাফদের পরামর্শ মেনে। প্রতি ঘণ্টায় আমার ওজন মাপা চলছিল। ভাল লাগছে দেশের হয়ে পদক জিতে। তবে ব্রোঞ্জ জিতে সন্তুষ্ট থাকতে চাই না। লক্ষ্য সোনা জয়। সেমিফাইনালে হারটা দ্রুত মন থেকে ঝেড়ে ফেলে তৈরি হয়েছিলাম পদক জয়ের শেষ সুযোগের লড়াইয়ের জন্য। কোচ বলেছিলেন, আমি যেন নিজের পায়ের ডিফেন্স নিয়ে সতর্ক থাকি। এছাড়া সারারাত ধরে প্রতিপক্ষের লড়াইয়ের ভিডিও দেখে কৌশল ঠিক করেছিলাম।' আমন আরও জানান, 'আমার আদর্শ সুশীল পালোয়ানজি ভারতের হয়ে পরপর দুটো অলিম্পিকে রুপো আর ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। দেশবাসীকে কথা দিচ্ছি, ২০২৮ সালে লস এঞ্জেলসে সোনা জিতবই। ২০৩২ অলিম্পিকেও পদক জিতব।'

ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে আমন শেরাওয়াত। ছবি: পিটিআই

শুভেচ্ছায় ভাসছেন আমন

শুক্রবার প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুস্তিগির আমন শেরাওয়াত। মাত্র ২১ বছর বয়সে পদক জিতে ভারতের সর্বকনিষ্ঠ পদকজয়ী হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছেন তিনি। এই কুস্তিগিরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেশের প্রাক্তন খেলোয়াড়রা। প্রাক্তন অলিম্পিয়ান বজরং পুনিয়া লেখেন, 'শাবাশ আমন শেরাওয়াত! ব্রোঞ্জ জয়ের জন্য তোমায় অভিনন্দন। ২০০৮ অলিম্পিক থেকে ভারত কুস্তিতে খালি হাতে ফেরেনি। তুমি রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখলে।' অলিম্পিকে একসময়ের সোনাজয়ী শুটার অভিনব বিন্দ্রা লিখেছেন, 'কুস্তির প্রতি ডেডিকেশনই আজ তোমায় সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছে। আমি গর্বিত।' প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহবাগ বলেন, 'অভিনন্দন আমন শেরাওয়াত। তুমি অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতকে গর্বিত করেছ।'

শেষ আটে হার রীতিকার

আজকালের প্রতিবেদন

অলিম্পিকে অভিষেকেই চমকে দিলেন রীতিকা হুডা। সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হলেও প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাইয়ের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত লড়াই করলেন ভারতের এই মহিলা কুস্তিগির।

মহিলাদের ৭৬ কেজি বিভাগের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হাঙ্গেরির বার্নাডেট ন্যাগিকে ১২-২ ব্যবধানে উড়িয়ে শেষ আটে পৌঁছেছিলেন রীতিকা। কোয়ার্টার ফাইনালে রীতিকার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কিরগিজস্তানের আইপেরি মেডেট কিজি। শুরু থেকেই দু'জনে রক্ষণাত্মক খেলার ওপর জোর দিয়েছিলেন। শীর্ষ বাছাইয়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুললেও জয় ছিনিয়ে নিতে পারেননি রীতিকা। লড়াই শেষে দু'জনের পয়েন্ট সমান সমান ছিল। কিন্তু কুস্তির নিয়মে শেষ পয়েন্ট কিজি পাওয়ায় তিনিই সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পান।

রক্ষণাত্মক খেলার জন্য রীতিকাকে দুষেছেন ভারতীয় দলের কোচ বীরেন্দর দাহিয়া। তাঁর বক্তব্য, 'এত রক্ষণাত্মক খেললে জেতা যায় না।' প্রশ্ন উঠছে, কোচ হয়ে তিনি রীতিকাকে আক্রমণাত্মক খেলার নির্দেশ দেননি কেন?

কর্নার

লং ইতিহাস

টেবিল টেনিসে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতল চীন। অলিম্পিকে টানা পাঁচবার। এই জয়ের পথে ইতিহাস গড়লেন সে দেশের কিংবদন্তি টিটি প্লেয়ার মা লং। তাঁর সোনার সংখ্যা ছয়। টিম ইভেন্টে সোনা জিতেছেন লন্ডন, রিও, টোকিও, প্যারিসে। আর সিঙ্গলসে সোনা জিতেছেন রিও ও টোকিওয়ে।

বার্তায় বাতিল

প্যারিস গেমসেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ব্রেকড্যান্স। আফগানিস্তানের মানিঝা তালাশ অংশ নিয়েছিলেন অলিম্পিক রিফিউজি দলের সদস্য হিসেবে। কিন্তু অভিষেকেই সমস্যা। তাঁর পোশাকে লেখা ছিল 'ফ্রি আফগান উওমেন'। অলিম্পিকের মঞ্চে রাজনৈতিক বার্তা নিষিদ্ধ। তাই মানিঝাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

কমলা নজির

ইতিহাস গড়ল হল্যান্ড। এই প্রথম কোনও দেশ অলিম্পিক হকিতে সোনা জয়ে 'ডাবল' করল। ছেলেদের হকির ফাইনালে জার্মানিকে হারিয়ে সোনা জিতেছিল ডাচরা। মেয়েদের ফাইনালে কমলা ব্রিগেডের প্রতিপক্ষ ছিল চীন। দুই ম্যাচেই ১-১ হওয়ার পর পেনাল্টি শুটআউটে ৩-১ ব্যবধানে জিতেছে হল্যান্ড।

আজ সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আকর্ষণ টম ক্রুজ

মুনাল চট্টোপাধ্যায়

প্যারিস, ১০ আগস্ট

টম ক্রুজ মানেই শিহরন জাগানো স্টান্ট। সুবিশাল অট্টালিকার গা বেয়ে ওঠা, উড়ন্ত বিমানের ডানা ধরে ঝুলে চলা, দ্রুতগতিতে বাইকে চড়ে জীবন বাজি রেখে বাধার গণ্ডি টপকে যাওয়া। এমনই সব স্টান্টের নায়ক হবেন স্তাদ দ্য ফ্রান্সের প্যারিস অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সেরা আকর্ষণ। চলতি বছর মার্চ মাসে ফ্রান্স আর প্যারিসের বিভিন্ন অলিম্পিকের ভেন্যুতে হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে শুটিং সঙ্গী ও কর্মীদের সঙ্গে। হলিউডের সাইন লাগানো বিলাসবহুল জাহাজকে শেন নদীর বুকে ভাসতে দেখা গিয়েছিল। এমনকী প্যারিসে সেন্ট জর্জ মেট্রো স্টেশন, আর্ক দ্য ট্রায়াম্প, আইফেল টাওয়ার সংলগ্ন বীরহাকিম, মোনালিসা খ্যাত লুভ-সহ বিভিন্ন মিউজিয়াম, স্থাপত্যের মধ্যেও ঘুরতে দেখা গিয়েছিল নানা স্টান্ট করে। একসময় তাঁকে দেখা যায়, অলিম্পিকের পতাকা তিনি কারও এজনের হাতে তুলে দিচ্ছেন। তিনি কে এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তাঁর সঙ্গীরা ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছেন শুধু এটুকু বলেই যে টম, তাঁর নতুন ছবি 'মিশন ইমপসিবল ৮'-এর জন্য শুটিং করছেন। জানা গেছে, হলিউডের স্টান্টমাস্টার অভিনেতার এই বিষয়গুলো আগেই রেকর্ড করা হয়েছে শুটিংয়ের মাধ্যমে। সেটা প্যারিসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জায়ান্ট স্ক্রিনে তুলে ধরা হবে। রিল আর রিয়েল লাইফের ছবি মিলিয়ে একটা অভূতপূর্ব মায়াবী পরিবেশ তৈরি হবে।

জায়ান্ট স্ক্রিনে অভিনেতা অলিম্পিক পতাকা হাতে লস এঞ্জেলেসের প্রতিনিধির হাতে ২০২৮ অলিম্পিক আয়োজনের সূচনা করবেন তিনি। এর বাইরে আলো ও আওয়াজের সঙ্গে ছবির কারসাজিতে ফুটে উঠবে হারিয়ে যাওয়া অলিম্পিকের ইতিহাস। প্রাচীন থেকে আধুনিক অলিম্পিকের কীর্তিগাথা। অনেকটা স্টোরিটেলিংয়ের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হবে। আর থাকবে বিশ্বমানের অ্যাক্রোব্যাটস, নৃত্যশিল্পী, গায়কের দল। স্তাদ দ্য ফ্রান্সে লস এঞ্জেলেসের প্রতিনিধির হাতে অলিম্পিক পতাকা তুলে দেওয়ার সময় আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশ করবেন সেদেশের পাঁচবারের গ্র্যামি খেতাবজয়ী সঙ্গীতশিল্পী। আর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের অ্যাথলিটের মাঝে ভারতের পতাকা থাকবে একই অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী মানু ভাকের আর হকিতে ব্রোঞ্জ জয়ী পি আর শ্রীজেশের হাতে।

নীরজ, নাদিমের লক্ষ্য জ্যাভেলিনকে জনপ্রিয় করা

আজকালের প্রতিবেদন

ট্র্যাকে একে অপরকে যতই টপকে যাওয়ার প্রচেষ্টা থাকুক না কেন, দু'জনের বন্ধুত্ব যথেষ্টই গাঢ়। দু'জনের মধ্যেই রয়েছে সুস্থ প্রতিযোগিতা। অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম। আর ভারতের নীরজ চোপড়া জিতেছেন রুপো। সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রেখে ভারত ও পাকিস্তানে জ্যাভেলিন জনপ্রিয় করতে চান প্যারিস অলিম্পিকে এই দুই পদকজয়ী।

তাঁদের দু'জনের সাফল্যে ভারত ও পাকিস্তানে অ্যাথলেটিক্সে উন্নতি হবে কিনা এই প্রসঙ্গে নীরজ বলেন, 'ইতিমধ্যেই দুই দেশে জ্যাভেলিনের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। ভারতে অনেক প্রতিভাবান জ্যাভেলিন থ্রোয়ার দেখতে পাচ্ছি। পাকিস্তানেও ছবিটা একই। এশিয়ান গেমসে হাঁটুর চোটের কারণে নাদিম খেলতে পারেনি। তার জায়গায় ছিলেন ইয়াসির সুলতান। খুব ভাল ছুড়েছিলেন। নাদিম অলিম্পিকে পদক জেতায় আরও অনেকে অনুপ্রাণিত হবে।'

ক্রিকেটে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নাদিম এখন তাঁর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। এই অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রিকেট থেকে জ্যাভেলিনের দিকে কি চলে যাবে? নীরজ বলেন, 'ক্রিকেটের মতো জ্যাভেলিনে আরও প্রতিযোগিতা থাকলে এটা সম্ভব হত। আমাদের মাত্র দুটি বড় প্রতিযোগিতা। চার বছর পর অলিম্পিক এবং প্রতি দুই বছরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ।'

অন্যদিকে, জ্যাভেলিনে পাকিস্তান ও ভারতে সোনা ও রুপো আসায় দারুণ খুশি নাদিম। তিনি বলেন, 'দারুণ খুশি। পাকিস্তান ও ভারত সত্যিই ভাল পারফর্ম করেছে। ২০২৩ সালে বুদাপেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নীরজ সোনা জিতেছিল। প্যারিসে আমার জন্য সোনালি মুহূর্ত। এখানে ও রুপো জিতেছে। আমাদের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। চাই এই বন্ধুত্ব অটুট রাখতে।' নীরজ বলেন, 'নাদিম দুর্দান্ত থ্রো করে অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছে। ওকে অভিনন্দন। আমরা কঠোর পরিশ্রম করব, দুই দেশের জ্যাভেলিনের প্রতি আগ্রহী তরুণদের অনুপ্রাণিত করব।'

দুই পদকজয়ী। শ্রীজেশ, নীরজ। ছবি: পিটিআই

ফিরে অভ্যর্থনায় আপ্লুত হরমনপ্রীতরা

ঘরে ফেরার হাসি। হরমনপ্রীতদের মুখে। ছবি: পিটিআই

আজকালের প্রতিবেদন

প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতে দেশে ফিরল ভারতীয় হকি দল। শনিবার সকালে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হরমনপ্রীত সিং ব্রিগেডকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন কয়েকশো সমর্থক। যদিও দলের সব সদস্য আসেননি। রবিবার রাতে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জোড়া ব্রোঞ্জজয়ী মানু ভাকেরের সঙ্গে ভারতের পতাকাবাহকের দায়িত্ব পালন করবেন ভারতীয় হকি দলের কিংবদন্তি গোলকিপার পিআর শ্রীজেশ। জাতীয় দলের অমিত রোহিদাস, রাজ কুমার পাল, অভিষেক, সুখজিৎ সিং এবং সঞ্জয় অংশ নেবেন মার্চপাস্টে। এদিন হরমনপ্রীতদের ফুল-মালায়, ঢাক-ঢোলে স্বাগত জানায় উচ্ছ্বসিত জনতা। সমর্থকদের ভালবাসায় ভাসতে ভাসতে ভারতের হকি অধিনায়ক হরমনপ্রীত বলেছেন, 'ভাল খেলার জন্য যে সমর্থন, সহযোগিতা দরকার ছিল, সব পেয়েছি আমরা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি, দলের প্রত্যেক সদস্য খুব খুশি এবং গর্বিত। ভারতীয় হকির জন্য বড় সাফল্য। যেভাবে ভালবাসা ঝরে পড়েছে এদেশের হকির ওপর, আমাদের দায়িত্ব দ্বিগুণ হয়েছে। চেষ্টা থাকবে আগামীদিনেও দেশের জন্য পদক জেতা।' একটু থেমেই জুড়ে দিয়েছেন, 'আজ যে অভ্যর্থনা পেলাম, আমি আপ্লুত। হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। অলিম্পিকের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছিলাম আমরা। তারই ফল মিলেছে। গোটা দেশ পদকজয়ে আনন্দিত।'

অলিম্পিক হকিতে ভারতের দীর্ঘ পদক-খরা কেটেছিল গত টোকিও অলিম্পিকে। ব্রোঞ্জ পেয়েছিল ভারত। এবারও তাই। স্পেনের বিরুদ্ধে ব্রোঞ্জ পদক ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন হরমনপ্রীত। ১০ গোল করে তিনিই এবার অলিম্পিকে ছেলেদের হকিতে সর্বোচ্চ গোলদাতা। সতীর্থরা ভালবেসে হরমনপ্রীতকে ডাকেন 'সরপঞ্চ' নামে। 'অলিম্পিকের মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে চাই। ভারতীয় হকি যে আবার তার পুরনো জায়গা ফিরে পেয়েছে, তার প্রমাণ পরপর দুই অলিম্পিকে পদক জয়। নিজেদের দিনে আমাদের আটকানো মুশকিল বিপক্ষের কাছে। সবাইকে অনুরোধ, এভাবেই আমাদের পাশে থাকুন। সমর্থন করুন। আমরা আরও জয় উপহার দেব আপনাদের', মন্তব্য হরমনপ্রীতের। ভারতীয় দলের আর এক সিনিয়র সদস্য মনপ্রীত সিংয়ের মন একটু খারাপ এবার সোনা জয়ের লক্ষ্য পূরণ না হওয়ায়। তবে শেষপর্যন্ত ব্রোঞ্জ জেতায় সেই খুশিও গোপন করেননি তিনি। অলিম্পিকের পরই হকিকে বিদায় জানিয়েছেন শ্রীজেশ। তাঁকে নিয়েও সতীর্থরা উচ্ছ্বসিত। ফরোয়ার্ড ললিত উপাধ্যায়, ডিফেন্ডার জার্মানপ্রীত সিংরা বলছেন, 'শ্রীজেশ ভারতীয় হকির গ্রেট ওয়াল।'

পদক তালিকা

দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
চীন	৩৭	২৭	২৩	৮৭
আমেরিকা	৩৩	৪১	৩৯	১১৩
অস্ট্রেলিয়া	১৮	১৭	১৪	৪৯
ভারত	০	১	৫	৬

রসনাতৃপ্তি

পছন্দের খাবার হাতে পেতেই মুখে চওড়া হাসি মানু ভাকেরের। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

এএফসি-র আগে ‘অন্ধকারে’ কুয়াদ্রাত

আজকালের প্রতিবেদন

আধুনিক ফুটবলে ম্যাচের আগে ভিডিও অ্যানালিসিস গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিপক্ষের ভিডিও ঘেঁটে তৈরি হয় ম্যাচ জেতার ব্লু প্রিন্ট। কিন্তু এএফসি কাপে তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব আলটাইন আসেরের বিরুদ্ধে নামার আগে এসব তেমন কিছুই করতে পারছেন না ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। কেন এই পরিস্থিতি? শোনা যাচ্ছিল, শেষ তিন বছর এই ক্লাব যে লিগে খেলে, সেই লিগ সম্প্রচারই হয়নি। তাই অনেক চেষ্টা করেও কার্যত কোনও ভিডিওই জোগাড় করা যাচ্ছে না। আর বিষয়টি যে সত্যি তা শনিবার জানিয়ে গেলেন কুয়াদ্রাতও। ‘ঠিকই শুনেছেন। ওদের লিগের কোনও সম্প্রচার হয়নি। তাই ভিডিও জোগাড় করা যাচ্ছে না।’ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে এটা তো বড় সমস্যা? কুয়াদ্রাতের

অনুশীলনে ক্লেইটন, নন্দ

উত্তর, ‘সমস্যা ভেবে বসে থাকলে তো হবে না। সমাধানের চেষ্টা করছি আমরা। জিততেই হবে।’ তবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ভাল খবরও রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের জন্য। চোটের জন্য বেশ কয়েকদিন বাইরে ছিলেন নন্দকুমার। এদিন পুরোদমে অনুশীলন করলেন। বললেন, ‘আমি এএফসি ম্যাচ খেলব।’ বড় কথা দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ পর বেশ কিছুক্ষণ অনুশীলন করলেন ক্লেইটন সিলভাও। বললেন, ‘আশা করছি এই ম্যাচে খেলতে পারব।’ তবে এদিন অনুশীলনে ছিলেন না জিকসন সিং এবং দিমিত্রিয়স। দু’জনকেই দ্রুত ম্যাচ ফিট করার জন্য হোটেলে পরিশ্রম করেছে মেডিক্যাল টিম। রবিবার তাঁরা অনুশীলনে যোগ দিতে পারেন। দু’জনকেই এএফসি ম্যাচে পেতে আশাবাদী ইস্টবেঙ্গল।

অন্যদিকে এই ম্যাচের জন্য আপাতত ৩০ হাজার মতো টিকিট ছাড়া হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ছাড়াও ত্রিধারা সম্মিলনী ক্লাব এবং রুবি হাসপাতালের মোড়ে টিকিট বিক্রির কিয়স্ক হয়েছে।

ভারত সফরে আসতে পারে বাংলাদেশ

দেবাশিস দত্ত

গণ-অভ্যুত্থান বা রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে বাংলাদেশজুড়ে যে অশান্তির আবহ তৈরি হয়েছে, তা কি দ্রুত মেটা সম্ভব? লুঠতরাজ চলছেই। তা হলে কি সেপ্টেম্বরে ভারতে টেস্ট সিরিজ খেলতে আসবেন শান্ত, সাকিবরা?

এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি পাপনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল কি আসতে পারবে ভারতে? বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ম্যানেজার রাবিদ ইমাম শনিবার ঢাকা থেকে টেলিফোনে জানালেন, ভারত সফর বাতিল হতে পারে, এমন কোনও খবর জানেন না। শুধু জানেন, দিন কয়েকের মধ্যে পাকিস্তান সফর শুরু হবে। সেখানে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ‘এ’ দলের কয়েকজন ক্রিকেটারের সঙ্গে মুশফিকুর রহিমের মতো সিনিয়র কয়েকজন ক্রিকেটারকে পাঠানো হয়েছে। ওখান থেকেই বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ভারত সফরে যাবে।

মিরপুরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিসের সামনে যেদিন গোলাগুলি চলছিল, সেদিনও অফিসের ভিতরে ছিলেন বেশ কয়েকজন কর্মচারী। রাবিদও ছিলেন। গুলির আওয়াজ শুনে অফিসের ভিতরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেক রাতে সবাই যে যাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। অভ্যুত্থানের পর থেকে বিসিবি কর্তারা অফিসে আসা বন্ধ করেছেন।

রাবিদের সঙ্গে কথা বলে আরও যে কয়েকটা তথ্য পাওয়া গেল, তা এরকম:

এক, লিটন দাসের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে যে খবর প্রচার করা হয়েছিল, তা মিথ্যা। লিটন ভাল আছেন, বাড়ি অক্ষত। পরিবারের লোকজনও ভাল আছেন। দুই, তামিম ইকবালকে ফেরানো হতে পারে। পাকিস্তানে না গেলেও, ভারত সফরে তামিমের যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তিন, সাকিব-আল-হাসান আপাতত আছেন টরন্টোয়। ওখানে সাকিব একটি টি২০ প্রতিযোগিতায় খেলছেন বেঙ্গল টাইগার্সের হয়ে।

সেনাপ্রধানকে চিঠি

■ অক্টোবরের ৩-২০ তারিখ বাংলাদেশে হওয়ার কথা মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ। যদিও সেদেশে চরম রাজনৈতিক ডামাডোলের কারণে বিশ্বকাপ আদৌ সংগঠিত করা যাবে কিনা, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। এই অবস্থায় একটি সংবাদ সংস্থার খবর, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দেশের সেনাপ্রধানের কাছে চিঠি দিয়ে টি২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে কঠোর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। বিশ্বকাপের জন্য দুটি ভেন্যু নির্দিষ্ট করেছে বিসিবি। সিলেট এবং মিরপুর।

খেলার খুচরো

নামছে বাগান

রবিবার লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামছে মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ। প্রথমে মোহনবাগান মাঠে এই ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও তা কল্যাণী স্টেডিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়। ম্যাচ শুরু দুপুর তিনটের সময়। সুপার সিক্সে পৌঁছানোর লড়াইয়ে টিকে থাকতে ৩ পয়েন্ট ভীষণ জরুরী মোহনবাগানের।

আইএসএল শুরু

আভাস পাওয়া গিয়েছিল আগেই। আর শনিবার সরকারিভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হলো, এবারের আইএসএল শুরু হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের সঙ্গে এবার আইএসএলে বাংলার আরেক প্রধান মহমেডানও।

স্পোর্টস ডে

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন সচিব প্রয়াত দীপক (পল্টু) দাসের জন্মদিন উপলক্ষে ১৩ আগস্ট ইস্টবেঙ্গলের স্পোর্টস ডে-তে সম্মানিত হবেন লিয়েন্ডার পেজ। এছাড়াও সম্মানিত হবেন হকি, অ্যাথলেটিক্সের কৃতি খেলোয়াড়রা। এছাড়াও হবে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির।

এনওসি পেলেন আনোয়ার

আজকালের প্রতিবেদন

শনিবার রাতে ফেডারেশনের প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি থেকে কাঙ্ক্ষিত নো অবজেকশন সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন আনোয়ার আলি। আর এই সার্টিফিকেট পাওয়ার পরেই তিনি আর মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ফুটবলার রইলেন না। তিনি এখন দিল্লি এফসির ফুটবলার। এবার তাঁর পছন্দের যে কোন ক্লাবে সই করতে পারেন আনোয়ার। সূত্রের খবর অনুযায়ী, সোমবারের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার হিসেবে নিজেকে নথিভুক্ত করার আবেদন করবেন আনোয়ার আলি।

শনিবার আনোয়ার ইস্যুতে প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে মোহনবাগান, দিল্লি এফসি-র পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলের আইনজীবীও নিজেদের বক্তব্য রেখেছেন। এই বৈঠকের পর শনিবার রাতে এনওসি পাঠিয়ে দেয় ফেডারেশন। কিন্তু, ফুটবলারের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া নিয়ে কিছুটা ধীরে চলো নীতি নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। কারণ আনোয়ার ইস্যুতে নিজেদের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত জানায়নি এখনও ফেডারেশন। ২২ আগস্ট পরবর্তী বৈঠক। আর সেই বৈঠকেই ইস্টবেঙ্গল এবং দিল্লি এফসির বক্তব্য শুনে আনোয়ার ইস্যুতে জরিমানা এবং অন্যান্য শাস্তি কী হবে, তা জানাবে কমিটি। তাই ইস্টবেঙ্গল আনোয়ারকে রেজিস্ট্রেশন করানোর বিষয়ে সবুজ সংকেত পেয়ে গেলেও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছে।

এভাবেই বারবার সাদা-কালোর আক্রমণ থেমে গেল বিএসএস রক্ষণে।

লিগে আটকে গেল মহমেডান

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা লিগের ম্যাচে আটকে গেল মহমেডান স্পোর্টিং। শনিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে বিএসএসের সঙ্গে মহমেডানের ম্যাচ শেষ হল গোলশূন্য অবস্থায়। এদিন প্রথম থেকেই দুই দল ছন্নছাড়া ফুটবল খেলে। বিএসএসের রক্ষণের জাল ভেদ করতে পারেনি মহমেডানের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা। সাদা-কালো মাঝমাঠেও সৃষ্টিশীলতার অভাব দেখা গেছে। দ্বিতীয়ার্ধে মহমেডান ফুটবলাররা কিছুটা তেড়েফুঁড়ে ফুটবল খেলার চেষ্টা করলেও গোল আসেনি। মাঝমাঠে তন্ময় ঘোষের অভাব এদিন ভালই টের পেয়েছে মহমেডান। যদিও সাদা-কালো টিম ম্যানেজমেন্টের বক্তব্য তাঁরা গোলের পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ফুটবলাররা একের পর এক সহজ সুযোগ নষ্ট করার জন্য জয় আসেনি।

এবারের কলকাতা লিগে মহমেডান একদমই গত বছরের ফর্মের ধারে কাছে নেই। তার মধ্যে শনিবার আবার পয়েন্ট নষ্টে সমর্থকদের হতাশা যে বাড়ল তা বলাই বাহুল্য। এই ম্যাচের পর ৯ ম্যাচে ১৫ পয়েন্টে মহমেডান। কঠিন হচ্ছে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের রাস্তা। মহমেডানকে গ্রুপ পর্বের বাকি ম্যাচগুলো জিততেই হবে। সেদিকেই আপাতত নজর কোচ থেকে ফুটবলার সবার। তবে চাপ যে বাড়ছে তা বলাই যায়।

ডার্বি জয় ম্যান সিটির

আজকালের প্রতিবেদন

এফএ কমিউনিটি শিল্ডের ফাইনাল ম্যাচ। সেটাও আবার ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি। তাই সমর্থকদের মধ্যে টানটান উন্মাদনা ছিল। কিন্তু যতটা ভাবা হয়েছিল, ততটাও ভালমানের খেলা হল না মর্যাদার ডার্বি ম্যাচে। লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে নির্ধারিত সময়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটির খেলার ফল ছিল ১-১। গোলদাতা আলেহান্দ্রো গার্নাচো ও বার্নার্ডো সিলভা। পরে টাইব্রেকারে ৭-৬ ম্যাচ জেতে সিটি।

একদিকে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, মার্কাস র‍্যাশফোর্ড, আর অন্যদিকে আর্লিং হালান্ড, জেরেমি ডোকু— প্রথম একাদশে সেরা প্লেয়ারদের নিয়েই নেমেছিল দুই দল। প্রথমার্ধে একেবারেই প্রত্যাশামাফিক খেলেনি দুই ম্যাঞ্চেস্টার। আক্রমণাত্মক ছকে দল সাজালেও গোল আসেনি প্রথম ৪৫ মিনিটে। খেলায় ধার বাড়ে বিরতির পর। গোলের খোঁজে মরিয়া হয়ে ওঠে দু’দল। অবশেষে ৮২ মিনিটে গার্নাচোর গোলে এগিয়ে যায় ম্যান ইউ। যদিও সেই লিড বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৮৯ মিনিটেই ম্যান সিটিকে সমতায় ফেরান সিলভা। এরপর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেই জয় পেয়েছে পেপ গুয়ারদিওলার দল।

ফুটবল ফাইনালে অয়েল ইন্ডিয়াকে ২-১ হারিয়ে শিরোপা জয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার। আরবিআইয়ের দুই গোলদাতা মহম্মদ রফিক ও লিস্টন কোলাসো।

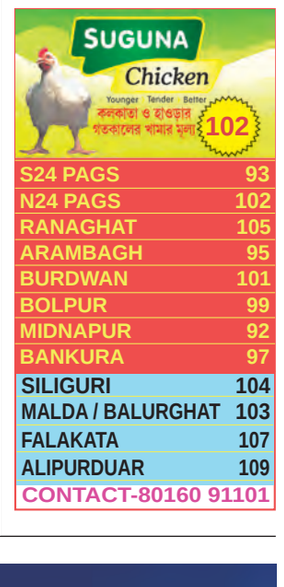

২
গল্প
এই ঠিকানা
আমার নয়

রবিবাসর
আজকাল কলকাতা রবিবার ১১ আগস্ট ২০২৪

৩
জোড়াসাঁকো
ঠাকুরবাড়ি

ছবি: কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

প্রথম তোপ্‌সের কথা

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজের প্রথম চলচ্চিত্র ‘সোনার কেল্লা’য় তোপ্‌সের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি। ‘ফেলুদার প্রথম তোপ্‌সে’ বইতে সে কথাই বিশদে লিখেছেন সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি। বইটি থেকে রাজস্থানে সোনার কেল্লা-র শুটিংয়ের বর্ণনার অংশবিশেষ প্রকাশিত হল। বইটি প্রকাশ করেছে পত্রভারতী।

রাজস্থান যাওয়ার দিন যত এগিয়ে আসছিল, মায়ের মন তত উচাটন হচ্ছিল। সাড়ে তেরোর কিশোর যাচ্ছে অতদূর। বিভিন্ন সময়ে নানারকম উপদেশ দেওয়া চলতে লাগল মায়ের। ‘বাবু, রাজস্থানে রাতে কিন্তু ভীষণ ঠান্ডা, অনেকগুলো গরম জামাকাপড় নিতে হবে।’ মা কিন্তু আগে কখনও রাজস্থান যাননি। সম্ভবত ছোটবেলার ভূগোল পড়ার অভিজ্ঞতা থেকেই আন্দাজ করেছিলেন, মরুভূমি অঞ্চলে রাতে খুব ঠান্ডা লাগে।

এইরকম পরামর্শ মা ছাড়াও বড় মাসি, ছোট মাসি, মামা এবং দাদু-দিদিমার কাছ থেকেও আসত। দাদু সতীশচন্দ্র গুহ এবং দিদিমা ননীবালার খুবই স্নেহের ছিল এই বড় নাতি। দাদু যেমন পড়ে শোনাতেন ‘ঠাকুরমার ঝুলি’-র গল্পগুলো, দিদিমার কাছ থেকে শিখেছি রান্নার নানা দিক। ভজহরি মান্না তৈরি করার অনেক কারণের মধ্যে ছিল দিদিমার এই রান্নার প্রভাব। কিছু উপকরণ ছাড়াই যে লেভেলের রান্না করতে পারত ‘দিদু’ তা আজকের দিনে বড় বেশি করে মনে পড়ে।

হাওড়া স্টেশনে শুটিং

২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৪। রাজস্থান যাওয়ার দিন স্থির হয়েছিল ওইদিনই। কিন্তু তাঁর আগেও একদিনের শুটিং বাকি ছিল। সেটা এই হাওড়া স্টেশনেই।

হাওড়া স্টেশন থেকে রাজস্থান যাওয়ার জন্য তুফান এক্সপ্রেসে চড়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য। দৃশ্যটা এরকম— ফেলুদা আর তোপসে গেটে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে নাড়তে ট্রেনে করে চলে যাচ্ছে আর এদিক থেকে হাত নাড়ছে

তোপসের মা আর বাবা।

আমার মনে একটাই খটকা। ট্রেন যদি চলেই যায়, তা হলে আমরা নামব কী করে? নাকি ট্রেনটা একটু এগিয়ে থেমে যাবে, যাতে ফেলুদা আর আমি নেমে পড়তে পারি।

আমার এই প্রথম আউটডোর শুটিং। স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম শুটিং দেখার জন্য স্টেশনে লোক থিকথিক করছে। কৌতূহলী সব মুখ। সবার নানা প্রশ্ন। কিন্তু শুটিং ইউনিটের লোক তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না। চলছে ধাক্কাধাক্কি, এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। শুটিংয়ের জায়গাটুকু একটা দড়ি দিয়ে ঘেরা রয়েছে। সেখানে ইউনিটের অভিনেতারা যাত্রী সেজে যাতায়াত করছেন।

আমি দেখলাম লোকজন সত্যজিৎ রায় আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি আমাকে নিয়েও বেশ কৌতূহলী। বলতে বাধা নেই, বেশ একটা স্টার স্টার ব্যাপার অনুভব করছিলাম। এত কিছুর মধ্যেও মন থেকে সেই চিন্তাটা কিন্তু যাচ্ছে না। ট্রেন চলতে শুরু করলে চলন্ত ট্রেন থেকে নামব কী করে?

ট্রেনের কামরার বাইরে ট্রলি পাতা হয়েছে। তার ওপর ক্যামেরায় চোখ দিয়েছেন সত্যজিৎ স্বয়ং। ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে ফেলু আর তোপসেকে হাত নাড়তে বললেন সত্যজিৎ। সাউন্ড, ক্যামেরা রোলিং, অ্যাকশন। আমি দেখলাম ট্রেন ছাড়ল না। ট্রলিটা আস্তে আস্তে ট্রেন ছাড়ার গতিতে পিছিয়ে গেল, যাতে ছবিতে মনে হল ট্রেন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছাড়ছে।

ট্রেনযাত্রা

নির্দিষ্ট দিনেই হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা দিল ‘তুফান এক্সপ্রেস’। এই ট্রেনটায় যাওয়ার একটা বিশেষ কারণ ছিল। ট্রেনটা হাওড়া ছাড়ে ঘড়ির কাঁটা ধরে। কিন্তু তারপর সেই সময়জ্ঞান যে কোথায় হারিয়ে যায় কে জানে! বিভিন্ন স্টেশনে থামতে থামতে যাবে এটাই প্রয়োজন ছিল সত্যজিতের। ধীরে চললে শুটিংয়ে সময় বেশি পাওয়া যাবে। আগে থেকেই রেল কোম্পানির অনুমতি আদায় করে নেওয়া হয়েছিল। ট্রেনে অনেকগুলো দৃশ্য তোলা হয়েছিল। সেই দৃশ্যের সঙ্গে কলকাতার স্টুডিওয় বানানো ট্রেনের কামরার দৃশ্য কোথায় যে একাকার হয়ে যায়, বোঝা দায়। কোনটা যে আসল ট্রেন আর কোনটা যে স্টুডিওর ট্রেন, সত্যিই এখন দেখে বুঝতে পারি না।

স্টুডিওতে যে ট্রেনের কামরা তৈরি হয়েছিল, তা হুবহু আসল ট্রেনের কামরার মতো। ভিতরে বসলে বোঝা যায় না আসল না নকল। এই কামরা বানানোর পিছনে আসল পরিশ্রমটা করেছিলেন আর্ট ডিরেক্টর। তিনি রেল কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে বেশ কয়েকবার গিয়ে শিখে এসেছিলেন রেলের কামরা বানাবার প্রযুক্তি। তারপর হুবহু বানিয়ে ফেলেছিলেন ট্রেনের কামরা। ট্রেনের বাইরের দিকটার প্রয়োজন নেই বলে সেটা ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমন রাখা হয়েছিল। নকল ট্রেনের কামরাটা বসিয়ে রাখা হয়েছিল বেশ কয়েকটা পুরনো গাড়ির টায়ারের ওপরে। এরকম চার কোণে অনেকগুলো করে টায়ার রাখা ছিল। শুটিংয়ের সময় ইউনিটের লোকেরা হালকা হালকা দোলাত কামরাটাকে, তাতে করে চলন্ত ট্রেনের দুলুনিটা স্টুডিওর ট্রেনে ধরা পড়ত। কী অভিনব পন্থা ভাবুন একবার! আবার ফিরে যাই তুফান এক্সপ্রেসে।

যেমন ধরুন কানপুর স্টেশনে বেয়ারা এসে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে, তোপসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। পাশে জটায়ু বসে তার সেই বিখ্যাত সংলাপ বলে চলেছে...‘রাবণ রাজানে জব সীতামাইকো হরণ করকে লে যাতা থা, তব জটায়ু পকসি আকে বহোত পরেশান কিয়া...জটায়ু... মেরা ছদমানাম...।’ এ-সব দৃশ্যই কলকাতার স্টুডিওতে শুট করা।

পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জনের একটা দল দুটো কামরা রিজার্ভ করে চলেছে দিল্লির উদ্দেশে। আমার সঙ্গে অভিভাবক হিসেবে চললেন আমার শিক্ষক পার্থ বসু। তবে এতজনের দলে সবথেকে আকর্ষণীয় মানুষ ছিলেন কামু মুখোপাধ্যায়। কামু স্বভাবসিদ্ধভাবে সকলকে আনন্দ দিয়ে মাতিয়ে রাখতেন। করে চলতেন নানারকম রসিকতা। সকালবেলা কামু মুখোপাধ্যায়ের ‘জাগো বাঙালি’ ডাকে সবার ঘুম ভাঙত।

গাড়ি বর্ধমান স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়েছে হঠাৎ। তার আর নড়ার নাম নেই। খবর নিয়ে জানা গেল, খবরের কাগজের কল্যাণে সকলেই জেনে গেছেন সত্যজিৎ রায় দলবল নিয়ে শুটিং করতে যাচ্ছেন। স্থানীয় মানুষ এসে ট্রেন আটকে রেখেছেন, শুটিং পার্টি তাঁদের দেখা দিয়ে তবে যেতে পারবে। এখানেও মুশকিল আসান কামু মুখোপাধ্যায়। তাঁদের বুঝিয়ে- সুঝিয়ে আবার রওনা দেওয়া গেল।

২৮ জানুয়ারি শুটিং হয়েছিল জটায়ুর আবির্ভাব দৃশ্যের। কানপুরে ট্রেন থামে পনেরো মিনিট। জটায়ু, অর্থাৎ সন্তোষ দত্তকে পোশাক-আশাক পরিয়ে আগে থেকেই তৈরি রাখা হয়েছিল। ট্রেন থেকে নামতেই সঙ্গে একজন ইউনিট সদস্য নেমে চটপট একজন কুলি ঠিক করে ফেলেন। তারপর জটায়ুর এক মিনিটের সেই দৃশ্য। সামনে মাথা থেকে কান ঢাকা ঘোমটা মতন মাফলার, পিছনে দুটো বাক্স মাথায় কুলি।

এরপর জটায়ুর কামরায় প্রবেশ আর সেই বিখ্যাত উক্তি, ‘তং মাত করো, তং মাত করো। কাফি হো গিয়া, জদা হো গিয়া, যাও’ শুটিং হয়েছিল ইন্দ্রপুরীতে। আবার জটায়ু যেখানে খুখরিটা দেখিয়ে বলছে, ‘নেপালকা অস্ত্র। কত দাম নিল আন্দাজ করুন তো!’

আর ফেলুদা বলছে, ‘পঞ্চাশ-পঁচাত্তর, আপনার হ্যান্ডেলে দামের লেবেলটা এখনও লেগে রয়েছে’, সেই দৃশ্যটা শুট হয় চলন্ত ট্রেনে। সেই দিনই দিল্লি পৌঁছোনো গেল।

এবার দিল্লি

‘তুফান এক্সপ্রেস’ সাধারণত দেরি করে পৌঁছোলেও এদিন সময়মতো ঢুকে পড়ল। দিল্লি পৌঁছোনো গেল সেদিন সন্ধেবেলা। সত্যজিৎ আর বিজয়া রায় উঠলেন কনট প্লেসের ‘জনপথ’ হোটেলে। ‘বাক্স রহস্য’ উপন্যাসে এই হোটেলেই ফেলুদা ওঠেন এবং তাঁকে কেউ মাথায় আঘাত করে। সৌমিত্রকাকুর এখানে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু ইউনিটের অন্যরা যেহেতু আগ্রা হোটেলে, তাই উনিও ওই হোটেলে উঠলেন।

এই হোটেলে বাঙালি খাবার পাওয়া যায়, সেই আগ্রহেই এখানে ওঠা।

পরেরদিন খুব ভোরে লালকেল্লায় শুটিং করা হয়েছিল। ডাঃ হাজরা মুকুলকে লালকেল্লা দেখাচ্ছে আর মুকুল বলছে, ‘এটা সোনার কেল্লা না।’ সেদিন শুটিংয়ে গিয়েছিলেন কুশল চক্রবর্তী, যে কিনা মুকুলের ভূমিকায় অভিনয় করছে, তার বাবা রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী আর ডাঃ হাজরা, মানে শৈলেন মুখার্জি। ছবিতে ডাক্তার হাজরা যেমন অমায়িক, নিপাট ভদ্রলোক, ব্যক্তিজীবনেও তার ব্যতিক্রম নন। আমার আর কুশলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল পিতৃসুলভ। তিনি পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। এই শৈলেনকাকুকে আমরা চারুলতা আর চিড়িয়াখানায় দেখেছি।

সেদিন রাতেই জয়পুরের উদ্দেশে রওনা দিল গোটা দলটা। ভারতীয় রেল তাদের জন্য আলাদা একটা কামরার ব্যবস্থা করে দেয়। ট্রেনে একটাই অসুবিধে ছিল, কোনও আলো ছিল না গাড়িতে। মোমবাতি জ্বেলে কাটাতে হয়। যদিও শীতকাল বলে গরমের সমস্যাটা হয়নি। ওই রকম একটা বাজে পরিবেশে সত্যজিৎ রায় কিন্তু এই দুটি বাচ্চা, আমার আর কুশলের আবদারে তাদের একের পর এক বিভিন্ন গল্প বলে যান, মেমরি গেম খেলে যান। সঙ্গে আরেকজন মানুষের কথা না বললেই নয়, তিনি বিজয়া রায়। শুটিংয়ে দলের একমাত্র মহিলা সদস্য। আমার আর কুশলের সমস্ত আবদার, বায়না তিনিই সামলাতেন।

জয়পুর আর নাহারগড় কেল্লা

ভোরবেলা জয়পুর পৌঁছোলাম। আমি দেখলাম পুরো শহরটাই একই রকম গোলাপি পাথরে তৈরি। আমি তখন জানিও না এই জন্যই জয়পুরকে পিঙ্ক সিটি বলা হয়। সেখানে ‘খাসাকুঠি’ বলে একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হয়। এটির দেখভাল করে রাজস্থান সরকার। এর বাইরের দিকে একটা খুব সুন্দর বাগান আছে।

এইদিন দুপুরে শুটিং শুরু হল নাহারগড় কেল্লায়। যদিও এখানে শুটিং হবে চারজনকে নিয়ে, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কামু মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখার্জি এবং কুশল চক্রবর্তী। তবুও গোটা ইউনিট গেল শুটিংয়ে। পাহাড়ের ওপরে কেল্লা। বেশ খাড়াই পথ। ইউনিটের প্রায় সকলেই হাঁপিয়ে পড়লেন উঠতে গিয়ে। শুধু ক্লান্তির লেশমাত্র নেই সত্যজিতের। আর দুই ছোট ছেলে, তোপসে আর মুকুল। আমরা দৌড়ে দৌড়ে পথটা একবার উঠছি, একবার নামছি।

শুটিং যে হচ্ছে, এখানেও রীতিমতো খবর হয়ে গেছে। আশপাশ থেকে পিলপিল করে লোক এসে জড়ো হয়েছে। ভিড়ের চোটে শুটিং মাথায় ওঠে আর কী। এইবার দড়ি ধরে জনতাকে শুটিং অঞ্চলের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করলাম আমি এবং ফেলুদা নিজেই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যে বাংলা ছবির একজন মহাতারকা, তাঁর দর্শক সামলানো পশ্চিমবঙ্গের সৌমিত্র অনুরাগীরা দেখতে পেলে কী রিয়াক্ট করত, তা জানি না?

এখানে একটা দৃশ্যের শুটিং হয়েছিল, যেখানে মন্দার বোস আরেকটা কেল্লা দেখার অছিলায় ডাক্তার হাজরাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দেবেন। এই দৃশ্যটা কেমন করে তোলা হবে এই ব্যাপারে আমার খুবই কৌতূহল ছিল। শৈলেনজেঠুকে কি সত্যিই ধাক্কা দেওয়া হবে? খাদে পড়ে গেলে লাগবে না? খাদ থেকে উঠবেই বা কী করে? চিন্তার শেষ ছিল না আমার।

শুটিং শুরু হল। মন্দার বোস বললেন, ‘আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছেন, আরেকটা কেল্লা?’

‘কোথায়?’ ডাক্তার হাজরা জিজ্ঞাসা করলেন।

‘এই তো! এইইইই যে!’

এই অবধি শুটিংটা লং শটে হল খাদের ধারে।

আমি মনে মনে বেশ চিন্তায় আছি তখনও। শৈলেনকাকুকে কীভাবে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে? তাঁর লাগবে না তো? খুব ভাল মানুষ শৈলেনকাকু।

শুটিংয়ের গোটা দল এবার চলে এল রাস্তার মাঝখানে। ক্লোজ শট নেওয়া হবে।

‘ওইটে চোখে লাগান।’ ডাক্তার হাজরা দূরবিনটা চোখে লাগাতে যেতেই পিছন থেকে মন্দার বোসের এক রাম ধাক্কা। যেহেতু শুটিং হচ্ছিল রাস্তার মাঝে, ধাক্কা খেয়ে ডাক্তার হাজরা গিয়ে পড়লেন সামনে দাঁড়ানো ইউনিটের সদস্যদের হাতে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, একটা গা-ছমছমে দৃশ্য কী সহজে শুট হয়ে গেল!

এরপর আমরা কেল্লার রাস্তা দিয়ে নীচে চলে গেলাম। সেখানে শুট হবে ডাক্তার হাজরার পড়ে থাকার দৃশ্য। সেখানে ভাঙা পাথরের মধ্যে ডাক্তার হাজরাকে শুইয়ে দেওয়া হল। জামাকাপড় একটু ছিঁড়ে দেওয়া হল, আর একটু লাল রং লাগিয়ে মেকআপ করে দেওয়া হল, যাতে মনে হয় পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত লেগেছে। ডাক্তার হাজরার এখানে একটাই ডায়ালগ বলার ছিল, ‘ইহা, ইহা কোই ডক্টর...’, বলেই অজ্ঞান হয়ে যান। এবার ওই ফেলে দেওয়ার দৃশ্য আর পড়ে থাকার দৃশ্য জুড়ে দিলেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণ হবে। এসব কায়দা শিখতে শুরু করেছি আমিও।

আমি কামুকাকুকে খুবই পছন্দ করতাম তাঁর কাণ্ডকারখানার জন্য। নাহারগড়ের শুটিংয়ে আরেকটা খুব মজার ঘটনা ঘটে। সেই দৃশ্যটা, যেখানে মুকুল জিগ্যেস করছে, ‘ও আর আসবে না?’

কামু মুখোপাধ্যায় বলছেন, ‘পাগল! উট দেখে বলে ওই ল্যাগব্যাগে ঠ্যাং দিয়ে যদি পেটে একটা লাথি মারে!’

এই বলে মজা করে হাত-পা নেড়ে একটা লাফানোর দৃশ্য আছে। যেই এইভাবে লাফিয়ে ডায়ালগটা বলেছেন, সত্যজিৎ ‘কাট’ বলে ক্যামেরা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, ‘কামু, তোমার জ্যাকেটের পকেট থেকে ওটা কী গড়াচ্ছে?’ সবাই দেখল পকেট থেকে হলুদ রঙের কী যেন গড়াচ্ছে।

কামু মুখোপাধ্যায় বেশ লজ্জিত হয়ে, মাথা চুলকে, জিভ কেটে বললেন, ‘মানিকদা, ওটা ডিম। হোটেল থেকে খানচারেক কাঁচা ডিম পকেটে করে নিয়ে এসেছিলাম, রাস্তায় খিদে পেলে কোনও চায়ের দোকান থেকে সেদ্ধ করিয়ে নিতাম।’

ভীষণ বিরক্ত হয়ে সত্যজিৎ রায় বললেন, ‘তোমার যে কী কাণ্ড আমি বুঝতে পারি না।’

‘ও আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মানিকদা, এক্ষুনি পরিষ্কার করে দিচ্ছি।’

আবার জ্যাকেট জলে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে তারপর রিটেক করা হল। এরপর লাঞ্চ ব্রেক। সবাই মিলে নাহারগড় কেল্লায় প্যাকেট করা ড্রাই লাঞ্চ খেলাম। কাটলেট, স্যান্ডউইচ— এসব আর কী।

জয়পুর-পর্ব শেষ করার আগে আরেকটা গল্প বলে নিই। ‘খাসাকুঠি’-তে বহু বিদেশি এসে উঠত। বিরাট ডাইনিং হলে সবার খাওয়ার বন্দোবস্ত হত। আমরা যে টেবিলে বসে খাচ্ছি, তার সামনের একটা টেবিলে একদল বিদেশি খাওয়া-দাওয়া করছে। খাওয়ার থেকে বেশি হল্লা করছে। এই সময় কামু মুখোপাধ্যায় ওই ঘরে ঢুকে, আরও উচ্চস্বরে মোরগের ডাক ডেকে উঠলেন। তার ফলে যে কী হল কিছু বোঝা গেল না, তবে ওই বিদেশিরা একেবারে চুপ করে গেল। চুপচাপ মুখ বুজে খেয়ে, উঠে পড়ল।

কামু মুখোপাধ্যায়ের আরেকটা কাজ ছিল। সকলকে বলে দেওয়া ছিল, যে যা খেতে পারবে না, তারা খাওয়া শুরু করার আগে একটা নির্দিষ্ট থালায় খাবারগুলো যেন তুলে রাখে। হয়তো দুটো করে ডিম দেওয়া হয়েছে, তিনি হয়তো একটা খাবেন, বা খাবেনই না। তিনি তাঁর ভাগেরটা ওই থালায় তুলে রাখবেন।

আমি অবাক হয়ে দেখতাম, কামুকাকু চুপচাপ নিজের খাবারটা শেষ করে কী করে অন্য প্লেটের পুরো খাবারটাও খেয়ে ফেলেন। বছর বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের ভদ্রলোক হাসতে হাসতে খেয়ে হজম করতে পারেন।

এর পরে আমার পইতেতে অন্যদের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ছিলেন কামু মুখোপাধ্যায়। ক্যাটারার ভদ্রলোক আমার বাবাকে এসে জিগ্যেস করেছিলেন, ‘কে এই ভদ্রলোক, আঠেরো-বিশটা গলদা চিংড়ি খেয়ে ফেলেছেন!’ কামু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরবর্তীকালে বাবার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তিনি বাড়িতে আসতেন। বাবার সঙ্গে গল্প-আড্ডা চলত, চলত খানাপিনাও।

নকল ডাক্তার হাজরার কথাও একটু বলা দরকার। অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকতেন ভবানীপুর বকুলবাগানের গোলমাঠের কাছে। আমাদের ভাড়াবাড়ি ছিল ৪২ বকুলবাগান রোডে। তাদের উল্টোদিকের বাড়িতে থাকতেন এ. টি. কানন। এই বকুলবাগান রোডেই ফুটবল খেলতে গিয়ে আহত হয়েছিলাম। কপাল ফাটে। আজও কপালে কাটা দাগটা রয়েই গেছে। স্টিচের দাগ।

অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন ছোট্টখাট্টো চেহারার, নরম আর মিহিগলার ভিলেন এর আগে কখনও কোনও সিনেমায় দেখা গেছে কি? সম্ভবত না। এও সত্যজিতের অভিনব ভাবনা। যেহেতু ছোটদের ছবি, তার ভিলেনরা ভয়ঙ্কর নয়। তারা লুডো খেলে, একজনের জামাতে আবার তাসের প্রিন্ট, একজন ময়ূর দেখে ভয় পায়। একজন আবার চুরি করা খুখরি দিয়ে ফেলুদাকে মারতে যায়, সেটা আবার জং-ধরা। গোটা ব্যাপারটাই মজার মোড়কে মোড়া।

এরপর ২ পাতায়

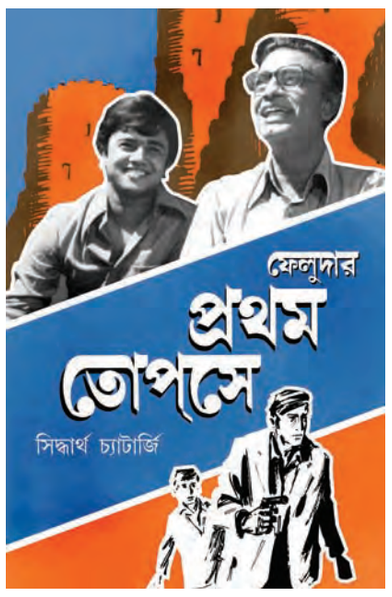

ফেলুদার প্রথম তোপ্‌সে
• সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি
• পত্রভারতী • ৩২৫ টাকা

সোনার কেল্লা ছবির শুটিংয়ের নানা অজানা গল্প আর অমূল্য ছবিতে ভরা বইটি প্রকাশমাত্র পাঠক মহলে বিপুল সাড়া ফেলেছে। সেই বই থেকে অংশ বিশেষ প্রকাশিত হল প্রকাশক পত্রভারতী এবং লেখকের সৌজন্যে। ছবি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

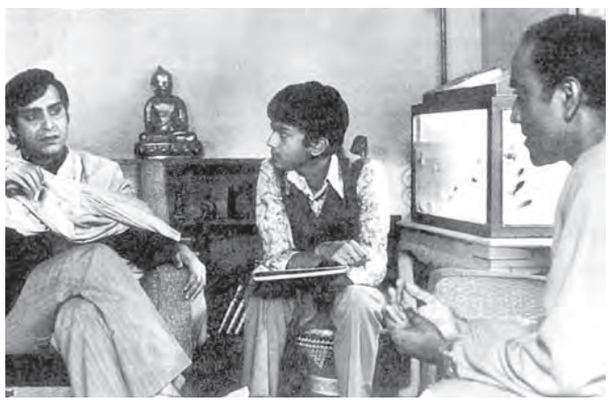

সোনার কেল্লা-র বিভিন্ন দৃশ্যের শুটিংয়ের ছবি

রম্যাণি বীক্ষ্য, মধুরাংশ্চ...

পবিত্র সরকার

আমি এখনও মাঝে মাঝে ঘর থেকে দু–পা ফেলে বেরোই বটে, কিন্তু খুব দূর–দূরান্তরে বেড়াতে যেতে পারি না, তাতে যা চাহিদা— একটানা হাঁটা, ওপরে ওঠা, নীচে নামা— এ সব শরীর অনুমোদন করে না বলেই। ছোটখাটো যা বেরোই, তাতে গাড়ির জানলা থেকে দেখা বাংলা বা কাছাকাছি অঞ্চলের পল্লীদৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যায়, আবার সে সবের ওপরে যখন রোদ–ছায়া–বৃষ্টি খেলে যায় তাতে আমি বেশ চনমনে বোধ করি। মনে হয়, আমার দীর্ঘদিনের কোনও অসুখ সেরে যাচ্ছে। অনুমান করি, সব মানুষের মতোই আমারও মস্তিষ্কের কোনও একটা কক্ষের কোনও স্নায়ুগ্রন্থিতে এই সব মুক্তির জন্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি আছে। কিন্তু বয়স, শারীরশক্তির সীমাবদ্ধতা— এই সব নানা কারণে এ রকম ছুটি ঘন ঘন খুঁজে নেওয়া সম্ভব হয় না।

ফলে ঘরে কম্পিউটারের মুখোমুখি হয়ে আমার বেশির ভাগ সময় কাটে। কম্পিউটার যে আমি বিশেষ বুঝি তা নয়। তা দিয়ে কত লক্ষ লক্ষ কাজ করা যায় আমি তার কিছুই জানি না। আমি মূলত লেখালিখির জন্যে যন্তরটিকে কাজে লাগাই, কিছুটা মুখবই করি সময় পেলে, আর ইন্টারনেটের সুবিধা নিই। কিন্তু কিছুদিন থেকে লক্ষ করছি, একটু অবাক হয়েই, যে, কম্পিউটার আমার অন্তরের চাহিদা যেন কিছুটা বুঝতে পারছে। তার মধ্যে কতটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আছে আমার পক্ষে তার মাপজোক করা সম্ভব নয়, কিন্তু একটা বুদ্ধিমত্তা বা ‘সহানুভূতি’ যে আছে, তা যেন সে আমাকে টের পাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। এটা নিশ্চয়ই সকলের ক্ষেত্রেই হয়, আমার মেয়েরাও বলে, ফেসবুক বা ইউটিউব তোমার ইচ্ছে–অনিচ্ছে রাগ–অনুরাগ আগে থেকে অনুমান করতে পারে, কিন্তু আমার মতো প্রযুক্তিমূর্খের কাছে তা আলাদা বিস্ময় নিয়ে আসে। তারা নাকি আমার ‘লাইক’–এর একটা হিসেব রাখে, আমি কী বেশি দেখি বা শুনি সেটা লক্ষ করে, তারপর সে সব বেশি বেশি করে আমার দিকে ঠেলে দেয়।

এবং সেটাই ঘটছে। আমার পর্দাটা দিয়েই শুরু করি। সেখানে আগে একটামাত্র দৃশ্য স্থির হয়ে থাকত— সমুদ্রের মধ্যে একটা খোলা গুহাওয়ালা সোনালি পাহাড়, আর সমুদ্রবেলায় একটি লম্বা চুলে গিঁট–বাঁধা শ্বেতাঙ্গী তরুণী দৌড়ে যাচ্ছে, সকালের ব্যায়াম হিসেবে। এটা দেখতে আমার বেশ ভালই লাগত, কোনও আপত্তি জানাইনি কারও কাছে, এমনকী সারা জীবন এ ছবি দেখতেও আমার কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু কয়েকদিন হল দেখছি, আমার কম্পিউটার, বা যে এআই এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে ঘন ঘন ওই দৃশ্যটি বদলে দিচ্ছে। উহ্‌, সারা পৃথিবীকে এনে ফেলছে আমার চোখের সামনে। কোথায় ভিয়েতনামের নীল সমুদ্র থেকে খাড়া হওয়া সবুজ পাহাড়ের পরিবার, কোথায় আমাজনের অরণ্য, কোথায় রোমের কোন্‌ অ্যাম্ফিথিয়েটার, কোথায় জাপানের কোন্‌ প্যাগোডা–ঘেরা অরণ্য— সব নিয়ম করে আমার চোখের সামনে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে, আবার নিয়মিত তুলে নিচ্ছে, তার বদলে আর একটা ছবি এনে ফেলছে। শুধু প্রকৃতিক দৃশ্য নয়, নানা চেনা–অচেনা জীবকুল— চীনা পান্ডা হোক, আমেরিকার কয়োটে হোক, কোথাকার রকুন না কী, পর্বতমালাকে পেছনে রেখে বেশ পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি দুম্বা— সব আমাকে একে একে উপহার দিচ্ছে। আমি আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি। কে করছে তার মালিকানা বোঝা যাচ্ছে না বলে, আমি ধন্যবাদও জানাতে পারছি না।

ফেসবুকেও খুব মজা হচ্ছে। সেখানে দেখছি মানুষদের পাঠানো প্রকৃতিদৃশ্যে ছয়লাপ হয়ে যাচ্ছে আমার পাতা। পুরুলিয়ার জনার্দন মাহাতো পাঠাচ্ছেন পুরুলিয়ার পাহাড় ও বনাঞ্চলের ছবি, আর বাংলাদেশের বন্ধুরা বাংলাদেশের এত দৃশ্যপট পাঠাচ্ছেন যে তার তুলনা নেই। আমি খাস বাঙাল এটা অনেকেই জানেন, কিন্তু যেটা জানেন না তা হল, নদী আর জলের ছবি দেখলে আমার মনটা আকুলিবিকুলি করে ওঠে। ‘বিউটিফুল বাংলাদেশ’ বলে একটি পাতায় কখনও দিগন্তব্যাপী ধানখেত ও তার মাথায় ঘন কালো মেঘের ছবি, কখনও শাপলা–ভর্তি ঝিলে নৌকোয় দাঁড়িয়ে খালি–গা, হাফ–প্যান্ট পরা ছেলে এক বোঝা শাপলা কোলে নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে তার ছবি, কখনও সিলেটের হাওরের ছবি, কখন তালগাছের সারির সীমানা মেনে প্রশস্ত পিচরাস্তার দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়ার ছবি, কখনও অজস্র নৌকো–ভাসা বর্ষার ভরা নদীর ছবি। সে চোখের এক মহাভোজ।

মহাভোজের এখানেই শেষ নয়। প্রকৃতি গেল তো মানুষের শিল্প শুরু হল। বন্ধুবর অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন কখনও আমার বাক্সে পাঠান ইওরোপ–আমেরিকার অসাধারণ সব পেন্টিং, তাতে ল্যান্ডস্কেপই বেশি থাকে। না, আমার ইওরোপের বেশ কিছু বড় শিল্পীর ল্যান্ডস্কেপ ইত্যাদি দেখা আছে, কিন্তু আমি আর কত দেখেছি একটা জীবনে। বাসুদেববাবু নিয়মিত কিছু আমার অজানা শিল্পীর নিসর্গচিত্র পাঠান, আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি। আরও নানা ছবির স্টুডিও আমাকে নিয়মিত ল্যান্ডস্কেপ পাঠিয়ে যাচ্ছেন। তাতে মানুষও আছে— ইওরোপীয় মা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে দেখছেন বছর দুয়েকের শিশুকন্যা সমুদ্রের জলে কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছে, হল্যান্ডের গমপেষাই কলের দিকে ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে সেখানকার চাষি— কত কী। প্রকৃতি আর শিল্প— দুই পাচ্ছি।

কালিদাসের ওই শ্লোকটিতে রম্যাণি বীক্ষ্য–র (সুন্দর জিনিস দেখে) পরেই আছে ‘মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্‌’ অর্থাৎ মধুর শব্দ শুনে। তারও ব্যবস্থায় ত্রুটি রাখেননি আমার মুখবইয়ের বন্ধুরা। হরিপালের বন্ধু দুলাল ভৌমিক নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের লিঙ্ক পাঠান, কলকাতার ভাবনা রেকর্ডস পাঠান সিডি, এমনকী বাংলাদেশের বেঙ্গল ফাউন্ডেশন অকৃপণ ভাবে পাঠান তাঁদের চমৎকার সব সিডি। ফেসবুকে ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিকের অসাধারণ শিক্ষক আব্রাহাম মজুমদার তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের অসাধারণ কনসার্ট সৃষ্টি করে চলেছেন, জানি না বাঙালি শ্রোতার কাছে তা কতটা পৌঁছোচ্ছে। তিনি পিয়ানোয় বসে নিমগ্ন হয়ে বাজিয়ে চলেন, আর তাঁর বালক ও কিশোর ছাত্রছাত্রীরা মূলত বেহালায় সেই সুরের অপূর্ব ঝঙ্কার তুলে আমাদের আকাশ ভরিয়ে দেয়, পেছনে একটি চেলোর সঙ্গতও যেন শুনি। বাংলাদেশের বরেণ্য শিল্পীরা— যেমন রেজওয়ানা চৌধুরি বন্যা, শামা রহমান, বুলবুল ইসলাম, লাইজা আহমদ লিসা— এঁদের গানও চলে আসে নানা সূত্রে, আর এখানে কারিগরের দেবাশিস সাউ পাঠান দূর্বা সিংহ রায়চৌধুরি, সুমা মুখোপাধ্যায় সাহা–সহ কত নতুন শিল্পীর গান।

আরও অনেক রকমের গান। শুনি উস্তাদ রশিদ খানের গান, কৌশিকী চক্রবর্তীর গান। কখনও ইওরোপ–আমেরিকার লোকগান আর ক্লাসিক্যালের কনসার্টও চলে আসে। আমার ঘরের দেয়াল আর ছাদ যেন ভেঙে যায়, ছবি আর গানের সারা পৃথিবী এসে ঘর ভরিয়ে দেয়। আমার নিজের কাজ ভুলিয়ে দেয় কখনও।

আমি তাই আমার কম্পিউটারের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি। ■

এই ঠিকানা আমার নয়

গল্প

শ্যামলী রক্ষিত

ছবি: দেবাশিস সাহা

আমাকে জোর কোরো না মা, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

কিন্তু কেন স্তুতি!

অত ভিড়ভাট্টায় গিয়ে হা হা, হি হি করতে ইচ্ছা করছে না।

কিন্তু আগে তো তুই সারাদিন পড়ে থাকতিস ঠাকুরতলায়! বন্ধুদের সঙ্গে হইহুল্লোড় কম করিসনি!

মানুষের সব দিন কি সমান যায় মা?

তা যায় না। কিন্তু সমস্ত সিদ্ধান্ত তোর নেওয়া স্তুতি! অনেক বিচার–বিবেচনা করে তুই ভাল থাকবি বলেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিস! তা হলে সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যার কী আছে মা! মানুষের ভাল লাগা, মন্দ লাগা থাকবে না!

তা থাকবে না কেন! তার মানে তো এই নয় যে, সারা দিনরাত মন গুমরিয়ে বাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবি! এই জীবন তো তুই নিজে পছন্দ করেই বেছে নিয়েছিস মা! এরকম মন গুমরিয়ে থাকলে আমাদের কি হয় সেটা একবার ভাববি না! কোনও বিষয়েই তোর ওপর আমরা জোর করিনি! পছন্দ হোক বা না হোক তোর মতামতকেই গুরুত্ব দিয়েছি! সব কিছু মেনেছি তুই ভাল থাকবি বলে! তুই তো কোনও অপরাধ করিসনি! তা হলে সব সময় ওরকম শুকনো মুখে বসে থাকবি কেন?

কোথায় মুখ শুকনো দেখছ তুমি! দিব্যি আছি!

সে তো আমি দেখতে পাচ্ছি কেমন আছিস! সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে পড়ে আছিস। কেউ ভাল থাকলে এই ভাবে সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখে? বচ্ছরকার দিন বলে কথা। তুই ওরকম মুখ গুমরিয়ে বসে থাকবি, দেখে কী করে চুপ থাকি বল দেখি। আমি তো তোর মা নাকি! সবাই কেমন নতুন জামাকাপড় পরে ঘুরছে দেখ না! আর তুই একদিনও একটা নতুন শাড়ি ভাঙলিই না!

আমি কি আর ছোট আছি মা! তুমি শুধু শুধু আমাকে নিয়ে টেনশন করছ!

টেনশন করব না! কোনওদিন ভেবেছি তোর জীবনটা এরকম হয়ে যাবে!

কী আর হয়েছে! বেশ তো আছি! শুধু শুধু দুঃখ পেও না তো! টেনে টেনে দুঃখ পাওয়া একটা অসুখ!

তুই আর কী বুঝবি! তোর জন্যে চিন্তা করে, দিন–দিন রাতের ঘুম চলে যাচ্ছে মানুষটার!

তাতে আমি কী করব!

না তোর কিছু করার নেই! তোর সিদ্ধান্ত নেওয়াতে আমাদের আপত্তি থাকলেও তোর মতকে গুরুত্ব দিয়েছি কেন জানিস?

স্তুতি তাকিয়ে দেখল মায়ের দিকে! পারমিতা বলল, সব মেনে নিয়েছি শুধু তুই যাতে ভাল থাকিস সেই কথা ভেবে! কিন্তু সেই তুই তো ভাল নেই! এই কষ্টটা কী করে সহ্য করব বল দেখি!

স্তুতির এবার সত্যিই খারাপ লাগছিল! যত দিন যাচ্ছে তত বুঝতে পারছে, সে ভাল নেই! কোনও কিছুই আর আগের মতো ভাল লাগে না তার! দুবছর হয়ে গেছে সে ও বাড়ি থেকে চলে এসেছে! তবু এখনও ও বাড়ির সমস্ত অভ্যাসগুলো নিজের দৈনন্দিন জীবনে বহন করে চলেছে! অনেক চেষ্টা করেও ভুলতে পারেনি কিছু!

কী হল চুপ করে আছিস যে!

কী বলব মা! আমার নিজেরও কিছু ভাল লাগে না আজকাল!

তোকে নিয়ে যে এত দুশ্চিন্তা করতে হবে, এমনটা ভাবিইনি কোনওদিন!

দুশ্চিন্তা করছ কেন? বলছি তো আমি ভাল আছি।

পারমিতা স্থিরদৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল কিছুক্ষণ! চোখের কোল বসে গেছে স্তুতির! চেহারার সেই জৌলুস আর নেই। ও তো ভাল থাকবে বলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল! কিন্তু এই তার ভাল থাকার নমুনা! হ্যাঁ, মানছি ওদের কিছু ভুল ছিল! অমন ভাল মানুষগুলো! বুঝবি কী করে ওরা এতটা কনজারভেটিভ! মাঝে মাঝে পারমিতার নিজের ওপরেই বেশি রাগ হয়! আফসোস হয়, কেন যে সাত তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিতে গেল। সে তো চেয়েছিল স্তুতি নিজের পায়ে দাঁড়াক আগে! ছোটর থেকে স্তুতিকে সেই শিক্ষাই দিয়েছিল! লেখাপড়া শিখে একটা ভাল চাকরি–বাকরি করবে আগে! তারপর বিয়ের কথা ভাববে! কিন্তু মাস্টার্স করার পর যখন চাকরির অবস্থা এমন টালমাটাল হয়ে উঠল! এবং হুট করে সম্বন্ধটা এসে গেল, তখন সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল!

ভাল চাকরি করে, হীরের টুকরো ছেলে অরিত্র! মেয়ের এমন সুন্দর বর হবে, শ্বশুরবাড়ি হবে দেখে আর লোভ সামলাতেই পারল না। স্তুতি নিজেও বাধা দেয়নি! কোনও রকম আপত্তিই করেনি। মেয়েটার বিয়ের পর বেশ তৃপ্ত হয়েছিল পারমিতা। মেয়ের এমন সোনার সংসার হলে কোন মা না শান্তি পায়। কিন্তু ওরা যে মেয়েটাকে চাকরি করতে দেবে না, একথা ভেবেই উঠতে পারেনি তারা! এমন একটা শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত ফ্যামিলি! এত ভাল মানুষগুলো! তখন বিয়ের সম্পর্ক এসেছে, পছন্দ হয়েছে, বিয়ে হয়ে গেছে! সরকারি চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে খুব নিশ্চিত ছিল না। ভাল সম্বন্ধ এসেছে, বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। বিয়ের পর ওরা খুব ভাল ছিল। কিন্তু ওই চাকরি–চাকরি করে সব শেষ হয়ে গেল।

অমন সুন্দর মেয়েটার কপালে যে এই লেখা ছিল কল্পনাও করেনি। ওকে কী করে যে আবার একটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তারা দুটো মানুষ সব সময় নানা ভাবে সেই চেষ্টাই করছে! দ্বিতীয়বার বিয়ের কথাও বলেছিল! কিন্তু তাতেও রাজি হচ্ছে না মেয়েটা! সে জানে যে, বিয়ে দিলেই আগের সব দাগ মোচন হয়ে যাবে না! কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে কিছু একটা! এইভাবে তো আর জীবনটা শেষ হয়ে যেতে পারে না!

পারমিতা যেন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছিল! মেয়েকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছে! কত মনোযোগ দিয়ে ভালবেসে, স্তুতির ভাল চেয়ে জীবনের সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে! নিজের জীবনের সমস্ত শখ–আহ্লাদ তুলে রেখেছে অপেক্ষার কুলঙ্গিতে! মেয়ে বড় হবে! মানুষের মতো মানুষ হবে! একদিন সুখের সংসার হবে। সেই সুদিনের অপেক্ষায় দুর্মরগতিতে ছুটেছি। স্কুল, টিউশন, আঁকা, গান, সাঁতার। সমস্ত বেঁচে থাকাটা স্তুতিকে ঘিরেই আবৃত হত! এই সব কথায় পারমিতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। গান–বাজনা, ছবি আঁকা, পড়াশোনা সবকিছুতে এক্সপার্ট ছিল স্তুতি। কী অপূর্ব ছিল জীবনটা! আনন্দে– হাসিতে–গানে খলখল করত দিনগুলো! সংসারটা কী ছিল আর এখন কী হাল হয়েছে!

স্তুতির খুব খারাপ লাগছিল মাকে দেখে! মাকে কষ্ট পেতে দেখলে, সত্যিই তার খুব কষ্ট হয়! সে এখানে বরাবরের জন্যে চলে আসার পরদিন থেকেই বাবা যেন মরমে মরে আছে! গভীর একটা শোকের ছায়া বাবার চোখে–মুখে ! বাবাও তাকে এই নিয়ে পীড়াপীড়ি করেনি! বলেছে তুই লেখাপড়া শিখেছিস! যথেষ্ট বড় হয়েছিস! আমরা আর কদিন! তোর জীবন তোকেই তো বুঝে নিতে হবে! তুই যা সিদ্ধান্ত নিবি, তাই আমরা মেনে নেব! তার স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে যে মানুষ দুটো এতটাই ভরসা করল, সম্মান করল, তাদের প্রতি তো কিছু দায়বদ্ধতা তার থাকবেই! তাদের খারাপ লাগে এমন কিছু করা ঠিক নয়! সত্যিই সে তো সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে দিন–দিন! এ কথাটা মা তো ভুল কিছু বলেনি! এটাও ঠিক কথা সে মনে করেছিল সত্যিই সে অনেক বেশি ভাল থাকবে! কিন্তু তার যে আর কিছুতেই ভাল থাকা সম্ভব নয়, তা আর কী করে বোঝাবে মাকে! মায়ের মুখটা দেখে, স্তুতির বুকটা টন টন করে উঠল! মাঝে মাঝেই মনে হয়, সে কি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে? তার এই সিদ্ধান্তের জন্যে, এতগুলো মানুষ তো কম কষ্ট পাচ্ছে না! সে নিজেও ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে প্রতিটা মুহূর্ত। অরিত্র, মামণি, বাপি কেউ ভাল নেই। এই সেদিনও মামণি ফোন করেছিল তাকে। কাঁদছিল খুব। সত্যিই তো তাকে নিজের মেয়ের মতো ভালবাসত মামণি। ওদের কথা এখনও একটা মুহূর্তও ভুলতে পারছে না। চাকরিটা না পেলে হয়তো তার মতো সুখী কেউ ছিল না। ওদের একটাই ইচ্ছা, তাকে গৃহবধূই থাকতে হবে, দিদিমণি হয়ে কাজ নেই। কিন্তু সে তা মেনে নিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল সে নিজেই। মনে হয়েছিল ডিভোর্সের পর চাকরি করবে, নিজের স্বাধীনে থাকবে, দিব্যি চলবে জীবনটা। কিন্তু ডিভোর্স নেওয়ার পর থেকে একটা দিনও ভাল নেই। এখনও ও বাড়ির কাউকে সে ভুলতে পারছে না। তার ওপর প্রতিনিয়ত টের পাচ্ছে, সে সমাজের মূলস্রোতের বাইরে থাকা মানুষ। ঘরে–বাইরে কেমন কোণঠাসা লাগে নিজেকে। কোথাওই আর আগের মতো খুশি ঝলমলে হয়ে উঠতে পারে না। নিজেকে ছন্নছাড়া–দলছুট জীব বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে নিজের কাছে নিজেই জানতে চায়, তা হলে কি ফিরে যাব আবার ও বাড়ি?

২

দশমীর পুজো শেষ হওয়ার পর স্তুতি একটা নতুন শাড়ি ভেঙে পরে, একটু সাজগোজ করে বেরোল বাড়ি থেকে! পারমিতার খুব ভাল লাগল! যাক সুমতি হয়েছে মেয়ের! সে কিছু জানতেও চায়নি! স্তুতি যখন নিজের থেকে বলল, আমি একবার চকবাজার যাচ্ছি মা!

চকবাজার যাচ্ছিস মানে?

মানে আবার কী! একবার মামণির সঙ্গে দেখা করে আসব। দশমী করে আসব! বড্ড মন কেমন করছে! পারমিতার মনের মধ্যে অপূর্ব একটা ভাল লাগায় রিমঝিম সুর ফুটে উঠল। নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকল ওর যাত্রাপথে! যতক্ষণ দেখা যায় দেখল তাকিয়ে! তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করল!

স্তুতি সারাটা পথ অধীর আগ্রহ নিয়ে এসেছে! ভিতরে ভিতরে কেমন অস্থির হচ্ছিল কখন মামণির কাছে গিয়ে পৌঁছোবে! মিনিট কুড়ির পথ! দেখতে দেখতে নিমেষের মধ্যে এসে পড়ল গঙ্গার ধারে সেই শান্তিকুঞ্জে! মস্ত বড় একটা বটগাছের ছায়া পেরিয়ে কিছুটা দূরেই তাদের শান্তিকুঞ্জ! হু হু করে গঙ্গার শীতল বাতাস এসে হুটোপুটি করে বাড়িময়! অপূর্ব একটা স্নিগ্ধতা! সে সবের জন্যে এখন এই মুহূর্তে তার বড্ড মন অস্থির হচ্ছিল! সদরে এসে কলিংবেল টিপে দাঁড়িয়েছিল যখন, তখন তার বুকের মধ্যে অন্য একটা বাতাস এসে হানা দিল! কী ভাববে! ওরা কি তার আসাটা মেনে নিতে পারবে? যদি অপমান করে তাড়িয়ে দেয়! না, না মোটেই ঠিক কাজ করেনি সে! এই কথা মনে হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরেই আসছিল! ঠিক সেই সময় দরজা খুলল কেউ! বলল কাকে চাই?

স্তুতি ফিরে দেখল একজন অচেনা মহিলা! চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল মাথায় নতুন বউ! অরিত্র কি বিয়ে করেছে! নির্বাক দাঁড়িয়েছিল সে! মুখে কোনও কথা আসছিল না! উনি মিষ্টি হেসে বললেন, আসুন, মামণি বাড়িতেই আছেন!

স্তুতির বুকের ভিতরে তখন খাঁ খাঁ শূন্যতা! চোখের পাতা ভিজে গেছে তার! যা হোক করে শুধু বলল, আমি ভুল করে কলিং বেল টিপেছি! এই ঠিকানা আমার নয়! ■

প্রথম তোপ্‌সের কথা

● ১ পাতার পর

যদিও ছবির পোস্টারে লেখা ছিল ‘সাঙ্ঘাতিক ছবি’, তবে ভিলেনরা সাঙ্ঘাতিক ছিল না। এই জয়পুরে আমাদের একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয়। প্রায় সবাই ছিল এই গ্রুপ ফটোতে।

যোধপুর সার্কিট হাউজ

জয়পুর–পর্ব শেষ করে রাতের ট্রেনে সকলে রওনা দিলাম যোধপুরের দিকে। সকলে এসে উঠলেন সার্কিট হাউজে। আর আরেকটা দল চলে গেল ট্যুরিস্ট লজে।

এই সেই সার্কিট হাউজ, যেখানে এই ছবির অনেকগুলো দৃশ্যের শুট হয়েছিল। লম্বা বারান্দাওয়ালা একতলা সার্কিট হাউজ, তাতে টানা সার সার ঘর। সার্কিট হাউজের সামনে একটা টানা বড় লন। আমি এখানেই প্রথম ময়ূর দেখলাম, এই লনে। এর আগে ময়ূর দেখা মানে ছবি অথবা চিড়িয়াখানায়। ময়ূরকে এরকম খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে আগে কখনও দেখিনি। জটায়ুর ‘বাঃ, ন্যাশনাল বার্ড’, বলার কায়দা তো বিখ্যাত হয়ে আছে। এছাড়া ক্লাইম্যাক্সে নকল ডাক্তার হাজরার ময়ূরকে গুলি করতে যাওয়ার ঘটনাটাও।

ময়ূর ছাড়াও আরেকটি প্রাণী নিয়ে কথা বলা দরকার। সেটা হল ‘কলকাতার বিচ্ছু’, কাঁকড়া বিছে। রাজস্থানে কোথায় কাঁকড়া বিছে পাওয়া যাবে না যাবে, এই ভেবে কলকাতার নিউ মার্কেট থেকেই একজোড়া হরলিকসের শিশিতে ভরে নিয়ে আসা হয়েছে। হরলিকসের শিশির ঢাকায় কয়েকটা ফুটো করা হয়েছে, যাতে তাদের শ্বাস–প্রশ্বাসের কোনও অসুবিধে না হয়।

এদের নিয়ে কামু মুখোপাধ্যায় প্রতিদিন এক বিচিত্র খেলা শুরু করলেন। সার্কিট হাউজের করিডরে এদের দুজনকে ছেড়ে দিতেন। তারা দৌড়োদৌড়ি করত। কামু মুখোপাধ্যায় এক অদ্ভুত কায়দায় তাদের লেজ ধরে আবার শিশিতে পুরে রাখতেন। আমি অবাক হয়ে সেই খেলা দেখতাম আর ভাবতাম, লোকটার কি প্রাণের ভয় নেই! আমি শুনেছি কাঁকড়া বিছের কামড়ে মানুষ আধমরা তো হয়ই, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

যোধপুর সার্কিট হাউসের করিডরে অনেকগুলো দৃশ্যের শুটিং হয়। তার মধ্যে একটা মজা হয়। তোপসে লাঞ্চ প্যাকেটগুলো নিয়ে করিডর থেকে হেঁটে আসছে গাড়িতে সেগুলো রাখবে বলে। এই শটে কোনও ডায়ালগ ছিল না। মন্দার বোস আচমকা বলে বসেন, ‘দেখি ভাই, দেখি দেখি’ বলে প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকে আবার সেগুলো তোপসের হাতে ফেরত দিয়ে বলে, ‘যাও গাড়িতে রেখে এসো।’

এই ডায়ালগটা কামু মুখোপাধ্যায় আচমকাই বলেন, আমিও ঘাবড়ে না গিয়ে স্বাভাবিক অভিনয় করে বেরিয়ে যাই। কামু মুখোপাধ্যায় এই অচিন্তিত দৃশ্যটি করার জন্য সত্যজিতের কাছ থেকে অনেক সাধুবাদ পেলেন।

এছাড়াও এই করিডরে জ্যাকেট পরার অদ্ভুত কায়দা আমরা দেখতে পাই। জ্যাকেটের হাতায় প্রথমে হাত গলিয়ে সেটাকে পায়ের তলায় নিয়ে গিয়ে টপকে জ্যাকেট পরা। জ্যাকেট পরার এই অভিনব পদ্ধতি দেখে খুবই মজা পেয়েছি।

২০১৬ সালে আমি যখন আবার রাজস্থানের সেই সার্কিট হাউসে গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম সেই করিডর, সেই দরজা, সেই ঘর, সেই ডালে রশুনের গন্ধ, কোনও পরিবর্তন হয়নি। সময় থমকে আছে এখানে।

সার্কিট হাউজে থাকার আরেকটা কারণ, হাইওয়েতে অনেকগুলো দৃশ্যের শুট করার ছিল। সার্কিট হাউজ হাইওয়ের কাছাকাছি হওয়ায় সুবিধে হত।

এর মধ্যে আমি একদিন জ্বর বাধিয়ে বসলাম। জানুয়ারি মাসের প্রচণ্ড ঠান্ডায় জয়পুরে বাড়ির অভ্যেস মতো সর্ষের তেল মেখে ঠান্ডা জলে স্নান করে ফেলেছি। বাড়িতে গিজার থাকা সত্ত্বেও ঠান্ডা জলেই চান করা অভ্যেস ছিল আমার। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কাজেই জ্বর। সত্যজিৎ পত্নী বিজয়া রায় জিগ্যেস করলেন, ‘তুমি শীতকালে গরম জলে স্নান করো না!’

‘না, গরম জলে স্নান করলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়!’

এই কথা শোনার পরে জেঠিমার আর হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কী–ই বা বলার থাকতে পারে!

ঠিক একই সময় কুশল চক্রবর্তী, অর্থাৎ মুকুলের পেটের গন্ডগোল হয় আর কামু মুখোপাধ্যায়েরও জ্বর হয়। এই নিয়ে সত্যজিৎ বেশ সমস্যায় পড়েছিলেন। তবে এই ঘটনা বেশি ভোগায়নি, সঙ্গে ভাল ওষুধ থাকায় সকলেই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

সার্কিট হাউজের সব ভাল, শুধু খাওয়াদাওয়া ছাড়া। একটা ঘন ডাল, পাঁচ মেশালি সবজি, মুরগি বা পাঁঠার মাংস। মুশকিলটা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা পদই ভীষণ মশলাদার এবং তাতে ভীষণই রশুনের গন্ধ। আর আরও একটা সমস্যা হল এই একই খাবার প্রতিদিন খেতে হত, যা আমি ছাড়া আরও অনেকেই পছন্দ করতেন না। খাওয়ায় একটা একঘেয়েমি চলে এসেছিল।

সার্কিট হাউজে একটা রাতের শুটিংয়ের ঘটনা বলি। ঘরে কাঁকড়াবিছের আবির্ভাবের পরের দৃশ্যেই ফেলুদা আর তোপসে সার্কিট হাউজের পিছনদিকের দরজা খুলে টর্চ জ্বালিয়ে দেখে কে একজন পালিয়ে যাচ্ছে। ফেলুদার ডায়ালগ ছিল, ‘নিশ্চিন্ত আর থাকা গেল না রে তোপসে...!’

শুটিং শুরু হয়েছিল রাত ন’টায়। কনকনে হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় প্রত্যেকে ঠকঠক করে কাঁপছে। একমাত্র সত্যজিৎ রায় ওই জমে যাওয়া ঠান্ডায় কী নিশ্চিন্তে ক্যামেরা চালাচ্ছিলেন, না দেখলে ভাবা যায় না। মাঝরাত অবধি চলছিল শুটিং। শেষের দিকে ওই কনকনে হাওয়ায় জমে যাওয়ার জোগাড় হয় আমার।

সার্কিট হাউজের করিডরে অনেকগুলো দৃশ্য তোলা হয়। যেমন মন্দার বোস আর নকল ডাক্তার হাজরার আগমন, মন্দার বোসের চেয়ারে বসে থাকা, জটায়ুর প্রশ্নে মন্দার বোসের ‘হ্যাঁ, শুধু ক্যানিবলের হাঁড়িতে সেদ্ধটাই হইনি’ বলা, ফেলুদার রেজিস্টার খাতা দেখে নকল ডাক্তার হাজরাকে ধরে ফেলা, সবই ওই সার্কিট হাউজের করিডরে তোলা।

আগেই বলেছি সার্কিট হাউজ থেকে হাইওয়ে কাছাকাছি হওয়ায় অনেক সুবিধে হয়েছিল। এইরকমই হাইওয়েতে একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে উটিং হচ্ছিল। বাঁদিকে তোপসে, পাশে জটায়ু আর ডানদিকে ফেলুদা। সামনের সিটের ওপর ক্যামেরা বসিয়ে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন আর ক্যামেরার মধ্যের যে ছোট্ট জায়গাটা, সেখানে অত লম্বা–চওড়া চেহারাটা নিয়ে সত্যজিৎ রায় কী করে যে গুটিয়ে নিয়ে ছোট্ট হয়ে বসে শুট করেছিলেন সে আরেক বিস্ময়।

‘উট কি কাঁটা বেছে খায়?’— এই দৃশ্যের শুটিং হচ্ছিল। তারপরের দৃশ্য হচ্ছে, রাস্তায় মন্দার বোস ভাঙা কাচ ছড়িয়ে রেখে গেছেন, তার ফলে গাড়ির টায়ার পাংচার হল এবং গাড়ি থামাতে হল।

মূলত কথা হচ্ছিল ফেলুদা আর লালমোহনবাবুর মধ্যে। গাড়ি চলছিল। ক্যামেরায় চোখ রেখেছেন সত্যজিৎ। গাড়ির টায়ার পাংচার হয়েছে, এটা দেখাতে গিয়ে ডায়ালগ শেষে গাড়ি থামানো হল। সত্যজিৎ কাট বলে ক্যামেরা থেকে চোখ সরিয়ে সবে বলেছেন ব্রিলিয়ান্ট, এই সময় আওয়াজ হল দুম করে।

একটা লরি দাঁড়ানো অ্যাম্বাসাডরটাকে পিছন থেকে এসে ধাক্কা মেরেছে। পিছনের সিটে বসা তিন অভিনেতাই হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়েছেন। কী হল ব্যাপারটা, বুঝতে সবাই তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ার আগেই, সে লরির ড্রাইভার লরি নিয়ে পালিয়েছে।

কাছাকাছিই ছিল শুটিংয়ের দলটা। তারা তাদের বাস নিয়ে সেই লরিটাকে তাড়া করে, সেই মাতাল লোকটাকে ধরে এনে কী করা হয়েছিল, আমার তা জানা নেই। কিন্তু গা শিরশির করে ওঠে এই কথা ভাবলে যে, সত্যজিৎ সেই মুহূর্তে ক্যামেরা থেকে চোখ না সরালে ক্যামেরার আই পিস তাঁর চোখের মধ্যে ঢুকে যেত। এখনও মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়।

বিকানির–পর্ব

এই পর্বের শুটিং এখানেই শেষ হল। এরপর বিকানির। পরের দিন বেলা এগারোটা নাগাদ বিকানির কেল্লার উদ্দেশে রওনা দিল গোটা শুটিং ইউনিট। রাজস্থানের হাইওয়ের তুলনা হয় না। ভীষণই ভাল রাস্তাঘাট। কোনও খানাখন্দ নেই। সোজা রাস্তা, মাঝে মাঝে বাঁক আছে অবশ্য। সব থেকে বড় কথা, রাস্তায় গাড়ি খুব কম।

প্রথমে চলেছে টেকনিশিয়ানদের নিয়ে শুটিংয়ের বাস। তার পিছনে ট্যাক্সিগুলো। গাড়ি দাঁড় করানো হল খুব কম। তবে বিকানির প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার, মাঝে মাঝে না দাঁড়ালে চলবে?

মাঝপথে দাঁড় করিয়ে চা খাওয়া হল। বড় ভাঁড়। ওরা বলে খুল্লর। দুধটা বেশ ঘন। খুব ভাল লাগল। বিকেলে বিকানির স্টেশনে চা খাওয়ার একটা দৃশ্যের শুট হয়। সেখানে ফেলুদা লালমোহনবাবুকে বলে, ‘চা–টা সাধারণ, কিন্তু দুধটা হয়তো উটের।’

আমি পরে যখন রাজস্থানে যাই, এক সরপঞ্চকে উটের দুধ নিয়ে জিগ্যেস করলে সে উত্তর দেয়, ‘উটকা দুধ নেহি হোতা, উটনী কা হোতা হ্যায়।’

কী কাণ্ড। ব্যাপারটা আসলে এই যে, এই উটনীর দুধের চা বানানো সম্ভবই নয়, কারণ এই দুধ দোয়াবার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথর হয়ে যায়। বাকি রইল উট আর উটনীর পার্থক্য। আমরা বাঙালিরা কথা বলার সময় স্ত্রীলিঙ্গ–পুংলিঙ্গ এত মাথায় রেখে কথা বলি না। কাজেই উটের দুধ...।

গাড়ির সারি ছুটছে হাইওয়ে ধরে। সূর্য প্রায় ডুবি ডুবি। বিশাল দিগন্ত। এখান থেকে মনে হচ্ছে, সূর্য যেন একটু বেশিই সময় নিচ্ছে ডুবতে। মুহূর্তে মুহূর্তে আকাশের রং বদলাচ্ছে। নীল আর হলুদের মিশেল থেকে কমলা আর কালচে হতে হতে লাল আর কালো। সে এক অপরূপ দৃশ্য। এই অসামান্য দৃশ্যের মাঝেই চোখের সামনে ভেসে উঠল কালো কালো পাহাড়। কী ব্যাপার! বালির পাহাড় এরকম হয় নাকি? আর বিকানির যাওয়ার পথেই বালির এত বড় বড় পাহাড়? আসলে রাজস্থানের হাইওয়ের ধারে ধারে এরকম পাহাড় সমান উঁচু করে শুকনো লঙ্কা রাখা থাকে। ওখানকার মানুষদের আয়ের একটা বড় সংস্থান এই শুকনো লঙ্কা কেনা–বেচা। দেখবার মতন সেই লঙ্কার পাহাড়। বেশ রাতেই বিকানির সার্কিট হাউজে পৌঁছোল গোটা দলটা। শুটিং পরদিন।

বিকানির কেল্লার সামনে এক বিরাট দিঘি আছে। নাম অমৃত সরোবর। নাম অমৃত সরোবর হলেও যথেষ্ট নোংরা সে দিঘি। নিচু জাফরি করা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দিঘিটা। এখানেই সেই দৃশ্যের শুটিং হয়েছিল, যেখানে নকল ডাক্তার হাজরা গাড়ির মধ্যে ঘুমোচ্ছে আর মুকুল ছুটে এসে বলছে, ‘দরজা খোলো, দরজা খোলো, দরজা খোলো, দুষ্টু লোক।’

নকল ডাক্তার হাজরা ঘুম থেকে উঠে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলছে, ‘কে আবার দুষ্টু লোক, এ–জন্মের না গত জন্মের?’ এই শুটিং হয়েছিল দ্বিতীয় দিন।

প্রথমদিন বিকানির কেল্লার ভিতরে শুটিং হল। ফেলুদা, তোপসে, লালমোহনবাবু আর মন্দার বোসের। বিকানির কেল্লার তুলনা হয় না। কী অসামান্য তার কারুকার্য! ছবিটা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন। ছবিতে এই কেল্লার বেশ অনেকটা জায়গা দেখানো হয়েছে। এই কেল্লাতেই মন্দার বোস জটায়ুকে বলেন, ‘আপনার লেখা পড়ে দেখতে হচ্ছে। আছে নাকি এক কপি, সাহারায় সীতাহরণ?’

‘সীতাহরণ! আপনি রসিক লোক মশাই, হা হা হা।’

প্রথম দিনের শুটিং শেষ করে বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিকানির সার্কিট হাউজে ফিরে আসা হল। এখানে এখন গানের আসর বসবে। মীরার ভজন গাওয়া হবে। গাইবেন স্থানীয় গায়িকা সোহিনী বাই। স্থানীয় গায়িকা হলেও তাঁর গানের একাধিক রেকর্ড আছে। রেডিওতে গান করেন তিনি। সন্ধে থেকে গান শুরু হল। সবাই গান শুনছেন। আমিও আছি তাঁদের মধ্যে। দুয়েকটা গানের অনুরোধও এল। খুব মন দিয়ে গানগুলো শুনলেন সত্যজিৎ রায়। তার মধ্যেই একটা গান ‘মন মেরা রাম নাম ভজে’–কে বেছে নেওয়া হল।

পরেরদিন শুটিং হল অমৃত সরোবরে। সোহিনী বাইকে দিঘির পাশের একটি মন্দির চাতালে বসিয়ে ওই গানটির শুটিং করা হল। সেখানেই ভিড়ের মধ্যে মুকুল উঁকি দিয়ে গান শুনবে আর সেই সময় আহত আসল ডাক্তার হাজরা মুকুলের মাথায় স্নেহের হাত রেখে, ‘মুকুল’ বলতেই মুকুল তাকে চিনতে পেরে দৌড়ে পালাবে। সকালবেলাতেই এই শুটিং শেষ হয়ে গেল। ■

গল্প

ঋণ

বাসুদেব সেন

ছবি: কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

ঋতম্ভর। ডাকনাম ঋতম। সে এখন সার্কেল অফিসে খুব নামডাক করে ফেলেছে। যেসব ব্রাঞ্চ ঋণ আদায়ে পিছিয়ে পড়েছে, সেখানেই ডাক পড়ছে তার। ভাল রিকভারি করে।

এবারে গঙ্গার পাড়ে বেলতলি ব্রাঞ্চে পাঠানো হল তাকে। দু' ঘণ্টা লাগল তার মধ্যমগ্রামের বাড়ি থেকে এখানে আসতে। অফিসে এলে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সবার সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডেপুটি ম্যানেজার সুজিতবাবু, দু'জন অফিসার অর্ক ও পর্ণা, ক্যাশিয়ার মিলনবাবু, দপ্তরি ভানুদা প্রায় সবার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিজের চেম্বারে ডেকে নিলেন ম্যানেজারবাবু। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ না করলে যেহেতু কেউ ছেড়ে দেয় না, তাই বিভিন্ন ফাইলের দিকে হাত বাড়িয়ে কাজ শুরু করে দেওয়ার অনুরোধ রাখলেন।

ঋতম্ভর নামটি রেখেছিলেন তার বাবা। এর অর্থ হল সত্যপালক। ভাঙা ভাঙা গলায় দূর থেকে বাবা তার মাকে বলেছিলেন, 'আমি চলে যাচ্ছি, কোনও কিছুর অভাব তোমাদের হবে না। ছেলে তো পরমেশ্বরের রূপ।' বেলেঘাটা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বাবা। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

— ঠিক আছে স্যর। আমি শুরু করছি। প্রথমে বড় লোনগুলো দেখে নিচ্ছি। তারপর শ্যাডো লোনগুলো ধরব।

— ফাইলগুলো বড়-ছোট করে সাজানো আছে। অসুবিধে হলে জানাবেন। অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ব্রাঞ্চ। খুব চিন্তায় আছি।

বড় বড় কয়েকটি লোন সাতদিনের মধ্যেই ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে দিয়ে আপসজনক মীমাংসার জন্য সার্কেল অফিসে পাঠিয়ে দিল ঋতম। পঁচিশটি ফিল্ড ভিজিট করে অনেকটা সমাধান করতে পারলেও একটির জন্য তাকে বেশ সমস্যায় পড়তে হল।

সত্তরোত্তীর্ণ এক প্রয়াতা বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে নিয়ে সমস্যা। তাঁর স্বামী রেল বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। পেনশন পেতেন। দু'লাখ টাকা পেনশনার লোন নিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ভদ্রমহিলার পারিবারিক পেনশন চালু হয় এবং যথারীতি লোনের কিস্তিও কেটে নেওয়া হত মাসে মাসে। কিন্তু দৈবক্রমে চার মাস পেনশন পাওয়ার পর ভদ্রমহিলা ইহলোক ত্যাগ করেন। আর তাঁর মৃত্যুর আগের দিন লোনের বিমা পলিসিটির মেয়াদ পার হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বিমা থেকেও টাকা পাওয়ার উপায় নেই। তাঁর কোনও সন্তানাদি ছিল না। লোনটি এখন সুদে আসলে দেড় লাখ পার হয়ে গিয়েছে। ভদ্রমহিলার স্বামী ও তাঁর ভাই একইসঙ্গে থাকতেন। ছোটভাই মারা যাওয়ার পর তাঁর দুই ছেলেকে লালনপালন, লেখাপড়ার খরচ তাঁর স্বামীই বহন করতেন।

ঋতম জানতে পারল মহিলার দেওরের ছেলে দু'টি নিজেদের বাড়িঘর বিক্রি করে শহরের দু' প্রান্তে থাকেন। এই দু' ছেলের প্রায় আদায় কাঁচকলার সম্পর্ক।

রামুকে নিয়ে একদিন বড়ভাই সুহানের ফ্ল্যাটের দিকে চলল ঋতম। কলিং বেলে চাপ দিতেই সুহানের যুবতী স্ত্রী শিলা দরজা খুলে দিলেন। রামু এলাকার ছেলে বলে তাকে চেনেন শিলা। সরাসরি রামুকেই বলেন,

— কী ব্যাপার রামু? কাকে নিয়ে এসেছ?

— ইনি সার্কেল অফিস থেকে এসেছেন। আপনাদের সেই লোনের খোঁজখবর নিতে।

— আমাদের আবার লোন কোথায়? আমরা তো কোনও লোন নিইনি।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল ঋতম। এবার সে শান্ত স্বরে বলল, 'আমাদের ফাইলে আপনার হাজব্যান্ডের ফোন নম্বর আছে। তাহলে সেখানে কি কথা বলা যাবে? ওনার চাকরির জায়গায় বারবার ফোন করা কি ঠিক হবে? সে কথা ভেবেই আসা।'

শিলা একটু অবাকই হল। কেন না এর আগে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের চোখমুখে এত সারল্য আর শান্ত স্বভাব দেখেনি সে। বয়সও বেশি নয়। কেমন যেন চেনা মানুষ আর ভাল লাগা অনুভব হচ্ছে শিলার।

— আপনি কিছু মনে করবেন না স্যর। আসলে আমরা কোনও লোনের সঙ্গে জড়িত নই, তাই বলছিলাম। আপনারা দায়িত্বপূর্ণ চাকরি করেন। আমার হাজব্যান্ডও আর্মিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে আছেন। তাই একটু সময় বুঝে ফোন করবেন।

— ঠিক আছে আসছি। এখন আবার আপনাদের আরেকটা বাড়ি যেতে হবে।

— আমাদের আবার আরেকটা বাড়ি কোথায়? আমাদের এখানে আর কোনও বাড়ি নেই।

— আচ্ছা ম্যাডাম, আসছি। বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।

— না, না। আপনি ভদ্রলোক। আমি মনে কিছু করিনি।

নমস্কার করে বেরিয়ে এসে এবার রামুকে নিয়ে ঋতম চলল রিপনের বাড়ি। রিপন সুহানের ছোট ভাই। দু' ভাই শহরের দুই ভিন্ন প্রান্তে থাকেন। রিপন থাকেন অতি সাধারণ এক মফস্সল অঞ্চলে। ছোটখাটো বাড়ি। বাড়ির সামনে মুদিখানার দোকান। দোকানের সামনে দাঁড়াতেই একগাল হাসি হেসে রিপন বললেন,— কী রে রামু! আমার জেঠিমার লোন নিয়ে আবার আলোচনা করতে এসেছিস। দেখ, আমরা কোনও লোন নিইনি। তবুও পিছন পিছন ঘুরছিস তোরা।

রামু ঋতমকে ডাকে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল সে। কাছে আসে। এবার রিপনকে উদ্দেশ্য করে রামু বলে— রিপনদা। ইনি আমাদের জেলা অফিস থেকে এসেছেন। তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান।

রিপন তার দোকান থেকে একটা হ্যান্ডেলওলা প্লাস্টিকের চেয়ার টেনে নিয়ে আসেন। ঋতম সেই চেয়ারে বসে।

— আমরা একটু আগে আপনাদের ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে এলাম। আপনার বউদির সঙ্গে কথা হল।

— আপনি ভুল বলছেন। আমাদের আর কোনও জায়গা নেই। আমাদের পৈতৃক বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। আমার দাদা আলাদা বাসায় থাকেন।

— ঠিক আছে। তবু একটু দেখবেন।

এরপর রামুকে অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে ঋতম একা একা চলল সুহান-রিপনদের পৈতৃক বাড়ি দেখতে। রিকভারির এই রহস্যময় কাজটি অনেকের অজানা। এ সময়টাকে বলা যায় 'গোল্ডেন ওয়াশ আওয়ার'।

পরের দিন সকালে অফিসে হাজির হয়ে ঋতমের প্রথম কাজ ছিল সুহানকে ফোন করা।

— হ্যালো। সুহান রায়। আমি বেলতলির লোন অফিস থেকে বলছি।

— আবার সেই একই কথা। কেন আমাদের পিছনে পড়ে আছেন? আপনাদের বারবার...

— আমি লোনের ব্যাপারে কোনও কথা বলছি না। আপনাদের যে যৌথবাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলেন, সেখানে একটা পিপুল গাছ ছিল?

— হ্যাঁ।

— সে বাড়ি যিনি কিনেছেন, তিনি ওই পিপুল গাছ কাটতে পারছেন না।

— কেন?

— সেখানে একটা বড় লাল আর কালো ধাগা রুদ্রাক্ষের সঙ্গে বাঁধা আছে। কিছু মনে পড়ছে আপনার?

— হ্যাঁ। সে তো অনেকদিন আগেকার কথা। জেঠিমা...

— জেঠিমা বলেছিলেন, এ গাছ না কাটতে। লাল আপনার আর কালোটি আপনার ছোটভাই রিপনের মঙ্গল কামনায়। আর আপনি হয়তো জানেন না আপনার ছোটভাই বলেছে কালো ধাগা কেটে দিলেও লালটি যেন থাকে। তার দাদার অমঙ্গল যেন কোনওদিন না হয়, দাদা চিরকাল যেন ভাল থাকে। জেঠিমা তো মা। মার ভালবাসা, তাঁর স্মৃতি সে কোনওদিন ভুলবে না।

ফোনের অপরপ্রান্ত চুপ। আবেগের অশ্রু ঝরে পড়ছে অফিসের বারান্দায়। এভাবে কেন সে ভুল বোঝাবুঝি করল? তার রক্তের সম্পর্ক। ভাই! কত মারামারি করেছে দু'জনে। রক্তারক্তি। আবার রাতে দু'জন জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়েছে। মা মারা যাওয়ার পর জেঠিমার কোলেপিঠে মানুষ হয়েছে তারা। সেই শৈশব! সেই বেড়ে ওঠা।

ঋতমের হাতে সময় কম। সে এখন দ্বিতীয় ফোনটি করল ছোটভাই রিপনকে,

— হ্যালো। রিপন রায়? বেলতলি লোন অফিস।

— ফালতু ফোন করে যাচ্ছেন। এরপর আমরাই আদালতের দ্বারস্থ হব। আমরা আর পারছি না।

— আমি লোন নিয়ে কিছু বলছি না রিপনবাবু। বিক্রি করা আপনাদের বাড়ির সেই পিপুল গাছকে কি মনে পড়ে আপনার? যার পাশে ছিল শীতলামন্দির।

— হ্যাঁ। মনে আছে।

— আপনাদের মঙ্গলকামনায় আপনাদের জেঠিমা, মা লাল আর কালো ধাগা রুদ্রাক্ষের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলেন গাছে, মনে আছে?

— হ্যাঁ।

— যার কাছে বিক্রি করেছেন, তিনি বলছেন, সে গাছ তিনি কাটতে পারছেন না।

— কেন?

আপনার দাদা বলেছেন লালটি কেটে দিলেও কালোটা ছোটভাইয়ের। সেটি যেন কোনওদিন না কাটা হয়। ছোটভাই আর জেঠিমাকে এখনও সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে! জেঠিমা তার মা। বেলতলির লোনের কাগজে আপনার জেঠিমার সই স্বাক্ষর, তার স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বল করে বেঁচে আছে রিপনবাবু।

এখানেও তো ফোনের অপরপ্রান্ত চুপ হয়ে গেল। যাক। এবার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বারে যেতে হবে ঋতমকে।

— এসে গেছেন ঋতমবাবু! আজ আপনাকে রিলিজ করে দিতে হবে। মেল এসেছে সার্কেল থেকে। কাল আপনাকে ওখানে জয়েন করতে হবে। অনেক হেল্প করলেন আমাদের। এতগুলো অনুৎপাদক সম্পদ ঠিক হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। শুধু সেই পেনশনের লোনটার আর কিছু উদ্ধার হল না।

— ওটা হয়ে যাবে স্যর।

পরের দিন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সবে ব্রাঞ্চে ঢুকছেন, হঠাৎ দেখেন সেই দৃশ্য। জেঠিমার পেনশন লোন শোধ করতে ছোটভাই রিপন একগাদা টাকা নিয়ে হাজির। চোখ তার এখনও ছলছল করছে। রাতে বোধহয় ঘুম হয়নি ভাল ভাবে।

— স্যর! আমাকে চিনতে পারছেন?

— হ্যাঁ। সেই পেনশন লোন...।

— এবার আর আপনাদের চিন্তা নেই। আমাদের এই লোনটি শোধ করে দিতে চাই।

— বাহ্ ! দারুণ ভাল খবর।

— স্যর! একটা অনুরোধ রাখবেন?

— বলুন।

— একবার ওই লোনের ডকুমেন্টে আমার জেঠিমার লেখায় হাত দিতে দেবেন?

— অবশ্যই। কেন দেবেন না!

প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠল রিপন। ম্যানেজার জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

— একবার দেখব স্যর! ওঁর মধ্যে তিনি বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন।

ম্যানেজার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। এ কী করে সম্ভব? কী এমন জাদু জানে ঋতম? পাঁচ বছরেও যে কাজ করা গেল না, মাত্র তিনদিনেই তা সমাধান হয়ে গেল! দীর্ঘ কুড়ি বছরের চাকরি জীবনে এরকম ঘটনা কখনও চোখে পড়েনি তার। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই অফিসের ফোনে বড়ভাই সুহানের কণ্ঠস্বর ভেসে এল— স্যর! ম্যানেজারবাবু বলছেন?

— হ্যাঁ, বলছি।

— আমার জেঠিমা শুভ্রা রায়ের লোনে যা পাবেন, পুরোটাই শোধ করতে চাইছি। এনইএফটি করে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি।

— সে লোন তো আপনার ছোটভাই একটু আগে শোধ করে চলে গেল। তাকে আমি আপনার জেঠিমার স্বাক্ষরের ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিয়েছি। উনি বললেন, ওটি ল্যামিনেশন করে আপনার বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে অশ্রুর ধারা কোনও এক সাগরে পরিণত হতে চলেছে, তার আভাস, তার ঝর্না জলের আওয়াজ। ■

বই

কার্টুনকথা

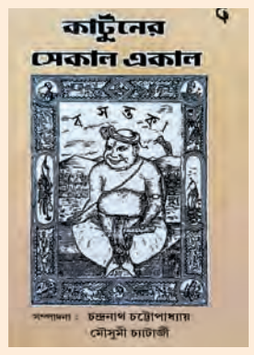

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে পথচলা শুরু বাংলা কার্টুনের। সেই পথকে প্রশস্ত করেছেন চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার বসু, যতীন্দ্রকুমার সেন, চারু রায় প্রমুখ। চঞ্চলকুমারই প্রথম ব্যঙ্গসাহিত্য ও ব্যঙ্গচিত্রের সম্মিলন ঘটান। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের কথার সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবি পাঠকের মন জয় করে নেয়। বাঙালি মোসাহেব ও কেরানিদের দুঃসহ জীবনধারা ছিল অনবদ্য কাজ। ত্রৈলোক্যনাথের লেখার সঙ্গেও পাই ওঁর অনবদ্য সৃষ্টিকে। আধুনিক ব্যঙ্গচিত্রের প্রবর্তক বলা হয় পিসিএল, মানে প্রতুলচন্দ্র লাহিড়ীকে। উনি কাফি খাঁ নামেও আঁকতেন। কয়েক দশক আগেও ইংরেজি তো বটেই বাংলা সংবাদপত্রেও কার্টুনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারি ছিল। কাফি খাঁ, রেবতীভূষণ, চণ্ডী, অমল, কুট্টি, সুফি— প্রতিভা আর সৃজনে সে ছিল এক স্বর্ণযুগ। রাজনৈতিক কার্টুনগুলো সাড়া ফেলে দিত। আজকালে কুট্টির কার্টুন আর অমিতাভ চৌধুরির ছড়া ছিল বড় আকর্ষণ। পত্রপত্রিকা বা বইয়েও কার্টুনের দাপট কম ছিল না।

গরিমাময় এই বাংলা কার্টুন নিয়ে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মৌসুমি চ্যাটার্জি সম্পাদিত 'কার্টুনের সেকাল একাল'-এ শৈল চক্রবর্তী, অহিভূষণ মালিক, রাধারানী দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষের পুরনো লেখা যেমন সঙ্কলিত হয়েছে, আছে দেবাশিস দেব, অমল চক্রবর্তী, পিনাকী ভাদুড়ি, বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের লেখাও। বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে কার্টুন শিল্প, কার্টুন কাহিনি, বাংলা বিজ্ঞাপন, রাজনৈতিক কার্টুন ইত্যাদি। ডাঃ বনবিহারী, কাফি খাঁ, শৈল চক্রবর্তী, রেবতীভূষণ, চণ্ডী লাহিড়ীর ছবি নিয়েও আছে লেখা। হারিয়ে যাওয়া রেডিও কার্টুনের মতো প্রায় অশ্রুত বিষয়ও উঠে এসেছে। বনফুল-সহ বেশ কিছু কবির কবিতা বইটিকে দিয়েছে পূর্ণতা। ঝকঝকে ছাপা ও লেখায় এটিকে কার্টুন অমনিবাস বলা যায়। প্রচ্ছদটিও চমৎকার। ■

কার্টুনের সেকাল একাল • সম্পাদনা: চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমী চ্যাটার্জী • কথোপকথন প্রোডাকশনস • ৩০০ টাকা

সমীরকুমার ঘোষ

জাদুময় লেখা

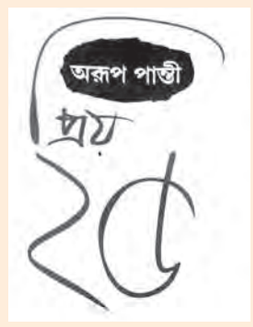

'আমার মধ্যে তুমি/ তোমার মধ্যে আমি/ এ এক অন্য অহংকার।' অরূপ পাত্তির সাম্প্রতিক 'প্রিয় ২৫' কবিতার বইয়ে 'অন্য অহংকার' কবিতাটি এভাবেই শুরু। সারা জীবন কবিতা নিয়ে কাটানো অরূপ পাত্তির কবিতার আবেদন বরাবরই আমাদের অন্য জগতে নিয়ে যায়। যেমন 'হ্যামলিন' কবিতায় 'আমি তবুও খুঁজে চলেছি মানুষ/ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যেভাবে সন্তানের জীবন খুঁজেছে/ গান্ধারী মৃত মানুষের ভিড় বেড়েই চলেছে/ এ সময় বাঁশি বাজাচ্ছে এ এক অন্য হ্যামলিন।' পঁচিশটি কবিতায় মন ছুঁয়ে যাওয়া ভাষার প্রয়োগ, এক নিজস্ব আবেদনে উজ্জ্বল। কবি সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, 'সমাজ জীবনের গভীরতম তল থেকে উঠে আসা দার্শনিক ভাবনা, প্রকৃতি, রাজনৈতিক সচেতনতা, বাস্তবকে অধিবাস্তব জগতে জীবন্ত করে তোলা অরূপ পাত্তির কবিতার এক জাদুময় খেলা।' দেবব্রত ঘোষের প্রচ্ছদ চমৎকার। ■

প্রিয় ২৫ • অরূপ পাত্তি • শব্দ হরিণ • ৫০ টাকা

বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি শুরুর গল্প

জেলেপাড়ার লোকেরা ব্রাহ্মণ পরিবারের লোকদের ঠাকুর বলে ডাকতেন। ইংরেজরাও পঞ্চাননকে ঠাকুরকে 'টাগুর' বা 'টেগোর' বলতেন। এরকম করে পঞ্চানন কুশারী পঞ্চানন ঠাকুর হয়ে গেলেন। এই পঞ্চানন ঠাকুর থেকে কলকাতায় জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, কয়লাঘাটার ঠাকুর পরিবারের উৎপত্তি। লিখেছেন জয়ন্তী মণ্ডল

তখন জোব চার্নকের সময়। সবে কলকাতার পত্তন হয়েছে। কলকাতা তখনও গ্রাম। এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অবস্থিত, তখন সে জায়গাটার নাম ছিল গোবিন্দপুর। কলকাতার গঙ্গাতীরের এই অঞ্চলটিতে পর্তুগিজ, ডাচ প্রভৃতি বিদেশি বণিকদের আনাগোনা। তাঁরা এদেশে ব্যবসা করতে এসেছেন। অদ্ভুত তাঁদের সাজপোশাক। কথাবার্তা কী বলেন বাংলাদেশের মানুষ, তা বোঝেন না। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে জিনিসপত্রের ওজন করেন। পল্লীবাংলার লোকজন তাঁদের বেশ ভয় করেন। তবে নবাবের সঙ্গে তাঁরা মেলামেশা করেন এবং তাঁদের কথাবার্তা চলে।

ঠাকুর পরিবারের বিবাহ, শ্রাদ্ধ এসব অনুষ্ঠানে মন্ত্রে প্রথম পুরুষোত্তম কুশারী এবং শেষে দ্বারকানাথের নাম উচ্চারণ করা হয়। পুরুষোত্তমের উত্তরপুরুষ শুকদেব ও পঞ্চানন কুশারী পারিবারিক অশান্তির জন্য যশোরের ভিটে ছেড়ে কলকাতার এই জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন।

কলকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরে আদিগঙ্গার তীরে তখন কৈবর্ত, জেলে, মালো প্রভৃতি জাতির বাস। এই অঞ্চলে ইংরেজদের যেসব জাহাজ আসত, সুখদেব ও পঞ্চানন সেই জাহাজে মালপত্র সরবরাহের কাজ নিলেন। এইভাবে তাঁদের কিছু অর্থ আসতে পঞ্চানন এই জেলেপাড়ায় একটি বসতবাড়ি তৈরি করলেন। বসতবাড়ি সংলগ্ন একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শুকদেব ও পঞ্চানন ব্রাহ্মণ। জেলেপাড়ার লোকেরা ব্রাহ্মণ পরিবারটিকে পেয়ে বেশ খুশি। তাই তাঁরা তাঁদের ঠাকুর বলে ডাকেন। ইংরেজরাও পঞ্চাননকে ঠাকুর বলে ডাকতে শুরু করলেন। ঠাকুর শব্দটা ইংরেজদের মুখে ঠিক আসত না। তাই তাঁরা 'টাগুর' বা 'টেগোর' বলে ডাকতেন। এরকম করে পঞ্চানন কুশারী পঞ্চানন ঠাকুর হয়ে গেলেন। এই পঞ্চানন ঠাকুর থেকে কলকাতায় জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, কয়লাঘাটার ঠাকুর পরিবারের উৎপত্তি। আর শুকদেব থেকে চোরবাগানের ঠাকুর পরিবারের উৎপত্তি।

পঞ্চাননের দুই ছেলে— জয়রাম ও সন্তোষরাম। পঞ্চানন সাহেবদের ধরে জয়রামের জন্য কোম্পানির অধীনে চাকরি জুটিয়ে দেন। কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর ইংরেজদের অধীনে আসার পর প্রথম জমি জরিপের কাজ শুরু হয়। রালফ সেলডন জরিপের কাজের কালেক্টর। জরিপের কাজের জন্য সেলডনের দুজন আমিনের দরকার।

পঞ্চানন ইংরেজদের সঙ্গে কাজ করার সুবাদে জয়রাম ও সন্তোষরামের ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল, সেই সুবাদে তাঁরা কিছু ইংরেজি জানতেন। ফরাসি ভাষাও কিছু শিখেছিলেন।

পঞ্চাননের অনুরোধে সেলডন জয়রাম ও সন্তোষরাম দুই ভাইকে জমি জরিপের আমিনের কাজে নিযুক্ত করলেন। এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার দক্ষিণে আরও দশ মাইল জমি জরিপ করেন। তখনও এসব জমি জরিপের আমিনের কাজ জয়রাম ও সন্তোষরামই করেন। এসব জমিগুলি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে ছিল। জমি জরিপের সূত্রে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে জয়রামের সুসম্পর্ক হয়। জয়রাম নিজগৃহে 'রাধাকান্ত' নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেব সেবার জন্য নিজের জমিদারি থেকে ৩৩১ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। কলকাতায় মারাঠা খাল খননের সময়ও জয়রাম অন্যতম পরিদর্শক ছিলেন। এভাবে জয়রাম ও সন্তোষরাম ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরির পাশাপাশি জমিজমা, ঘরবাড়ি কেনা-বেচা, দালালি, ঠিকাদারি ইত্যাদি নানা কাজকারবার করে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা হন। এবং ধীরে ধীরে কলকাতায় ধনেমানে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

এখনকার ধর্মতলা অঞ্চলে সেকালেও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জয়রাম। ধর্মতলাতে বিরাট বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগলেন। বসতবাড়ি সংলগ্ন জমির ওপর ছিল তাঁর বৈঠকখানা বাড়ি। ফোর্ট উইলিয়ামের কাছাকাছি অঞ্চলে তাঁর একটি বাগানবাড়িও ছিল। ইতিমধ্যেই (জুন, ১৭৫৬) সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে ফোর্ট উইলিয়ামের পুরনো কেল্লা যেটা এখনকার ডালহৌসি অঞ্চলে জিপিও-র কাছে অবস্থিত ছিল, তা ধ্বংস করে দেন। জয়রাম ও সন্তোষরামের পরিবারও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে মিরজাফর নবাব হওয়ার পর কলকাতা-জয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে টাকা দেয় জয়রাম পুত্র নীলমণি সেখান থেকে ১৮ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পান। নীলমণি সেই টাকা দিয়ে গঙ্গার তীরে পাথুরিয়াঘাটায় এক খণ্ড জমি কেনেন।

পলাশির যুদ্ধের পর ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ শুরু করেন। জয়রামের চার ছেলে, এক মেয়ে সিদ্ধেশ্বরী। এক ছেলে আনন্দীরাম জয়রাম বেঁচে থাকতেই মারা যান। জয়রামের আর এক ছেলে গোবিন্দরামকে জয়রাম ফোর্ট উইলিয়ামে তত্ত্ব তদারকির কাজে নিযুক্ত করে দেন।

জয়রামের আর দুই ছেলে নীলমণি ও দর্পনারায়ণ গঙ্গার তীরে পাথুরিয়াঘাটায় জমির ওপর বসতবাড়ি নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন এবং বাড়ির সামনে একটি গঙ্গার ঘাট নির্মাণ করেন।

বসতবাড়ির পাশেই রামচন্দ্র কলুর কাছে আরেক খণ্ড জমি কিনে নীলমণি সম্পত্তি বৃদ্ধি করলেন। এর কয়েক বছর পর পাথুরিয়াঘাটার জমির সংলগ্ন চুঁচড়াবাসী জগমোহন দাসের কাছ থেকে আরও দু'বিঘার বেশি জমি কিনে নিলেন নীলমণি। এইভাবে পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুর পরিবারে বসবাসের শুরু।

দর্পনারায়ণ, নীলমণি দুই ভাইয়ের খুব ভাব। নীলমণি বাড়ির কর্তা। নীলমণি অনেক আগে থেকেই ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করছিলেন।

তখন ক্লাইভের আমল। নীলমণি ইংরেজদের সরকারের কাজ করেন। ইংরেজরা বাংলা, বিহার, ওড়িশার রাজস্ব আদায়ের দেওয়ান পেয়েছেন। নীলমণি ইংরেজ সরকারের অধীনে কালেক্টরের পদে চাকরি নিয়ে ওড়িশায় চলে গেলেন। দর্পনারায়ণ ও চন্দননগরের ফরাসি কুঠিবাড়ির দেওয়ান। এছাড়াও নিমক ও বাজারের ইজারাদার, জমিদারির পত্তনিদার আরও অন্যান্য ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ আয় করে বিত্তবান হয়ে ওঠেন। নীলমণির অবর্তমানে দর্পনারায়ণ বাড়ির কর্তা।

এদিকে ওড়িশায় নীলমণি সেখানে যা আয় করেন নিজের খরচ বাদ দিয়ে সবই ভাই দর্পনারায়ণের কাছে পাঠিয়ে দেন। বাইরে থেকে নীলমণি যে টাকা পাঠাতেন, তা নিয়েই দুই ভাইয়ের বিরোধের সূত্রপাত। একসময় নীলমণি চাকরি থেকে অবসর পান। বাংলায় ফিরে ভাইয়ের কাছে গচ্ছিত টাকার ফেরত চাইলেন। দুই ভাইয়ের বিরোধ শুরু হল। দর্পনারায়ণ গচ্ছিত টাকার কথা অস্বীকার করলেন। অনেক কথা, তর্কের পর রাগে, অভিমানে নীলমণি গঙ্গার তীরে পাথুরিয়াঘাটার বসতবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে নিলেন গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের শালগ্রাম শিলা, স্ত্রী, আর তিন ছেলে, এক মেয়ে। এভাবে পঞ্চাননের উত্তরসূরি ঠাকুরবংশ দুটি শাখায় ভাগ হয়ে গেল।

নীলমণির এই বিপদের কথা শুনে জোড়াবাগানের ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠ নীলমণি, তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিলেন।

বৈষ্ণবচরণ শেঠের গঙ্গাজলের ব্যবসা গঙ্গা থেকে জল তুলে ঘড়াতে ভরে ঘড়ার মুখ মাটি দিয়ে সিল করে তা পাঠিয়ে দেন শহর থেকে গ্রামে। মানুষ সেই জল বেশি দামে কিনতেন। তিনি নীলমণিকে একখণ্ড জমি দিতে চান। কিন্তু শূদ্রের দান নীলমণি গ্রহণ করবেন না। বৈষ্ণব শেঠ তখন লক্ষ্মীজনার্দনের নামে জোড়াসাঁকো অঞ্চলে নীলমণিকে এক খণ্ড জমি দান করেন। সেই সময় জোড়াসাঁকো নামটি তত জনপ্রিয় ছিল না। এই অঞ্চলটি মেছুয়াবাজারের এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হত।

১৭৮৪ সালে নীলমণি ওই জমির ওপর একটি আটচালা বেঁধে বসবাস করতে শুরু করলেন। চালাঘরটি বারাণসী ঘোষ লেনের লাগোয়া একটি পুকুরের ধারে। এখান থেকেই জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর পরিবারের বসবাসের সূত্রপাত। এদিকে নীলমণি ও দর্পনারায়ণ দুই ভাইয়ের বিরোধের খবর আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে জানাজানি হলে শেষে আত্মীয় পরিজনদের মধ্যস্থতায় দর্পনারায়ণ পৈতৃক বিষয়আশয় মূল্য নীলমণিকে দিয়ে দিলেন। তখন নীলমণি ওই জমিখণ্ডের পাশে আরও কিছুটা জমি কিনলেন। এরপর সেখানেই নীলমণি একটা বড় বাড়ি তুললেন। এই বাড়ি থেকেই জোড়াসাঁকো বাড়ির আদিবাড়ির উদ্ভব। যা আজ বিশ্ববাসীর কাছে নীলমণির উত্তরপুরুষ রবীন্দ্রনাথের জন্য বিশ্ববন্দিত জোড়াসাঁকো বাড়ি বলে পরিচিত।

নীলমণির কটি পুত্রকন্যা ছিল, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে পাঁচ। কারও মতে তাঁর তিনটি পুত্র— রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ এবং একটি কন্যা কমলমণি। দক্ষিণ ডিহি গ্রামের রামচন্দ্র রায়ের দুই কন্যা অলকাকে রামলোচন এবং মেনকাকে রামমণি বিবাহ করেন। অলকার গর্ভে একটি কন্যা জন্ম নিলেও শিশুবেলায় সে মারা যায়। তারপর তাঁদের আর কোনও সন্তান হয়নি। মেনকার গর্ভে দুই পুত্র— রাধানাথ, দ্বারকানাথ। দুই কন্যা— জাহ্নবী, রাসবিলাসী। মেনকাদেবী মারা গেলে রামমণি দুর্গামণিদেবীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর একটি পুত্র, একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। রামলোচনের শিশুকন্যাটির মৃত্যু হলে রামলোচন মধ্যম ভাই রামমণির দ্বিতীয় পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তকপুত্র নেন। রামলোচন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দ্বারকানাথের নামে উইল করেন। দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ প্রপিতামহ জোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষ লেন লাগোয়া পুকুরের ধারে যে আটচালা ঘরটি তৈরি করেন, সেটি ছিল অন্দরমহলের পুকুর, কেবল মেয়েরাই সে পুকুর ব্যবহার করতেন। কাছাকাছি ছিল আঁতুড়ঘর। সেইখানেই কয়েক বছর পরে দ্বারকানাথের জন্ম। ■

তথ্যসূত্র

১। রবিজীবনী: প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ।
২। অমৃতময় মুখোপাধ্যায়: সমকালীন পত্রিকা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৌষসংখ্যা।

বাঁহাতের কামাল!

সৌরভ গাঙ্গুলি

কৌশিক রায়

মূলত ডান-হাতিদের বিশ্বে ১৮৬০ সালেও মাত্র ২ শতাংশ বাঁহাতি ছিল। ১৯২০ সাল নাগাদ তা বেড়ে হয় ৪ শতাংশ। অথচ ২০১৯ সালে সংখ্যাটা ১০ শতাংশে দাঁড়ায়। বাঁহাতি সংখ্যাবৃদ্ধির এই ঊর্ধ্বমুখী হার প্রমাণ করে, সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। একইসঙ্গে বাঁহাতি সন্তানকে জোর করে ডানহাতি করে তোলার অপচেষ্টা কমেছে।

আন্তর্জাতিক বাঁহাতি দিবস

মূলত লেফ্‌ট-হ্যান্ডার্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ডিন আর ক্যাম্পবেলের উদ্যোগে প্রতি বছর ১৩ আগস্ট ‘আন্তর্জাতিক বাঁহাতি দিবস’ পালিত হয়। ডানহাতি বিশ্বে বাঁহাতি মানুষদের চ্যালেঞ্জ ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার করে তাঁদের স্বাতন্ত্র ও পার্থক্য উদ্‌যাপন করাই এই দিনের উদ্দেশ্য। ১৯৭৬ সালে প্রথম এই দিনটি পালিত হয়।

কেন কিছু বাঁহাতি

কিছু মানুষ কেন বাঁহাতি হন, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা জন্মকালীন ওজন, মায়ের বয়স, অকাল-প্রসব, একাধিক জন্মদান, গর্ভাবস্থায় আলট্রাসাউন্ডের ব্যবহার-সহ নানা যুক্তি দেখালেও কারও বাঁহাতি হয়ে ওঠার মূল কারণ অব্যক্তই রয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা অবশ্য মনে করছেন, মানুষের কোন্ হাত কীভাবে কাজ করবে, তার পিছনে বেশ কিছু জিনের ভূমিকা আছে। এই রকম কিছু জিন স্টাডি জানাচ্ছে, কয়েকটি জিন শরীরের বাঁ-ডান প্রতিসাম্যে বড় ভূমিকা পালন করে। মিউটেশনগত কারণেও কিছু জিন অস্বাভাবিক অঙ্গস্থাপনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যা করবেন না

যদি দেখেন, আপনার শিশুর মধ্যে বাঁহাতি হওয়ার প্রবণতা আছে, তবে স্বাভাবিকত্বের বাইরে গিয়ে অকারণে বলপূর্বক তাকে ডানহাতি করার চেষ্টা করবেন না। তাতে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়া, মানসিক সমস্যা দেখা দেওয়া, মেলামেশা ও পড়াশোনার ক্ষেত্রে অসুবিধা হওয়ার মতো সমস্যা ছাড়াও অন্য সমস্যা হতে পারে। ‘আন্তর্জাতিক বাঁহাতি দিবস’-এ এই বার্তাই বাহিত হোক যে, বাঁহাতিরাও বিশ্বশাসন করতে জানেন।

মারাদোনা

শচীন তেন্ডুলকার

মেসি

অমিতাভ বচ্চন

জানতেন?

- ✦ বাঁহাতিরা তাঁদের ডানদিকের মস্তিষ্ক বেশি ব্যবহার করেন
- ✦ স্ট্রোকের পরে বাঁহাতিরা তাড়াতাড়ি সেরে ওঠেন
- ✦ মহিলাদের তুলনায় পুরুষ বাঁহাতির সংখ্যা বেশি
- ✦ বাঁহাতিরা প্রায়ই ভাল খেলোয়াড় হন কারণ, তাঁদের কৌশল প্রতিপক্ষের বুঝতে অসুবিধে হয়
- ✦ গবেষণায় দেখা গেছে, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ কিংবা স্থপতিরা বেশিরভাগ বাঁহাতি
- ✦ সিংহভাগ ক্ষেত্রে শিশুর ৩ বছর বয়সের মধ্যে বোঝা যায়, তার পছন্দের হাত কোনটি
- ✦ বাঁহাতিদের মতো বাঁপেয়ে মানুষও হয়
- ✦ মধ্যপ্রদেশের সিংগ্রৌলি জেলার বীণাবাদিনী স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের একইসঙ্গে দু’হাতে লিখতে শেখানো হয়। তারা দু’হাতে সমান দ্রুততায় হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু, সংস্কৃত, আরবি ও রোমান লিখতে পারে
- ✦ কুকুর, বিড়াল, ক্যাঙারু, টিয়াপাখিও বাঁহাতি/ বাঁপেয়ে হতে পারে
- ✦ ইংরেজিতে ‘লেফট’ শব্দটি এসেছে অ্যাংলো-স্যাক্সন শব্দ ‘লিফট’ থেকে। যার অর্থ ‘দুর্বল’।

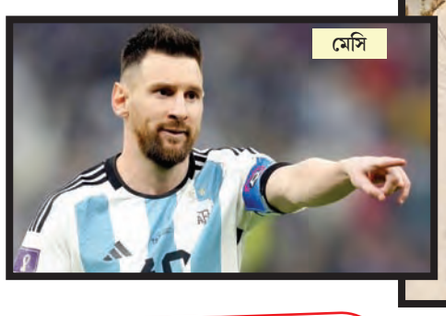

মিক্সড হ্যান্ডেডনেস ও অ্যাম্বিডেক্সট্রাস

বিশুদ্ধ বাঁহাতি ছাড়া আরও দু’রকমের মানুষ আছেন- মিক্সড হ্যান্ডেডনেস এবং অ্যাম্বিডেক্সট্রাস। মিক্সড হ্যান্ডেডনেস যুক্ত মানুষ, একেক ধরনের কাজের জন্য একেক হাত পছন্দ করেন। যাঁরা অ্যাম্বিডেক্সট্রাস, তাঁরা সব্যসাচীর মতো দু’হাত সমানভাবে ব্যবহার করেন। সৌরভ গাঙ্গুলি ব্যাট করেন বাঁ হাতে, খাওয়াদাওয়া ও লেখালেখি করেন ডান হাতে। শচীন তেন্ডুলকার ব্যাট করেন ডান হাতে, লেখেন বাঁ হাতে, কাঁটা-চামচ দিয়ে খান বাঁ হাতে আর চপস্টিক ধরেন ডান হাতে। রানি ভিক্টোরিয়া লিখতেন ডান হাতে, ছবি আঁকতেন বাঁ হাতে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছবি আঁকার সময় দু’হাত কাজে লাগাতেন। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ও দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ দু’হাত দিয়ে লিখতে পারতেন। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন জন্ম থেকে বাঁহাতি হয়েও দু’হাত চালনায় সমান দক্ষ ছিলেন। নিকোলা টেসলা বাঁহাতি হয়েও ডান হাতে লিখতেন। জন্ম থেকেই ন্যাটা মার্ক জুকেরবার্গ সম্ভবত অ্যাম্বিডেক্সট্রাস।

বিখ্যাত বাঁহাতি

বিশ্বের নানা ক্ষেত্রের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বাঁ হাতে স্বচ্ছন্দ। যেমন, অ্যারিস্টটল, মাইকেল এঞ্জেলো, লুইস ক্যারল, মোৎজার্ট, মেরি কুরি, হেলেন কেলার, চার্লি চ্যাপলিন, চার্চিল, মাদার টেরিজা, এডউইন অলড্রিন, বিল ক্লিন্টন, বারাক ওবামা, প্রিন্স উইলিয়াম, ডেভিড ক্যামেরন, বিল গেটস, স্টিভ জোবস, জুডি গারল্যান্ড, টম ক্রুজ, জেনিফার লরেন্স, লেডি গাগা, জাস্টিন বিবার, জুলিয়া রবার্টস, মর্গান ফ্রিম্যান, অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, পল ম্যাকার্টনি, ওপরা উইনফ্রে, রাফায়েল নাদাল প্রমুখ। বাঁপায়ের জাদু জুড়লে দুই ঈশ্বর মারাদোনা এবং মেসি। মেসি লেখেনও বাঁহাতে।

ভারতীয়দের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, রতন টাটা, আশা ভোসলে, নরি কন্ট্রাক্টর, অজিত ওয়াদেকার, সেলিম দুরানি, গৌতম গম্ভীর, বিনোদ কাম্বলি, অমিতাভ বচ্চন, রজনীকান্ত, অভিষেক বচ্চন, সোনাক্ষী সিন্‌হা, করণ জোহর, কপিল শর্মা প্রমুখের নাম করতে হয়।

বাঁ হাত বা বাঁ পায়ের যা কিছু সৃষ্টি তা কাব্যিক, মোহময়, অতি-দৃষ্টিনন্দন, কখনও কখনও পরাবাস্তব। ১৯৮৬-র ২২ জুন কেউ কখনও ভুলতে পারেন? মেক্সিকোর আজটেকা স্টেডিয়ামে ৪ মিনিটের ব্যবধানে যা যা ঘটেছিল, পৃথিবী নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছিল। ফুটবল শিল্পী মারাদোনার বাঁ হাত প্রথমে আনে ‘হ্যান্ড অফ গড’ গোল। তারপর সেই শরীরের (বরং বলা উচিত বাঁপায়ের জাদুতে) অবিশ্বাস্য, অনিবার্য ও অন্তহীন মোচড়ে শতাব্দীর সেরা গোল। মহারাজ সৌরভ গাঙ্গুলির কভার ড্রাইভের জন্য ভালবাসা অনিঃশেষ। ক্রিকেট মাঠে ডেভিড গাওয়ার বা অ্যালান বর্ডারের শিল্পকর্ম কোথাও মাইকেল এঞ্জেলোর অনুভূতি এনে দেয়। বাঁহাতি দিবসের পাশাপাশি বাঁপায়ের শিল্পীদেরও দিবস থাকা উচিত। বাঁহাতিদের জন্য আজ আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। সমীক্ষায় দেখা গেছে ডানহাতির চেয়ে বাঁহাতি স্নাতকরা ২৬ শতাংশ বেশি ধনী। অ্যাপ্‌ল কম্পিউটারে সেরা প্রোগ্রামারদের ৮০ শতাংশই বাঁহাতি। বাঁহাতি ক্রীড়াবিদদের চূড়ান্ত সাফল্যের সম্ভাবনা সবসময় ডানহাতিদের চেয়ে বেশি। বিশ্লেষণ ও উদ্ভাবনী ক্ষমতায় বাঁহাতিদের জুড়ি মেলা ভার। এত বেশি সংখ্যক শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, গণিতবিদ, স্থপতি বাঁ হাতে দুনিয়া জেতেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নোবেল পুরস্কারজয়ীরাও অনেকেই ন্যাটা। ভাবছেন কিছু? হাত বদল করবেন নাকি?

বিন্যাস: সুমন পাল | ছবি: দীপক গুপ্ত, আজকাল আর্কাইভ

আসুন

যে ভাষা এবং ভঙ্গিতে কথা বলেন, ঠিক সেভাবেই বাংলা লিখতে পারেন তো? সহজ করে কিন্তু বিষয়ের গভীরে ঢুকে? স্বাস্থ্য-বিষয়ক ন্যূনতম জ্ঞান থাকলেই চলবে। সফর-এর লেখা পারলে তো অবশ্যই বাড়তি সুবিধে। তেমন লেখার অনেক সুযোগ রয়েছে। বয়স? শরীর টগবগে হলেই হবে। কলকাতা এবং বিধাননগর-সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাস করলে অগ্রাধিকার। অবশ্যই চাকরি নয়। যা করেন বজায় রেখেই লেখা এবং যথেষ্ট কাজ করার সুযোগ এখানে। বাংলায় কম্পোজ জানতেই হবে। ইউনিকোড-এ লেখার অভ্যেস থাকলে অগ্রাধিকার। ই-মেইল-এ লেখা এবং ছবি পাঠানোয় রপ্ত হওয়া চাই। সবচেয়ে জরুরি, সামনাসামনি অথবা টেলিফোনে বিশিষ্টদের সঙ্গে কথোপকথনের স্কিল রপ্ত থাকাটা। দেরি না করে ১৪ দিনের মধ্যে পাঠান আপনার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত। নাম, বয়স, পুরো ঠিকানা, যোগাযোগের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল অবশ্যই জানাবেন। রঙিন পাসপোর্ট ছবি জুড়ে দিন। অতীতে কী কাজ করেছেন, আমরা আদৌ জানতে চাইছি না। বরং অনধিক ২৫০ শব্দে লিখে পাঠান: বিষয়- ‘**এটা আমারই জন্য**’। বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, আমাদের এই আমন্ত্রণ আপনার গ্রহণযোগ্য কিনা তার একটা স্মার্ট উত্তর চাইছি। যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের লেখা, যা আপনাকে চেনাবে, একটু উন্মুক্ত করবে।

পাঠান ই-মেইলে: pbasum7@gmail.com
চাইলে কুরিয়র বা স্পিডপোস্টও করতে পারেন:
‘এটা আমারই জন্য’,
প্রযত্নে আজকাল সুস্থ, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০০৯১
কোনও পরিস্থিতিতেই দপ্তরে এসে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সাড়া

আপনারা সমাজের আয়না। সুনাগরিক হিসেবে সতর্কতার বার্তা আসুক

ভাল নেই আমরা

গোটা বিশ্ব আজ হাতের মুঠোয়, কিন্তু পৃথিবীর আজ এক গভীর অসুখ। চোখের সামনে আশেপাশে কত মানুষ, অথচ হাত বাড়ালে কেউ নেই। মানুষে মানুষে দূরত্ব অনেকটা বেড়ে গেছে। দরকার ছাড়া কেউ কারও খোঁজই নেয় না। এই আত্মসর্বস্ব মানুষের কাছে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এই তো সেদিন হাওড়া স্টেশনে দেখলাম, এক ভদ্রলোক নামতে গিয়ে পড়ে গেছেন, তোলার চেষ্টা না করে তাঁকে প্রায় পায়ে পিষে ফেলে ট্রেনে উঠছে সবাই। এখন নম্র, ভদ্র, ধীরস্থির মানুষকে অনেকে বোকা বলেন। একটা প্রশ্নের হাজারটা উত্তর, এর নামই বোধহয় আধুনিকতা। মনে আছে, একবার এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘কেমন আছেন?’ উনি বললেন, ‘যেমন দেখছেন।’ আমার মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁর দেহটা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে দান করি। পারলৌকিক কাজ বিশেষ কিছু করিনি। এতেও কতজন কত কথা বলেছেন। আসলে একটা সত্যি কথা হল, কুসংস্কার আমাদের দেশে আজও বহু মানুষের অন্নসংস্থান করে। বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ দূষণ, দৃশ্যদূষণ, মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন সবই একসঙ্গে বেড়ে চলেছে। কালিদাসের মতো আমরা যে ডালে বসে আছি, সেই ডাল কাটছি। একটি সমীক্ষা বলছে, পৃথিবীর মধ্যে ভারতে মানসিক রোগের সংখ্যা বাড়ছে। স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, ভালবাসা কে দেবে? সবাই তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তাই হয়তো গণপিটুনির বিরুদ্ধে আলাদা আইন পাশ করতে হয়। মুশকিল হল, সচেতনতা ছাড়া আইন কি কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে?

সুদীপ্ত চ্যাটার্জি
মেমারি, পূর্ব বর্ধমান
(নিয়মিত পত্রলেখক ও সমাজসেবক)

আপনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পাঠান pbasum7@gmail.com ই-মেলে। অনুগ্রহ করে নাম, পুরো ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর সঙ্গে দেবেন। নিজের পরিচয়ও

তাজ্জব

কত অজানা রে! আশ্চর্য হতে হয়

মাত্র ২ ডলার!

রান্নার অন্যতম হাতিয়ার মাইক্রোওয়েভ আভেন হঠাৎই আবিষ্কৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকার রেথিওন কোম্পানির তরফে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পার্সি স্পেন্সার র‍্যাডার প্রোজেক্টে কর্মরত ছিলেন। তখন ম্যাগনেট্রন নামে ভ্যাকুয়াম টিউব র‍্যাডার সিস্টেমে মাইক্রোওয়েভ তৈরিতে ব্যবহৃত হত। ম্যাগনেট্রনকে অন্য কাজে লাগানোর ব্যাপারে পরীক্ষা করতে গিয়ে স্পেন্সার লক্ষ করে দেখেন, তাঁর পকেটে থাকা একটি চকোলেট বার গলে গিয়েছে। পপকর্নের ওপরে কাজ করে আরও উন্নততর ফল পাওয়া গেল। কেটলিতে ডিম নিয়ে পরীক্ষাতেও কাজ হল। এভাবে যে রান্নাও করা যেতে পারে, এই ভাবনায় স্পেন্সার শেষে এক আভেন বানালেন। তবে পেটেন্ট পেল রেথিওন কোম্পানি। এরা ১৯৪৭ সালে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম মাইক্রোওয়েভ আভেন তৈরি করে। ৬ ফুট লম্বা দৈত্যাকৃতি সে আভেনের ওজন ছিল ৩৪০ কেজিরও বেশি! তৎকালীন হিসেবে ২০২৩ সালে তার দাম হত ৫৭ লক্ষ টাকা। পরবর্তীকালে অবশ্য আভেন ছোট হতে শুরু করে। আভেন বিক্রি করে রেথিওন কোম্পানি কোটি কোটি টাকা লাভ করলেও রয়্যালটি বাবদ কর্মী স্পেন্সার কিন্তু এক পয়সাও পাননি। তাঁকে মাত্র ২ ডলার এককালীন গ্র্যাচুইটি দেওয়া হয়। পোড়া কপাল আর কাকে বলে?

কৌশিক রায়

আশপাশ

ঘটনার মিছিল। এবারের বাছাই

সৃষ্টি ইনফার্টিলিটি ক্লিনিকের বার্ষিক সম্মেলনে অধিকর্তা ডাঃ সুদীপ বসু জানালেন, তরুণ চিকিৎসকদের বন্ধ্যাত্ব প্রশিক্ষণ-শিবিরে হাতেকলমে কাজ শেখাবেন ডাঃ দীপ্যমান গাঙ্গুলি, ডাঃ নীতিন চৌবাল, ডাঃ স্মিত প্যাটেল, ডাঃ খুরশিদ আলম, ডাঃ অভিনিবেশ চ্যাটার্জি, ডাঃ সুজয় দাশগুপ্ত প্রমুখ।

ছবি: দীপক গুপ্ত

Dr. Saheli Dasgupta
MBBS, MD PAEDIATRICS IDPCCM (PAEDIATRIC CRITICAL CARE) MIAP, MPICC, PGPN BOSTON USA
HOD, PAEDIATRIC CRITICAL CARE & SENIOR CONSULTANT PAEDIATRICIAN AT PEERLESS HOSPITAL, KOLKATA
Email: 1988saheli@gmail.com
Call for appointment: 87775 33591, 8240112375

শিশুদের মধ্যে ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা পরিচালনা: লক্ষণ সনাক্তকরণ, খাদ্যতালিকাগত সামঞ্জস্য এবং চিকিত্সার বিকল্প"

আজকাল বেশিরভাগ লোকের কাছ থেকে শোনা যায় যে তারা ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা। ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা কি?
● অনেক শিশু ল্যাকটোজ নামক দুধের একটি উপাদানের প্রতি অসহিষ্ণু। ল্যাকটোজ হল বুকের দুধ এবং গরুর দুধের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
শিশুদের মধ্যে ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতার প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গ কি?
● ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা হলে শিশুরা পেটে ব্যথা, রাতে কান্নাকাটি, মল ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, রক্ত মিশ্রিত মলের মতো উপসর্গ অনুভব করে।
এমন পরিস্থিতিতে কী করবেন?
● ডায়েট থেকে ল্যাকটোজযুক্ত খাবার বন্ধ করুন। নবজাতক শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা সয়া দুধ বা ল্যাকটো ফ্রি দুধে যেতে পারি, অন্যান্য শিশুদের জন্যও সয়া দুধ বা ডিমের মতো দুধের বিকল্প একটি খুব ভাল বিকল্প কারণ এতে সমস্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং প্রোটিনের পাশাপাশি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ফ্যাট রয়েছে। দুধ না দিলে আমাদের শিশুর পুষ্টির ঘাটতি হবে। নবজাতকের ক্ষেত্রে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত দুধ একেবারে অপরিহার্য কিন্তু ৬ মাস পর যখন কমপ্লিমেন্টারি খাবার প্রবর্তন করা হয় তখন এটিই পুষ্টির একমাত্র উৎস নয়।
শিশুর ল্যাকটোজ অসহিষ্ণু হলে কী করবেন?
● আতঙ্কিত হবেন না মনে রাখবেন ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতার কারণে ওজন বাড়বে না এবং শিশু অপুষ্টিতে ভুগবে। অবিলম্বে ল্যাকটোজ মুক্ত খাদ্যে স্থানান্তর করুন। যদি কেউ ল্যাকটোজ অসহিষ্ণু হয় তারা দই বা পনির খেতে পারেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে যে ল্যাকটোজ অসহিষ্ণু শিশুর দই ভালোভাবে সহ্য হয়।
দুধের প্রসঙ্গে আসি, কিছু বাবা মায়েদের একটি মিথ থাকে যে তাদের সদ্যোজাত শিশুদের গ্যাস হওয়া কি একদমই সাধারণ ব্যাপার?
● একটি একদমই সাধারণ ব্যাপার কারণ শিশুরা শুধুমাত্র দুধ খায় যেটা ফার্মেন্ট করে গ্যাস তৈরি করে, এর জন্য কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই। অনেক বাবা মায়ের ধারণা থাকে যে ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা হলেও দুধ দিতে হবে না হলে সন্তানের বৃদ্ধি হবে না। একদমই সেটা নয়, ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা হলে বাচ্চাদের পেট খারাপ, বমি, রক্ত মিশ্রিত মলের মতো উপসর্গ এমনকি শরীরে পানি শূন্যতা পর্যন্ত হতে পারে এইগুলো বারবার হতে থাকলে বাচ্চার বৃদ্ধি এবং উন্নয়নে ঘাটতি হবে তাই ল্যাক্টোজ মুক্ত দুধ দিতে হবে।
দুধ একটি সম্পূর্ণ খাদ্য এটা কি সত্য?
● জন্ম থেকে নবজাতকের দুধ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রোটিন, চর্বি, কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ করে। ৬ মাস বয়সের পর শুধু দুধ শিশুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে না। এতে আয়রনের ঘাটতি রয়েছে যা মস্তিষ্ক ও শরীরের বৃদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই পরিপূর্ণ ডায়েট দিতে দুধের সমান্তরালে কমপ্লিমেন্টারি খাবার দেওয়া হয়।